NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

২ ভারত রামের, রাম ভারতের, সত্য কেউ পাল্টাতে পারবে না: সুকান্ত

নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে তলোয়ার হাতে অগ্নিমিত্রা ২

কলকাতা ৭ এপ্রিল ২০২৫ ২৪ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার অষ্টাদশ বর্ষ ২৯৫ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 07.04.2025, Vol.18, Issue No. 295, 8 Pages, Price 3.00

রামনবমীতে রাজ্যজুড়ে সম্প্রীতির ছবি, এক মিছিলে বিজেপি-তৃণমূল

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীতে রাজ্যের জেলায় জেলায় সম্প্রীতি ও সৌহার্দ্যের ছবি। কোথাও আবার রামনবমী উদযাপনে শোভাযাত্রায় একসঙ্গে পা মেলাল তৃণমূল এবং বিজেপি।

রবিবার রাজ্যজুড়ে রামনবমী পালন শুরু হয়েছে। কোথায় বিজেপি, কোথায় শাসক তৃণমূলের নেতারা শোভাযাত্রায় যোগ দিয়েছেন। নন্দীগ্রামে রামনবমীর মিছিলে যোগ দেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। খড়গপুরে কর্মসূচি করেছেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ। আবার বীরভূমের সিউড়িতে মিছিলে হেঁটেছেন তৃণমূল সাংসদ শতাব্দী রায়। মালদার ইংরেজ বাজারে প্রাক্তন মন্ত্রী তথা পুরসভার চেয়ারম্যান কৃষ্ণেন্দুনারায়ণ চৌধুরী। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ও সকালে এক্স (সাবেক টুইটার) হ্যান্ডলে পোস্ট করে রামনবমীর শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তবে শান্তি, সম্প্রীতি রক্ষারও বার্তা দিয়েছেন তিনি।

রামনবমীর মিছিল এগিয়ে আসতেই শুরু হল পুষ্পবৃষ্টি। দু'পাশ থেকে সংখ্যালঘু মুসলমানরা ফুল ছুঁড়তে থাকলেন। নিজে হাতে মিষ্টি খাইয়ে দিলেন মিছিলে আগত রামভক্তদের। একে অপরকে জড়িতে ধরে সম্প্রীতির বার্তা দেওয়া হল। রামনবমীর দিনে এই ছবি ধরা

পড়ল মালদা শহরে। 'বিভাজন নয়, এক হয়েই থাকতে চাই।' এই বার্তাই দিলেন সকলে।

এদিন সকালে মালদা শহরেও দেখা মিলল সম্প্রীতির ছবি। রামের মিছিলে মিলে গেলেন রহিমরা। মালদা শহরের মুসলিম কমিটি আটকোশী আঞ্জুমান আকবারিয়া ইসলামিয়ার সদস্যরা রামনবমীর মিছিলের আগতদের বুকে জড়িয়ে বরণ করে নিলেন। মালদা শহরে রাস্তায় মিছিল আসার কিছু সময় পরেই শুরু হয় ফুলের বৃষ্টি। রাস্তার দু'পাশে দাঁড়িয়েছিলেন এলাকার সংখ্যালঘু মুসলমানরা। তাঁরাই ফুল ছড়াতে থাকেন। মিছিলে সমবেত হওয়া রামভক্তদের মিষ্টিমুখ করানো হল। এদিন সকাল থেকে রোদের তেজও ছিল যথেষ্ট। ফলে মিছিলে পা মেলানো ব্যক্তিদের জন্য পানীয় জলের বোতলও রাখা ছিল। প্রত্যেককে সেই জলের বোতল বিতরণ করা হল। দুই সম্প্রদায়ের মানুষরা এদিন সকালে মিলে গেলেন। আনন্দে সামিল হলেন সকলে।

সম্প্রীতির ছবি দেখা গেল বীরভূমের রামপুরহাটে। রামনবমীর শোভাযাত্রায় যোগ দেওয়া সকলকেই জল-মিষ্টি দিলেন বগটুইবাসী আকসার, রিয়াজুলেরা। ওই কর্মসূচিতে যোগ দেন রামপুরহাটের তৃণমূল বিধায়ক আশিস বন্দ্যোপাধ্যায়ও। একই ছবি দেখা গেল মালদহের ইংরেজ বাজারেও। সেখানে রামনবমীর শোভাযাত্রায় পুষ্পবৃষ্টি করলেন রহিম শেখেরা। আলিঙ্গন করে মিষ্টিমুখও করানো হল মিছিলে অংশগ্রহণকারীদের। কলকাতায় ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি থেকে শ্যামবাজার পর্যন্ত রামনবমীর শোভাযাত্রায় যোগ দেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। মিছিলে তাঁর সঙ্গে মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষেরাও হেঁটেছেন।

বিরল দৃশ্য দেখা গেল বীরভূমেরই দুবরাজপুরে। সেখানে রাজনৈতিক বিভেদ ভুলে শোভাযাত্রায় একসঙ্গে হাঁটল তৃণমূল এবং বিজেপি। 'জয় শ্রীরাম সেবা সমিতি'র আয়োজনে দুবরাজপুরের রামসীতা মন্দিরপ্রাঙ্গণ থেকে শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। সেই শোভাযাত্রায় হাঁটলেন দুবরাজপুরের বিজেপি বিধায়ক অনুপকুমার সাহা, জেলা বিজেপির সাধারণ সম্পাদক টুটুন নন্দী, বিজেপির দুবরাজপুর শহর সভাপতি দেবজ্যোতি সিংহ। হাঁটলেন জেলা তৃণমূলের সহ-সভাপতি মলয় মুখোপাধ্যায়, দুবরাজপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পীযূষ পাণ্ডেও।

মেচেদায় পবিত্র রাম নবমী উপলক্ষে সুবিশাল শোভাযাত্রায় সামিল হলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

অযোধ্যায় সূর্যতিলকে অভিষেক রামলালার

অযোধ্যা, ৬ এপ্রিল: রামের জন্মদিন রামনবমী। দিনটি যথোচিত মর্যাদায় পালিত হল উত্তরপ্রদেশ জুড়ে। হাজার হাজার ভক্ত এদিন ভোর থেকে ভিড় জমিয়েছেন অযোধ্যার রামমন্দিরে। তাঁদের সকলেরই একটাই অপেক্ষা; অলৌকিক সেই মুহূর্তের, যখন সূর্যরশ্মি এসে পড়ে রামলালার কপালে।

ঠিক দুপুর ১২টা। হঠাৎই সূর্যের একফালি কিরণ ঢুকে পড়ল রামমন্দিরের গর্ভগৃহে। আলো গিয়ে পড়ল রামলালার কপালে। মনে হল যেন স্বয়ং সূর্য তিলক এঁকে দিলেন রামের কপালে! প্রায় ৬ মিনিট ধরে স্থায়ী ছিল সেই অলৌকিক দৃশ্য। ভক্তদের চোখে জল, গলায় জয়ধ্বনি; 'জয় শ্রীরাম!' এই সূর্যতিলক কেবলই আধ্যাত্মিক অনুভূতির বিষয় নয়, এর নেপথ্যে রয়েছে নিখুঁত বৈজ্ঞানিক পরিকল্পনা।

নজরে সূর্যতিলক

এই সূর্যতিলকের পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন করেছেন রুরকির সেন্ট্রাল বিল্ডিং রিসার্চ ইনস্টিটিউট (ঋক্ষ্টুজ্জ)-এর বিজ্ঞানীরা। ভারতীয় প্রযুক্তির এই বিস্ময় আজ ভক্তি ও বিজ্ঞানের অপূর্ব সংমিশ্রণ হয়ে উঠেছে।

লেন্স ও আয়নায় তৈরি যন্ত্র

CBRI-এর বিজ্ঞানীরা এক বিশেষ লেন্স-ভিত্তিক যন্ত্র নির্মাণ করেছেন, যার মধ্যে আয়না সংযুক্ত রয়েছে। এই যন্ত্র দিয়ে সূর্যের আলো নির্দিষ্ট পথে গর্ভগৃহে প্রবেশ করে। এমন ভাবে আলোটি এসে পড়ে রামলালার কপালে, যেন তিলক আঁকা হচ্ছে!

প্রতি বছর মাত্র ৬ মিনিট

এই সূর্যতিলক দেখা যায় বছরে মাত্র একবার; রামনবমীর দিন। এবং সেটিও ঠিক দুপুর ১২টায়, মাত্র ৬ মিনিটের জন্য।

অন্যান্য উদাহরণ, তবে ভিন্ন পদ্ধতি

সূর্যরশ্মি এসে দেবমূর্তির ওপর পড়ার এমন ঘটনা কিছু কিছু জৈন মন্দিরে ও ওডিশার কোনার্ক মন্দিরেও ঘটে। তবে ঋক্ষ্টুজ্জ-এর বিজ্ঞানীরা স্পষ্ট জানিয়েছেন, রামমন্দিরে ব্যবহৃত সূর্যতিলকের যন্ত্রপাতি ও পরিকল্পনা সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং আরও নিখুঁত প্রযুক্তিনির্ভর।

সূর্যতিলকের সময়সূচি

সকাল সাড়ে ৯টা থেকে সাড়ে ১০টা; রামের অভিষেক

সাড়ে ১০টা থেকে ১০টা ৪০ মিনিট;মূর্তির উপর পর্দা

১০টা ৪০ থেকে ১০টা ৪৫;আবরণ সরিয়ে রামলালাকে ভোগদান

এরপর ঠিক ১২টা;সূর্যতিলক। রামের প্রতীকী জন্মের মুহূর্ত।

অযোধ্যার আকাশে সেই মুহূর্তে যেন আলো ও ভক্তির মিলন ঘটল। আর ভক্তদের চোখে ফুটে উঠল একটাই অনুভব; 'এ যেন স্বর্গীয় কিরণেই আবির্ভূত রাম!'

মীনাক্ষীর নজির

■ বঙ্গ সিপিএমের যুবনেত্রী মিনাক্ষী মুখোপাধ্যায়কে দলের কেন্দ্রীয় কমিটিতে জায়গা দিল সিপিএম। তামিলনাড়ুর মাদুরাইয়ে পাঁচ দিনের পার্টি কংগ্রেস শেষ হল রবিবার। সেখান থেকেই ৮৫ জনের নতুন কেন্দ্রীয় কমিটি তৈরি হয়েছে। সেই কমিটিতেই মিনাক্ষী-সহ নতুন পাঁচ জন গেলেন বাংলা থেকে। বাদও পড়েছেন বাংলার পাঁচ জন।

ওয়াকফের বিরুদ্ধে

■ সম্প্রতি সংসদের দু'কক্ষে পাশ হয়েছে ওয়াকফ সংশোধনী বিল, ২০২৫। শনিবার রাষ্ট্রপতি এই বিলে স্বাক্ষর করায় সেটি আইনেও পরিণত হয়েছে। এবার এই ওয়াকফ সংশোধনী আইনের বিরুদ্ধেই সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নিল লালুপ্রসাদ যাদবের রাষ্ট্রীয় জনতা দল। কংগ্রেস ও ডিএমকেও সুপ্রিম কোর্টে যাওয়ার কথা জানিয়েছে।

বঙ্গে এখন গেরুয়া স্রোত বইছে, দাবি শুভেন্দুর

নিজস্ব প্রতিবেদন: আগামী বছর রাজ্যে বিধানসভা ভোট। তার আগে হিন্দুত্ববাদের জোরালো সওয়াল তুলে প্রচার নেমেছেন শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষরা। রামনবমীকে ইস্যু করে রবিবার সকাল থেকে মিছিল চলছে রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায়। কোনও অশান্তির আবহ যাতে না তৈরি হয়, সেজন্য কড়া নজরদারি চলছে প্রশাসনের পক্ষ থেকেও। রাস্তায় রাস্তায় বিশাল পুলিশ বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। মালদা জেলাতেও রামনবমীর মিছিল ঘিরে চলছে নজরদারি।

পরিকল্পনা আর প্রত্যাশামতো রামনবমীর সকাল থেকে পথে নেমে পড়ে গেরুয়া শিবির। নন্দীগ্রামে রামমন্দিরের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করে ছাব্বিশের আগে নতুন করে হিন্দুত্বের জিগির তুলে দেন রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। শক্তি প্রদর্শনে কয়েক কদম এগিয়ে মহিলারা নেতৃত্বও। হাতে তরোয়াল নিয়ে মিছিলে নামেন অগ্নিমিত্রা পল। নিউটাউনে স্কুটি চড়ে রামনবমীর শোভাযাত্রায় সামিল হন লকেট চট্টোপাধ্যায়।

বাংলায় রামমন্দিরের জিগির আগেই তুলেছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। রামনবমী থেকে সেই কাজ শুরু হবে, তেমন কথাও শোনা গিয়েছিল তাঁর মুখে। সেইমতো রবিবার, নন্দীগ্রামের সোনাচূড়ায় রামমন্দিরের শিলান্যাস করলেন বিরোধী দলনেতা। যজ্ঞ করে তিনি বলেন, 'রাম আস্থার প্রতীক। পশ্চিমবঙ্গের হিন্দুদের ভাগাভাগি করা যাবে না। এখানে এখন গেরুয়া স্রোত বইছে।' তাঁর হুঁশিয়ারি, 'রাত ১০টার মধ্যে বাংলা দখল হয়ে যাবে।' শনিবার রানাঘাট থেকেই শুভেন্দু হিন্দুদের একজোট হওয়ার বার্তা দিয়েছিলেন শুভেন্দু। এদিনও সেই মেরুকরণেই জোর দিলেন বিরোধী দলনেতা।

পরনে লাল-সাদা পাঞ্জাবি, একই রঙের ধুতিতে রামনবমীর সকালে বিষ্ণুপুরের রাস্তায় দেখা গেল বিজেপি সাংসদ সৌমিত্র খাঁকে। শুধু মিছিলে হাঁটা নয়, নেতৃত্ব দিয়ে তিনি লাঠিখেলাও দেখালেন। কসরৎ

মৌলালির রামলীলা ময়দানে শুভেন্দু।

করলেন বেশ খানিকটা। লাঠি খেলার পর তাঁর বার্তা, 'হিন্দু ধর্ম এবং হিন্দু সনাতনী মহিলাদের রক্ষার জন্য লাঠি ধরতে হবে হাতে। অন্যদের মতো আমি তো অস্ত্র ধরতে বলতে পারি না।' মন্দির শহর বিষ্ণুপুরকে ঘিরে এবার রামনবমীতে নতুন করে হিন্দুত্বের প্রদর্শনী হয়ে গেল।

হাওড়ার সালকিয়ায় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিলে হাঁটলেন উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। তিনি বলেন, 'আমি এলাকার সব ধর্মের অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করি। আজ ওরা ডেকেছিল। তাই গিয়েছি।'

এ নিয়ে তৃণমূল নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা বিজেপির পাতা ফাঁদ হতে পারে। কারণ এই মিছিলের উদ্যোক্তা ছিলেন বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই। আমরা গৌতম চৌধুরীর সঙ্গে কথা বলব।'

তবে সর্বত্র যে শান্তি-সম্প্রীতির ছবি দেখা গিয়েছে, তা নয়। প্রশাসনিক নিষেধাজ্ঞা সত্ত্বেও বীরভূম, মালদা, শিলিগুড়ি-সহ কয়েকটি জায়গায় অস্ত্র নিয়ে রামনবমীর শোভাযাত্রা হয়েছে।

দেশে প্রথম ভার্টিক্যাল লিফট সেতুর উদ্বোধন প্রধানমন্ত্রীর

রামেশ্বরম, ৬ এপ্রিল: জাহাজকে পথ করে দেওয়ার জন্য সমুদ্র-সেতুর একাংশ ওপরে উঠে যাবে। এমনই আধুনিক ব্যবস্থাসম্পন্ন নতুন পমবন সেতুর উদ্বোধন করলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিন দিনের শ্রীলঙ্কা সফর শেষ করে রবিবার তামিলনাড়ুর রামেশ্বরমে যান তিনি। সেখানে রামনাথস্বামী মন্দিরে পুজো দেন। তার আগে রামেশ্বরম থেকে মণ্ডপম (চেন্নাই) পর্যন্ত দীর্ঘ নয়া ওই রেলসেতুর উদ্বোধন করেন। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবও।

ভারত মহাসাগরের ওপরে রামেশ্বরম দ্বীপ থেকে ভারতের মূল ভূখণ্ডে যেতে এই রেলসেতুর ভূমিকা অপরিসীম। ১৯১৪ সালে ব্রিটিশ সরকার পুরনো পমবন সেতুটি তৈরি করেছিল। কিন্তু

সামুদ্রিক বিপর্যয়, জোলো হাওয়ায় ওই সেতুর একাংশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়। তা ছাড়া রেল যোগাযোগ বৃদ্ধির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেওয়ায় পরিকাঠামোগত ভাবে উন্নত একটি সেতুরও দরকার ছিল। ২০১৯ সালে নতুন সেতু তৈরির বিষয়ে ছাড়পত্র দেয় কেন্দ্র। পুরনো পমবন সেতুর পাশেই নতুন সেতুর কাজ শুরু হয়। অন্যদিকে, মোদির সফরের পরেই সৌজন্যমূলক পদক্ষেপ হিসাবে শ্রীলঙ্কা সে দেশে আটক ১১ জন ভারতীয় মৎস্যজীবীকে মুক্তি দিয়েছে রবিবার। এই ১১ জনের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক জলসীমান্ত অতিক্রম করে শ্রীলঙ্কায় ঢোকার অভিযোগ উঠেছিল।

এর আগে ভারতে সমুদ্রের ওপর থাকা কোনও সেতুতে সেটির একাংশ তুলে দেওয়ায় ব্যবস্থা ছিল না। সে দিক থেকে দেখলে প্রযুক্তিগত দিক থেকে নজির গড়ল নতুন পমবন সেতু। প্রাথমিক ভাবে জানা গিয়েছে, ২.০৮ কিলোমিটার দীর্ঘ এই সেতু তৈরি করতে ৫৫০ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। সরকারের একটি সূত্র মারফত জানা গিয়েছে, সেতুটি মরচে-নিরোধক ধাতু দিয়ে তৈরি করা হয়েছে, ফলে সমুদ্রের জোলো আবহাওয়াতেও সেটির তেমন ক্ষয়ক্ষতি হবে না। তা ছাড়া যাত্রীসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে ভবিষ্যতে সেতুর ওপর যাতে রেললাইনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা যায়, সেই ব্যবস্থাও রাখা হচ্ছে।

স্ট্যালিনকে কটাক্ষ

■ ভাষাযুদ্ধের আবহে এবার তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিনকে কটাক্ষ করে এমনটাই বললেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তিনি বলেন, 'তামিলনাড়ুর নেতাদের কাছ থেকে আমি বেশ কয়েকটি চিঠি পেয়েছি। তবে তার কোনওটিতেই তামিল ভাষায় স্বাক্ষর নেই! যদি আপনারা সত্যিই নিজেদের ভাষা নিয়ে গর্বিত হন, তা হলে অন্তত তামিল ভাষায় স্বাক্ষরটা করুন!'

ভাঙলেন অনশন

■ কেন্দ্রের তরফে মৌখিক আশ্বাসে 'আমরণ অনশন' ভাঙলেন পঞ্জাবের কৃষক নেতা জগজিৎ সিংহ ডাল্লেওয়াল। কৃষকদের বিভিন্ন দাবিদাওয়া নিয়ে অনশনে বসেছিলেন তিনি। আগামী ৪ মে কৃষকদের সঙ্গে আরও এক বার আলোচনায় বসার প্রস্তাব দেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী। তারপরের দিনই পর অনশন ভাঙলেন কৃষক নেতা।

পাক নাগরিক

■ পাকিস্তানি নাগরিকের প্রাণ বাঁচাল ভারতীয় নৌসেনা। আরব সাগরে একটি মাছ ধরার ট্রলারে ইঞ্জিনে কাজ করার সময়ে শরীরের একাধিক হাড়ে চিড় ধরেছিল। প্রচুর রক্তক্ষয়ও হয়ে গিয়েছিল। ওই আহত পাকিস্তানি নাগরিকের চিকিৎসার ব্যবস্থা করেন নৌসেনার আইএনএস ত্রিকাণ্ডের জওয়ানরা।

আজ মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে চাকরিহারাদের বৈঠক

সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টার অভিযোগ কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের রায়ে চাকরি হারানো শিক্ষক,শিক্ষিকা এবং শিক্ষা কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে বসতে চলেছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় তা নিয়ে আলোচনা করতে নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে দুপুর সাড়ে বারোটা নাগাদ প্রস্তাবিত এই বৈঠকে উপস্থিত থাকার জন্য চাকরি হারানো শিক্ষক-শিক্ষিকা ও শিক্ষা কর্মীদের আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। মুখ্যসচিব মনোজ পন্থ, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু, শিক্ষা সচিব ছাড়াও রাজ্য সরকারের অন্যান্য আধিকারিকরা বৈঠকে উপস্থিত থাকবেন বলে নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে।

সুপ্রিম কোর্টের রায়ের দিনই মমতা জানিয়েছিলেন তিনি নির্দিষ্ট দিনে চাকরিহারাদের সঙ্গে দেখা করবেন। তাঁদের সঙ্গে আলোচনা করবেন। সমস্যা সমাধানেরও পথ খ ুঁজবেন। কিন্তু সেই দিনই নেতাজি ইন্ডোরে সমস্যার আশঙ্কা করছেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতা কুণাল ঘোষ। কুণাল ঘোষ বলেছেন, 'জট খোলার সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। ছোট ছোট গ্রুপ করে সেই চেষ্টা করা হচ্ছে। সিপিএম বিজেপি জট খুলতে আসবে না। মুখ্যমন্ত্রীর ওপর আস্থা রাখুন। বিশ্বাস রাখুন। জট খোলার চেষ্টা করছেন।'

বিজেপি ও তৃণমূল কংগ্রেসকে নিশানা করেছেন কুণাল ঘোষ। তিনি বলেন, 'যাঁরা প্রকোটনা দিচ্ছেন, তাদের প্রত্যাখ্যান করুন। আপনার মুখে হাসি ফোটানোর কাজ করবেন মুখ্যমন্ত্রী।' কুণাল ঘোষ চাকরিহারাদের উদ্দেশে বলেন, 'যদি ভিরত থেকে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করেন তা হলে আপনি আইডেন্টিফায়েড হয়ে যাবেন। করবেন না। প্রশাসনের নজর থাকছে।' সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দুর্নীতির দায় ঝেড়ে ফেলতে সচেষ্ট হন। তাঁর কথায় দায় যাঁরা মামলা করেছেন তাঁদের। তিনি সেই দিনই নেতাজি ইন্ডোরে চাকরি প্রার্থীদের সঙ্গে দেখা করার কথা বলেছিলেন।

অন্যদিকে নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে সুপ্রিম কোর্টের রায়ের পরই বিজেপি ও সিপিএম- বিরোধী দলগুলি রাজ্য সরকারকে নিশানা করেছে। তাঁদের কথায় বোর্ড আর এসএসসির দায়। যোগ্য আর অযোগ্যদের কেন বাছাই করা হল না - তাই নিয়েও প্রশ্ন তোলেন বিরোধীরা। এদিন কুণাল বিরোধীদের নিশানা করে বলেন, 'বিরোধীদের মদতে প্ররোচনা দিয়ে কালকের সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। বিরোধীরা চান না মুখ ্যমন্ত্রীদের কথা সবাই শুনুক। একাধিক সূত্রে খবর এসেছে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে গ্রুপ গ্রুপ করে লোক ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। মুখ ্যমন্ত্রী কী বলতে চান, তা শুনতে দেবেন না।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

CHANGE OF NAME

I, Tapasi rani Pal, spouse of No 697435 S Rank Ex Sgt Name Subal Chandra Pal resident of vill Kirnahar P.O. Kirnahar Dist Birbhum (WB) Pin 731302 have changed my name from Tapasi rani Pal to Tapasi Pal Vide affidavit dated 15.02.2025 before the Judicial Magistrate,Bolpur, Birbhum.

Name Change

I, **Saroja Paswan**, W/o Ganawar Paswan, residing at 277/A, Chakpara Manosa Kaloni, P.O. Bhattanagar, P.S. Liluah, Dist. Howrah-711203, W.B. do hereby solemnly affirm and declare that my correct name is **Saroja Paswan.** That **Saroja Paswan** and **Saroja Devi** is the same and one identical person vide an affidavit No. 3711, Date- 19.03.2025 before the 1st Class Judicial Magistrate, Calcutta.

॥ বিজ্ঞপ্তি ॥

এতদ্বারা আমরা নিম্নলিখিত ব্যক্তিগন চুঁচুড়া আদালতে কর্মরত ল-ক্লার্কের পেশায় ৫ বৎসর অধিককাল যাবৎ শিক্ষানবিশ রহিয়াছি, **West Bengal Law Clerk's State Council**-এ ল-ক্লার্কস্ এনরোলমেন্ট এবং লাইসেন্স করনের জন্য আমরা আবেদন করিয়াছি। উক্ত এনরোলমেন্ট এবং লাইসেন্স করনে কাহারো কোনো আপত্তি থাকিলে অদ্য হইতে ১৫ দিনের মধ্যে **Chairman, West Bengal Law Clerk's State Council, 1, Beliaghata Road, 7th Floor, Sealdaha, Kolkata-700014** ঠিকানায় আপত্তি জানাতে পারেন। চুঁচুড়া আদালতে ল-ক্লার্কগনের পেশায় নিযুক্ত শিক্ষানবিশ ব্যক্তিগনের নামঃ **১)মহঃ খলিলউদ্দিন পিতা আনসার আলি ২)সেখ মমিন হাসান পিতা সেখ আব্দুল করিম, ৩)মহঃ সাহিল পিতা মহঃ আসরফ আলি ৪)সন্দিপ দাস পিতা উত্তম দাস ৫)সুদীপ মাইতি পিতা কমল চন্দ্র মাইতি ৬)আসিফ ইকবাল পিতা মহম্মদ হোসেন।**

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

সোনাচুড়ায় রাম মন্দির নির্মাণের ভূমিপুজায় শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, নন্দীগ্রাম: রামনবমীর দিনে নন্দীগ্রামের সোনাচুড়ার গাংড়ায় পবিত্র রাম জন্মভূমির আদলে গড়ে ওঠা শ্রীরামচন্দ্রের গর্বের মন্দির নির্মাণের উদ্দেশ্যে ভূমিপূজন ও শিলান্যাস অনুষ্ঠানে উপস্থিত হলেন বিরোধী দলনেতা ও এলাকার বিধায়ক শুভেন্দু অধিকারী। অনুষ্ঠানে দাঁড়িয়ে তিনি বলেন, 'ধর্ম যার যার, ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব তার। আমরা শান্তিপ্রিয় সনাতনী। আমরা আইন মেনে চলি। আমরা কারও ধর্মে হস্তক্ষেপ করি না, কিন্তু আমাদের ধর্মাচরণে বাধা দিলে আমরা প্রতিবাদ করি।'

মঞ্চে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি রাজ্য সরকারের উদ্দেশ্যে বলেন, 'উর্ধ্বমুখী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম নয়, চৈতন্যের নাম, রাম রাম রক্ষা মান, এই ধ্বনি আজ সোনাচুড়ার গাংড়ায়।' তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'বাংলায় তুষ্টিকরণ চলছে। সরস্বতী পুজো থেকে রাম ভক্তির ওপর দমনপীড়ন হচ্ছে। কিন্তু এবার হিন্দুরা ঘোড়া নিয়ে পথে নেমেছে, শক্তি দেখাতে।' তিনি আরও বলেন, 'এই উৎসব হাজার বছরের সংস্কৃতি বহন করে। আমাদের জয় শ্রী রামের ধ্বনি, পূজা, পাঠ, পুষ্পাঞ্জলি, নিরামিষ ভোগ সবই আইন মেনে হচ্ছে। কিন্তু মুখ্যমন্ত্রী ঈদের শুভেচ্ছা দেন, রামনবমীর দেন না। এটাই বাংলার আজকের বাস্তব। তাই বলি, ধর্ম যার যার, ধর্ম রক্ষার দায়িত্ব তার।' তিনি শেষ বক্তৃতায় বলেন, 'এই মন্দির হবে গর্বের প্রতীক। আর কেউ আমাদের আটকাতে পারবে না। এই ধর্মযুদ্ধ চলবে আইন মেনেই।'

ভারত রামের, রাম ভারতের, সত্য কেউ পাল্টাতে পারবে না: সুকান্ত

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: হাইকোর্টের অনুমতির ভিত্তিতে হাওড়ায় আয়োজিত অঞ্জনীপুত্র সেনার রামনবমী র‍্যালিতে উপস্থিত হয়ে রাজ্য বিজেপি সভাপতি ড. সুকান্ত মজুমদার রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র ভাষায় আক্রমণ শানালেন। বক্তব্যে তিনি দাবি করেন, 'গতবার আমাদের হিন্দুদের উপর পাথর ছোড়া হয়েছিল। আমাদের রামভক্তরা মার খেয়েছেন, লুঠপাট হয়েছে, অথচ পুলিশ নিষ্ক্রিয় থেকেছে। আমি নিজে সেদিন এই এলাকায় ছিলাম। পুলিশ জানত কোথায় হামলা হতে পারে, তবু তারা কোনও আগাম ব্যবস্থা নেয়নি।' সুকান্তর প্রশ্ন, 'তিন মিনিটের হাঁটার দূরত্বে সিপির দফতর;তবুও তিনি এলেন না। পুলিশের এহেন নিষ্ক্রিয়তায় তখন গোটা হিন্দু সমাজ যেন কোমায় চলে গিয়েছিল। আজ হিন্দুরা জেগেছে, প্রতিবাদ জানাতে রাস্তায় নেমেছে। রামনবমীর শক্তিতেই তা সম্ভব হয়েছে।' তিনি আরও বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে পুলিশ আমাদের থামাতে চায়, অথচ আমরা দেশের আইন মেনেই চলি। আমরা শান্তিপ্রিয়, সংবিধান মানি, কিন্তু রামনবমী পালন করতে বাধা দিলে আমরা রুখে দাঁড়াবই।' নিউটাউনের র‍্যালি প্রসঙ্গে বলেন, 'জেলা পুলিশ বিভিন্ন জায়গায় বাধা দিচ্ছে। কোথাও কোথাও যানজট তৈরি করে র‍্যালি আটকানোর চেষ্টা চলছে। অথচ হাইকোর্টের অনুমতি নিয়েই আমরা র‍্যালি করছি। কলকাতায় যেখানে গুলির শধ শোনা যাচ্ছে, সেখানে পুলিশ ব্যারিকেড করে থাকছে। এ থেকেই বোঝা যায় তারা সব জানে, তবু আগে থেকে কোনও পদক্ষেপ নেয় না।' তৃণমূলের উদ্দেশে তাঁর খোঁচা, 'ওরা এখন হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক লুট করতে রামনবমী পালন করছে। অথচ আমরা শুরু থেকেই হিন্দু। আমি গর্বিত, আমি হিন্দু। যতদিন শরীরে শক্তি থাকবে, প্রতিবছর রামনবমী পালন করব। আমরা যাঁরা ২৬ বছর ধরে চুপ করে ছিলাম, এবার ফুল হাতে তাদের গলায় মালা পরাব।'

রামনবমীর মিছিলে তৃণমূল বিধায়ক, হাওড়ায় নতুন সমীকরণের ইঙ্গিত

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীর শোভাযাত্রায় পা মিলিয়ে হাওড়ার রাজনীতিতে জোর আলোড়ন ফেললেন উত্তর হাওড়ার তৃণমূল বিধায়ক গৌতম চৌধুরী। গেরুয়া পাগড়ি, রামের ছবিযুক্ত উত্তরীয় পরে বিশ্ব হিন্দু পরিষদের আয়োজিত শোভাযাত্রায় তাঁর অংশগ্রহণ ঘিরে প্রশ্ন উঠছে, এটা কি নিছক ধর্মীয় সৌহার্দ্যের প্রতীক, না কি ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে কৌশলী অবস্থান গ্রহণ? তবে বিধায়ক গৌতম চৌধুরীর বক্তব্য, তিনি গিয়েছিলেন এলাকার মানুষের ডাকে। বিধায়ক আরও বলেন, 'আমি জানি না ওটা বিশ্ব হিন্দু পরিষদের মিছিল। আমি নিমন্ত্রণপত্র বা ব্যানার দেখে আসিনি। এলাকার মানুষ ডেকেছে বলেই গেছি। আজ দুপুর ৩টেয় মুসলিম ভাইয়েরাও ছিল, হিন্দু ভাইয়েরাও ছিল। জল খাওয়ানো, মাল্যদান সব ছিল। আমি সব ধর্মের উৎসবেই থাকি, ঈদ-মহরমে থাকি মুসলিম ভাইদের সঙ্গে, গির্জায় যাই ২৫ ডিসেম্বর, গুরুদ্বারায় থাকি।'

এই প্রসঙ্গে বিজেপির রাজ্য সম্পাদক উমেশ রাই মন্তব্য করেন, 'সত্য সনাতন ধর্মের শক্তি উনি বুঝেছেন। আজকের এই আয়োজনে উনি শামিল হয়েছেন বিশ্ব হিন্দু পরিষদের, বজরং দলের সকল কর্মীদের সঙ্গে। এটা গর্বের বিষয়। আজ উনি সনাতন ধর্মের পক্ষেই দাঁড়িয়েছেন। তৃণমূল, সিপিএম, কংগ্রেস সবাই একদিন বুঝবে এই পথটাই সত্য।' তবে পাতা ফাঁদ' না কি নতুন চাল? সন্দিহান ঘাসফুলেরই এক অংশ। ঘাসফুল শিবিরের একাংশ কিন্তু এ নিয়ে অস্বস্তিতে। তৃণমূলে নেতা রাজীব বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'এটা বিজেপির পাতানো ফাঁদ হতে পারে।' যদিও তিনি সরাসরি কোনও মন্তব্য করতে চাননি, তবে ইঙ্গিতটা স্পষ্ট। তবে ২০২৬ সালের নির্বাচনের আগে প্রতিটি দলের পক্ষেই ধর্মীয় মঞ্চ থেকে রাজনীতির সুর চড়া হচ্ছে বলাই বাহুল্য।

নিষেধাজ্ঞা উড়িয়ে সশস্ত্র মিছিল, ধর্ম রক্ষায় অস্ত্রের দরকার, দাবি সজলের

নিজস্ব প্রতিবেদন, হাওড়া: কলকাতা হাইকোর্টের স্পষ্ট নির্দেশ ছিল, 'ধর্মীয় মিছিলে কোনও রকম অস্ত্র বহন করা যাবে না।' তবুও রামনবমীর প্রাক্কালে হাওড়ার একাধিক এলাকায় অনুষ্ঠিত হল সশস্ত্র মিছিল। রবিবার সেই অস্ত্রের মিছিলের পক্ষে প্রকাশ্যে সওয়াল করলেন হাওড়া জেলার বিজেপি নেতা সজল ঘোষ। তাঁর দাবি, 'ধর্মকে রক্ষা করতে হলে অস্ত্র হাতে তুলতেই হয়।' রবিবার সকালে হাওড়ার কদমতলা থেকে রামরাজাতলার রামমন্দির পর্যন্ত রামনবমীর একটি মিছিলে অংশগ্রহণ করেন সজল ঘোষ। হাতে গেরুয়া পতাকা, মুখে 'জয় শ্রীরাম'-এর স্লোগান। মিছিল থেকে তিনি বলেন, 'আমরা হিন্দুরা শান্তি প্রিয়, কিন্তু বারবার আঘাত আসলে আত্মরক্ষার জন্য অস্ত্র ধরতেই হয়। ধর্মকে রক্ষা করতে হলে তার উপযুক্ত প্রস্তুতি থাকা দরকার।' শাসকদল তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে তিনি আরও বলেন, 'যাঁরা ঈদের দিন হিন্দু ধর্মকে 'গন্ধা ধর্ম' বলে কটাক্ষ করেছিল, তাদের মুখে এখন হিন্দুত্বের বুলি মানায় না। হিন্দুদের অস্তিত্ব আজ সংকটের মুখে। এই পরিস্থিতিতে অস্ত্রধারণ অপরিহার্য।'

প্রসঙ্গত, কলকাতা হাইকোর্ট ৩ এপ্রিল একটি নির্দেশিকায় জানিয়েছিল,

"No arms– weapons– or any object resembling weapons shall be carried in any religious procession– including those taken out for Ram Navami celebrations– in the State of West Bengal."

এই নির্দেশ অমান্য করে শনিবার হাওড়ার সাঁকরাইল, বেলুড়, দাশনগর-সহ একাধিক এলাকায় খোলা হাতে তলোয়ার ও অন্যান্য ধারালো অস্ত্র নিয়ে রামনবমীর মিছিল বের হয়। তৃণমূলের বক্তব্য, বিজেপি ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে।

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ৭ই এপ্রিল, ২৪ শেখ চৈত্র। সোমবার, মহা দশমী তিথী রাশি, অষ্টোত্তরী চন্দ্র ও বিংশোত্তোরী শনি র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : মধ্যম মানের দিন। দিনটা বুদ্ধিমত্তা ও সতর্কতার সঙ্গে চলতে হবে। প্রতিবেশীর সঙ্গে বিবাদ বিতর্ক হলেও সন্ধ্যার পর শুভ। ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য অশুভ বিবাহের কথা পাকা হওয়ার সম্ভাবনা, প্রবীণ নাগরিকের সম্মান প্রাপ্তি। মন্ত্র ওম নমঃ শিবায়।

বৃষ রাশি : শুভাশুভ মিশ্র অনুভূতি দিন। ভাবনা চিন্তা না করে, এক নারীর বুদ্ধিতে, আজকের দিনটি কাটাতে হবে, পিতা-মাতা বড় ভাই বোন, পরিবারের বয়োজ্যেষ্ঠ নাগরিকদের প্রতি শ্রদ্ধা রেখে কাজ করতে হবে। মায়েদের নিম্নতল পেটের সমস্যা, গলব্লাডার সমস্য হবে, প্রস্টেড গ্ল্যান্ড নিয়ে যারা সমস্যায় রয়েছেন তাদের সুচিকিৎসার সম্ভাবনা। মন্ত্র দুর্গা মন্ত্র।

মিথুন রাশি : দিনটি বিজয় সূচক। আজ ডিস্ট্রিবিউটার বা এজেন্ট বাজারে যারা খুচরো ব্যবসায়ী তাদের লাভ প্রাপ্তি। যে কাজটা হওয়ার কথা ছিল, যদি তাড়াহুড়ো না করেন তাহলে তা হয়ে পড়বে। পরিবারে গৃহশত্রু থেকে সতর্কতা। আজকের মন্ত্র গঙ্গা মন্ত্র।

কর্কট রাশি : শুভাশুভ মিশ্র দিন। লেখক শিল্পী সাংবাদিক তাদের সম্মান প্রাপ্তির দিন। গুপ্ত কথা কেন প্রকাশ্যে আলোচনা করছেন? ভাইদের মধ্যে, কনিষ্ঠ যে তার দ্বারা কিছু সমস্যার তৈরি হবে। সতর্ক থাকা ভালো। জল ও তরল পদার্থ ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারেন। প্রতিবেশীর দ্বারা গুপ্ত শত্রুর ষড়যন্ত্র। মন্ত্র ওম নমো শিবায়।

সিংহ রাশি : সতর্ক থাকতে হবে ভাই বন্ধু স্বজন থেকে কিছু দুশ্চিন্তা থাকবে। পরিবারে দাম্পত্য প্রেম-ভালোবাসায় তৃতীয় ব্যক্তির নাক গলানোর জন্য সমস্যা তৈরি হবে। সন্ধ্যার পর পুরাতন বান্ধব দ্বারা সমস্যা মুক্তি। মন্ত্র গণেশ দেব ভগবান।

কন্যা রাশি : যে ছলনা করছে তাকে আজ চিনতে পারবেন। পরিবারে বিবাদ বিতর্ক, বৃদ্ধি হবে। যাকে বিশ্বাস করে এগিয়েছেন তার ওপর ভরসা রাখুন, নিশ্চয়ই শুভ ফল পাবেন, প্রবীন নাগরিকদের পেট লিভার স্টমাক পীড়া দেখা দেবে। মন্ত্র মহাকালী মন্ত্র।

তুলা রাশি : পরিবারের ছোট ভ্রমণ হবে। বিদ্যার্থীদের জন্য শুভ। আজ যে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে যাচ্ছেন। সেখানে বিরূপ সমালোচনা হবে। ধৈর্য রাখবেন জয় আপনার নিশ্চিত। ঋণ বিষয় চিন্তা আজ দুশ্চিন্তায় পরিণত হবে। মন্ত্র গনেশ মন্ত্র।

বৃশ্চিক রাশি : প্রভাব শালী মানুষ আপনাকে স্বাগতম জানাবে। প্রেম শুভ পরিবারে বয়স্ক সদস্যের কারণে চিকিৎসকের শরণাপন্ন হতে হবে। ব্যবসায় অস্থিরতা থাকবে। বিদ্যার্থীদের ধৈর্য ধরা উচিত প্রতিবেশীর দ্বারা শুভ হবে। মন্ত্র শনি মন্ত্র।

ধনু রাশি : সতর্কতার সঙ্গে আজকের দিনটি, বুদ্ধির দ্বারা ও এক মহিলার সহযোগিতায় শুভ হবে। ব্যাংকে গচ্ছিত সম্পদ থেকে আয় বৃদ্ধি। যারা বিদেশে কর্মরত তাদের শুভ সৌভাগ্য। কর্মের জন্য যারা চেষ্টা করছেন তাদের জন্য শুভ। মন্ত্র কালী মন্ত্র।

মকর রাশি : আজ বুদ্ধি প্রয়োগ করতে হবে। সিদ্ধান্ত নিতে হবে। নারীর সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখতে হবে। যে প্রতিবেশীকে খুব ভালো ভেবে কিছু গুপ্ত কথা বলেছিলেন, আজ তার স্বরূপ ধরতে পারবেন। ছলনাময়ী নারী পুরুষ থেকে দুরে থাকুন। মন্ত্র শনিমন্ত্র।

কুম্ভ রাশি : কেন আপনার বিরুদ্ধাচারণ করবে তা ভাবা উচিত। তার থেকে সতর্ক থাকা ভালো। সংকল্প গোপন করুন। ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। প্রেমিক যুগল সতর্ক থাকুন। কর্ম প্রার্থীর সুযোগ সুবিধা বৃদ্ধি হবে। মন্ত্র। শনি মন্ত্র।

মীন রাশি : বিবাদ তর্ক আজ মিটে যাবে পরিবারে খুশির বাতা বরণ। যে বন্ধুর অপেক্ষায় ছিলেন আজ তার দ্বারা কোন উপকার সাধিত হবে। তবে ন বিষয়ে দুশ্চিন্তা। যারা কর্মের আবেদন করছেন তাদের জন্য আজ অত্যন্ত শুভ।

(চৈত্র নবরাত্রি শ্রীশ্রী দুর্গা বাসন্তী মা অন্নপূর্ণা র বির্সজন প্রশস্তা দেবী শক্তি মায়ের গজে গমন, শষ্যপুর্ন বসুন্ধরা । মশান কালী, স্বশানকালী পুজা।)

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

হাওড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশ: পুলিশ কমিশনার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ায় রাম নবমীর শোভাযাত্রা নিয়ে বিগত দুই বছর ধরে উত্তেজনা তুঙ্গে উঠেছিল। পরপর দু'বছর এই শোভাযাত্রার উপর হামলার ঘটনা ঘটেছিল, যার ফলে শুধু হাওড়া নয়, রাজ্য রাজনীতি জুড়েই তৈরি হয়েছিল প্রবল আলোড়ন। কিন্তু এবছর রাম নবমীর শোভাযাত্রা ঘিরে একেবারে ভিন্ন চিত্র দেখা গেল। বছরের পর বছর যে এলাকায় শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে অশান্তির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল, সেই এলাকাগুলিতেই এবারে চোখে পড়ল সম্পূর্ণ উৎসবমুখর পরিবেশ। যেসব রাস্তায় শোভাযাত্রা বেরোয়, রাস্তাগুলির দু'ধারে ছিল মহিলাদের চোখেপড়ার মতো জমায়েত। মিছিলের গায়ে কোথাও থমথমে উত্তেজনার ছায়া ছিল না, বরং ছিল ভক্তিভাব ও সামাজিক সম্প্রীতির স্পষ্ট ছাপ। প্রচুর মানুষ এই শোভাযাত্রায় স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন, রাম নাম কীর্তনে গলা মেলান অনেকেই। এই বিষয়ে হাওড়া সিটি পুলিশের কমিশনার প্রবীণ ত্রিপাঠি বলেন, 'দু'টি শোভাযাত্রা সকালে শুরু হয় এবং একটি সন্ধেবেলায়। আমরা শান্তিপণ্ডা, চোল, সতর্কা স্টেশন এলাকাগুলিতে ছিলাম। পুলিশের তরফে কঠোর নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সর্বত্রই ছিল শান্তিপূর্ণ পরিবেশ। জনসাধারণের মধ্যে ছিল ভালো রকম সহযোগিতা ও পারস্পরিক সম্প্রীতি। কোনো সমস্যা হয়নি।' তিনি সাংবাদিকদের উদ্দেশ্যে আরও বলেন, 'এই শোভাযাত্রা আদালতের নির্দেশ অনুযায়ী হয়েছে। আমরা আগামী ৯ এপ্রিল আদালতে আমাদের কমপ্লায়েন্স রিপোর্ট জমা দেব। কোথাও কিছু দেখলে আপনারা অভিযোগ জানাতে পারেন।' কমিশনার আরও জানান, 'আমরা সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখেছি। পাশাপাশি ময়দানে যেসব অফিসাররা কর্তব্যরত ছিলেন, তাঁদের কাছ থেকেও রিপোর্ট ও প্রতিক্রিয়া সংগ্রহ করেছি। গোটা এলাকা জাতিভিত্তিক স্তর থেকে শুরু করে সব ক্ষেত্রেই নজরদারি ছিল।'

নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে তলোয়ার হাতে অগ্নিমিত্রা

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীর দিন রাজ্য সরকারের নিষেধাজ্ঞাকে কার্যত অগ্রাহ্য করেই আসানসোলে বিজেপি বিধায়ক অগ্নিমিত্রা পালের হাতে দেখা গেল তলোয়ার। হীরাপুর থানার অন্তর্গত আট নম্বর রেলগেট এলাকায় পাগড়ি বিতরণ অনুষ্ঠানে তাঁর হাতে তুলে দেওয়া হয় ওই অস্ত্র। তলোয়ার হাতে তুলে নিয়ে তিনি জনতার উদ্দেশে স্লোগানও দেন। যদিও রাজ্য প্রশাসন রামনবমী উপলক্ষে মিছিল বা শোভাযাত্রায় অস্ত্র প্রদর্শনের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছিল। কিন্তু সেই বিধি মানা হয়নি পাগড়ি বিতরণের মঞ্চে। অগ্নিমিত্রা নিজে অবশ্য এটিকে ধর্মীয় প্রতীকের অংশ হিসেবেই ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর বক্তব্য, 'আমি হিন্দুর মেয়ে, সনাতনী হিন্দু। মা দুর্গা, মা কালী সকল দেবদেবীর হাতেই তো অস্ত্র থাকে। সেই সংস্কারের ধারাবাহিকতায় আমি অস্ত্র হাতে নিয়েছি। এতে অন্যায় কিছু দেখি না।'

তবে প্রশ্ন উঠছে, তলোয়ার হাতে তুলে নেওয়ার বিষয়টি কি পরিকল্পিত ছিল? প্রশ্নের উত্তরে অগ্নিমিত্রা বলেন, 'মিছিলের আগে অস্ত্র হাতে হাঁটব কি না, সেটা এখনই বলা যাচ্ছে না। তবে আমি যেখানে এসেছি, সেখানকার মানুষ আমার হাতে অস্ত্র তুলে দিয়েছেন। আমি শুধু একজন বিধায়িকা নই, ওদের দিদিভাইও। বাংলাদেশের হিন্দুরা যেমন আতঙ্কে থাকেন, তেমনি বাংলার হিন্দুরাও এখন অস্তিত্ব সংকটে। সেই সংকটে আমাকে রক্ষা করার জন্য অস্ত্র দেওয়া হয়েছে।' এই মন্তব্য রাজনৈতিক মহলে মিশ্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করেছে। অনেকের মতে, এটি সরাসরি প্রশাসনিক নির্দেশ অমান্য করার নামান্তর। আবার বিজেপির একাংশ বলছে, হিন্দু সমাজের আত্মরক্ষার বার্তা হিসেবেই এই অস্ত্রধারণ। নিরাপত্তা ও ধর্মীয় স্বাধীনতার দোলাচলে এই ঘটনা রাজ্য রাজনীতিতে নতুন বিতর্কের জন্ম দিয়েছে।

মমতার আমলে সনাতনীদের পুজোর অনুমতি পেতে কোর্টে ছুটতে হয়: অর্জুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: নবমী তিথিতে অযোধ্যার রাজা শ্রী রামচন্দ্রের জন্ম হয়েছে। রবিবার তিতি মেনে তাই দেশ জুড়ে পালিত হল রামনবমী। নৈহাটির ফেরি ঘাটে রামনবমী সনাতনী পূজা পরিবারের তরফে রামের পুজো করা হয়। পুজোর উদ্বোধন করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, 'রামচন্দ্র একমাত্র সনাতনীদের। পুরুষোত্তম রামকে সনাতনীরা বিশ্বাস করেন।' তাঁর কটাক্ষ, 'মমতার জমানায় সনাতনীদের পুজোর অনুমতি পেতে আদালতে ছুটতে হয়। যা অত্যন্ত লজ্জার।' তাঁর দাবি, ৩৪ বছর বামেরা সনাতনীদের 'সেক্যুলার' বানিয়ে দিয়েছিল। আর সংখ্যালঘুদের 'কট্টর' বানিয়েছিল। কিন্তু এখন সনাতনীরা বুঝতে পেয়েছেন, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবাংলাকে 'প্রসারিত বাংলাদেশ' বানানোর চেষ্টা করছে। এদিন হালিশহর বাগমোড় চৌমাথায় ভারত মাতা সেবা কমিটির উদ্যোগে পুরুষোত্তম রামের পুজো করা হল। ভগবান রামের পুজোর উদ্বোধন করে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন বলেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় রাম মন্দিরের বিরোধিতা করেছিলেন। আজকে উনি রামকে শুভেচ্ছা জানাচ্ছেন। আসলে উনি এখন হিন্দু সাজার চেষ্টা করছেন।' তাঁর সংযোজন, উনি ভাবেন, সনাতনীরা বিভক্ত আছে। আর ৩৩ শতাংশ সংখ্যালঘু ভোট নিয়ে উনি ক্ষমতায় টিকে থাকবেন। তাঁর দাবি, 'এবার কিন্তু ৯৯ শতাংশ সনাতনীরা একজোট হয়েছে। তাই ওনার চিন্তা বেড়েছে।' এদিন পুজোয় হাজির ছিলেন প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, সুদীপ্ত দাস, সন্তোষ রায়, রাজু দাস, শুভ্রা দাস, সঞ্জয় সরকার, শুভ্র দাস প্রমুখ, সৌমদ্বীপ মোদক, কৃষ্ণেন্দু চক্রবর্তী, রামজয় সরকার, জিনিয়া চক্রবর্তী প্রমুখ।

ডোমজুরের তেলের কারখানায় ভয়াবহ আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ার ডোমজুর এলাকার জালান কমপ্লেক্সে একটি তেলের কারখানায় শনিবার রাতের দিকে ভয়াবহ আগুন লাগে। আগুন নেভাতে ঘটনাস্থলে আসে দমকলের মোট ১৮টি ইঞ্জিন। রাত প্রায় ১১টা নাগাদ আগুনের সূত্রপাত হয় বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

স্থানীয় সূত্রে খবর, ওই কারখানায় মূলত সংশোধিত পেট্রোল প্রক্রিয়াকরণের কাজ হত এবং পরে তা বিভিন্ন পেট্রোল পাম্পে পাঠানো হত। আগুন লাগার সময় কারখানার ভিতরে প্রায় কুড়ি জন শ্রমিক কাজ করছিলেন। হঠাৎ আগুনের লেলিহান শিখা দেখে তারা আতঙ্কে কারখানা ছেড়ে পালিয়ে যান। এরপর স্থানীয় বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করেন ও দমকলকে খবর দেন। কারখানায় দাহ্য পদার্থ মজুত থাকায় আগুন দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে ভয়াবহ রূপ নেয়। বিকট শধ হতে থাকে। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও হতাহতের খবর পাওয়া যায়নি। দমকল বিভাগের প্রাথমিক অনুমান, শর্ট সার্কিট থেকেই এই অগ্নিকাণ্ডের সূচনা হতে পারে।

হাওড়ায় অভিনব 'সারহুল' উদযাপন আদিবাসী আখড়ার

নিজস্ব প্রতিবেদন: হাওড়ায় রামনবমীর দিনে প্রকৃতির পুজো ঘিরে স্থানীয় উচ্ছ্বাস, উঠে এল রাজনৈতিক ও সমাজতাত্ত্বিক প্রতিক্রিয়াও। নববর্ষ মানেই যেখানে একের পর এক সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, হালখাতা বা নতুন জামাকাপড়ের রীতি, সেই ছবির বাইরে হাওড়ার বাঁকড়া দক্ষিণ পল্লী এলাকায় নতুন বছর শুরু হল একেবারে অন্যভাবে। বনস্পতির পূজা দিয়ে, প্রকৃতিকে সম্মান জানিয়ে। আদিবাসী আখড়া সংঘের উদ্যোগে এদিন পালিত হল 'সারহুল'। যা আদিবাসী সম্প্রদায়ের কাছে নতুন বছরের সূচনার এক পবিত্র দিন।

মূর্তি পূজা নয়, এই পূজায় আরাধনা করা হয় প্রকৃতিকে। শাল, মহুয়া প্রভৃতি গাছ এই পূজার মূল উপাদান হলেও এদিন পূজিত হয় নিম, আমের মতো বনস্পতি। প্রকৃতির সঙ্গে সহাবস্থানের বার্তাই এই পূজার মর্মবাণী। সারহুল পূজার অন্যতম রীতিতে রয়েছে হাড়িয়ার অর্ঘ্য দেওয়া, বলি দেওয়া হয় তিনটি রঙের মুরগি। আদিবাসী সংস্কৃতিতে এই আচারই প্রকৃতির প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাবার উপায়। পূজার পর চলে আনন্দোৎসব। মাদলের তালে নেচে উঠলেন পল্লীর পুরুষ-নারী, সব বয়সের মানুষ। বছরভর অপেক্ষা করা হয় এই একটি দিনের জন্য। গ্রামের পরিবেশে এখনও কেউ কেউ পূজার আগে শিকারে বের হন। যদিও শহরের বুকেও এই শিকার অসম্ভব, তাই অনেকে উপাচারের জোগান করেন বাজার থেকেই। একদিনের পূজা হলেও এর আবেদন গভীর। প্রকৃতিকে পূজার মাধ্যমে নতুন বছরের সূচনা করে এই আদিবাসী রীতি যেন মনে করিয়ে দেয় উন্নয়নের দৌড়ে প্রকৃতি যেন পিছিয়ে না পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দা রঞ্জিত সরেন বলেন, 'এই দিনটা আমাদের জীবনের সবচেয়ে পবিত্র দিন। প্রকৃতি আমাদের মা। ওঁকে না পুজে কী করে নববর্ষ শুরু করব?' পল্লীরই আর এক বাসিন্দা বাসন্তী হাঁসদা বলেন, 'শহরের লোকেরা বুঝতে পারে না আমাদের সংস্কৃতির গভীরতা। কিন্তু আমরা যত দিন বেঁচে থাকব, তত দিন এই পূজা চলবে।'

আদিবাসী নেতা ও সমাজকর্মী মানস সরেন বলেন, 'এই উৎসব কেবল ধর্মীয় আচার নয়, এটা আদিবাসী অস্তিত্বের প্রতীক। শালগাছের নিচে দাঁড়িয়ে প্রকৃতির কাছে মাথা নত করার মধ্য দিয়েই আমরা জানিয়ে দিই, এই মাটি আমাদের, এই জঙ্গল আমাদের।' এই ভাবেই একদিনের 'সারহুল' হয়ে উঠল আদিবাসী আত্মপরিচয়ের এক গর্বিত উৎসব, যেখানে মাদল, হাড়িয়া আর বনস্পতির পুজা মিলিয়ে রচিত হল প্রকৃতি আর সংস্কৃতির অপূর্ব সংলাপ।

একদিন
আমার শহর
কলকাতা ৭ এপ্রিল ২০২৫, ২৪ চৈত্র ১৪৩১ সোমবার

যাদবপুরে ‘জয় শ্রীরাম’, চলল পুজো গেরুয়া ধ্বজা উড়ল ‘লাল দুর্গে’

নিজস্ব প্রতিবেদন: শ্রীরামের আরাধনায় মাতলো ছাত্ররা। অভূতপূর্ব দৃশ্য ধরা পড়ল যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ে। গেরুয়া ধ্বজা উড়ছে ‘লাল’ যাদবপুরে, বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করেই ক্যাম্পাসের ভিতরে চলছে রামের পুজো।

বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে রীতিমতো প্যান্ডেল করে, মূর্তি প্রতিষ্ঠা করে রাম-পুজোয় মাতলেন ডানপন্থী ছাত্ররা। শনিবারই ক্যাম্পাসের ভিতরে প্রবেশ করানো হয় রামের মূর্তি। সঙ্গেই শুরু হয় পুজোর তোড়জোড়। রাম-নবমী উপলক্ষে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে পুজোর আয়োজন করতে চেয়েছিল এবিভিপি। তবে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সেই আবেদন খারিজ করে দেয়। তার পরেও অনুমতি না নিয়েই রাম-নবমীর আয়োজন করে ডানপন্থী ছাত্র সংগঠন। ক্যাম্পাসে উড়তে থাকে ‘জয় শ্রীরাম’-এর পতাকা। বাম এবং অতিবাম রাজনীতির দীর্ঘদিনের ‘ঘাঁটি’ যাদবপুরে এই দৃশ্য নিতান্তই তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন ওয়াকিবহাল মহল। এক ছাত্র নেতা স্পষ্ট ভাষায় বলেন, ‘একটা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। অল্প কিছু নকশাল রয়েছে। তারা বাদ দিয়ে আমরা সকলেই আজ এখানে রাম পুজো করছি।’ যদিও বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের তরফে আগেই জানানো হয়েছিল, বর্তমানে যাদবপুরে কোনও পূর্ণ সময়ের কর্তৃপক্ষ নেই। যে অস্থায়ী উপাচার্য ছিলেন, তাঁকেও রাজ্যপাল তথা আচার্য সিভি আনন্দ বোস সরিয়ে দিয়েছেন। সেই কারণে উপাচার্য না থাকা অবস্থায় কোনও ধরনের অনুষ্ঠান আয়োজন করা যাবে না বলেই একটি রেজুলিউশন পাস করে কর্তৃপক্ষ। উক্ত রেজুলিউশনে সহ-উপাচার্য, বিভিন্ন ডিন ও অন্যান্য প্রশাসনিক আধিকারিকদের স্বাক্ষর রয়েছে বলে সূত্রের খবর। তবে এবিভিপি-র তরফে কলকাতা জেলা সম্পাদক দেবাঞ্জন পাল স্পষ্টতই জানান, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিতরে ছোট করে আরাধ্য দেবতা শ্রী রামচন্দ্রের একটা আরাধনা করব। যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় তো আর পশ্চিমবঙ্গের বাইরে নয়! এই বিশ্ববিদ্যালয়ে যদি ইফতার হতে পারে, যদি সরস্বতী পুজোর মতো বিভিন্ন উৎসব ধুমধাম করে পালিত হতে পারে, তাহলে রাম পুজোতে আপত্তি কেন? বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের এই একপেশে সিদ্ধান্ত আমরা অনেক আগেই আঁচ করতে পেরেছিলাম।’

নির্দিষ্ট রুট ‘অমান্য’, নিউটাউনে লকেটের মিছিল আটকাল পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন: কেষ্টপুরে রাম-নবমীর শোভাযাত্রায় মিছিল আটকায় পুলিশ। নির্দিষ্ট রুট দিয়ে মিছিল না যাওয়ায় আটকে দেয় পুলিশ। পুলিশের সঙ্গে কথাকাটাকাটি হয় বিজেপি নেত্রী লকেট চট্টোপাধ্যায়ের। রবিবার নিউটাউনের হনুমান মন্দির থেকে রাম-নবমীর শোভাযাত্রা বের হয়েছিল। স্কুটি নিয়ে সঙ্গে ছিলেন বিজেপি-র প্রাক্তন সাংসদ লকেট চট্টোপাধ্যায়। সেখান থেকে সেই শোভাযাত্রা কেষ্টপুরে ঢুকতেই তা আটকে দেয় পুলিশ। তাদের দাবি, নির্দিষ্ট রুটে যাচ্ছিল না এই মিছিলটি। সেই কারণেই আটকানো হয়েছে তাদের। কিন্তু রামভক্তরা কথা না শোনায় ব্যারিকেড দিয়ে আটকে দেয় পুলিশ। তবে সেই ব্যারিকেড সরিয়ে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন রামভক্তরা। ধস্তাধস্তি হয়। একই সঙ্গে পুলিশের সঙ্গেও লকেট চট্টোপাধ্যায় তীব্র বাদানুবাদে জড়িয়ে পড়েন। পরবর্তীতে মিছিলের রুট পরিবর্তন করেন রামভক্তরা। ঘুরিয়ে দেওয়া হয় শোভাযাত্রা। নির্দিষ্ট রুটে আবার মিছিল শুরু হয়। লকেট চট্টোপাধ্যায় এ দিন প্রশ্ন তোলেন, ‘কেন শুধুমাত্র রাম-নবমীতে এত নিষেধাজ্ঞা? অন্য সময় কেন পুলিশ কিছু বলে না? পার্ক-সার্কাসের উপর দিয়ে যখন হেলমেট না পরে চলে যায় তখন পুলিশ দাঁড়িয়ে দেখে কেন? যেমন দুর্গাপুজো পালিত হয়, তেমনই রাম-নবমী পালিত হচ্ছে। রাম-নবমী একটা আবেগ। যত আটকাবে আমরা তত বেরবো।’

কেন্দ্রের চেয়ে রাজ্যের জিএসটি আদায় বৃদ্ধি

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের জিএসটি সংগ্রহের হার বেড়েছে অনেকটা। চলতি অর্থবর্ষে কেন্দ্রের চেয়েও বেশি রাজস্ব আদায় করতে সক্ষম হল পশ্চিমবঙ্গ সরকার। রামনবমীতে সেই সুখবর সোশাল মিডিয়ায় পোস্ট করলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানালেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে রাজ্যে জিএসটি আদায় হয়েছে আগেরবারের চেয়ে ১১.৪৩ শতাংশ বেশি, যা কেন্দ্রের চেয়ে অতিরিক্ত ২ শতাংশ। এর জন্য তিনি অর্থদপ্তরের সকলকে ধন্যবাদ, শুভেচ্ছা জানিয়েছেন।

এদিন সোশাল মিডিয়ায় রাজ্যের রাজস্ব আদায় নিয়ে সুখবর জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। জানিয়েছেন, ২০২৪-২৫ অর্থবর্ষে ৪৮০৮ কোটি

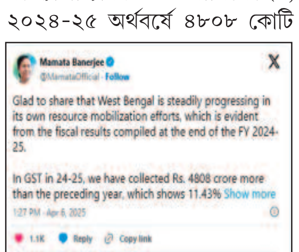

Mamata Banerjee
@MamataOfficial · Follow

Glad to share that West Bengal is steadily progressing in its own resource mobilization efforts, which is evident from the fiscal results compiled at the end of the FY 2024-25.

In GST in 24-25, we have collected Rs. 4808 crore more than the preceding year, which shows 11.43% Show more

1:27 PM · Apr 6, 2025

1.1K Reply Copy link

টাকা অতিরিক্ত আদায় হয়েছে জিএসটি বাবদ, যা কেন্দ্রের তুলনায় ২ শতাংশ বেশি। কেন্দ্রের জিএসটি আদায়ের হার ৯.৪৪ শতাংশ। এটা একেবারেই রাজ্য সরকারের সাফল্য বলে মনে করছেন মুখ্যমন্ত্রী। এছাড়া তাঁর দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, স্ট্যাম্প ডিউটি রেজিস্ট্রেশন বাবদ অতিরিক্ত ৬০ হাজার টাকা আদায় সচল বাজারকেই ইঙ্গিত করে। আর এ থেকেই স্পষ্ট, নানা বাধা সত্ত্বেও বাংলার আর্থিক বৃদ্ধি অব্যাহত, এমনই জানাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী।

নানা সামাজিক প্রকল্পে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার প্রচুর অর্থ খরচ করে। শাসক শিবির বারবার অভিযোগ তোলে, কেন্দ্রের তরফে বকেয়া অর্থের একটা বড় অংশই দেওয়া হয় না। তাই নানা সামাজিক প্রকল্প চালু রেখে রাজ্যের উন্নয়নের কাজ ব্যাহত হয় বলে দাবি শাসকদলের জনপ্রতিনিধিদের। মুখ্যমন্ত্রী নিজেও সেই অভিযোগ করেন। এসব ‘বাধা’ সত্ত্বেও জিএসটি আদায়-সহ রাজস্ব খাতে সরকারের আয়ের পরিসংখ্যান থেকে বোঝা যাচ্ছে, আর্থিক বৃদ্ধিতে কেন্দ্রের থেকে এগিয়ে বাংলা। আত্মনির্ভরতাই রাজ্যের এই সাফল্য বলে সোশাল মিডিয়ায় উল্লেখ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি অর্থদপ্তরের প্রত্যেক কর্মী, আধিকারিককে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন এহেন সাফল্যের জন্য।

২০তম বর্ষে জমজমাট কলেজ স্ট্রিটের দেজ পাবলিকেশন এর কর্ণধার শুধাংশু শেখর দে’র বাড়ির বাসন্তী পুজো।

ঠাকুরপুকুরে বাজারে ঢুকে পড়ল গাড়ি, মৃত ১

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমীর সকালে ঠাকুরপুকুরে বড় দুর্ঘটনা। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে বাজারের ভিড়ের মধ্যে ঢুকে পড়ল বেপরোয়া গাড়ি। সাত-আটজনকে পরপর ধাক্কা। এই ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে এক ব্যক্তির। কার্যত দুমড়ে-মুচড়ে যায় গাড়িটি। এরপর সাধারণ মানুষ ধরে ফেলে গাড়িটি। তারপরই ভিতর থেকে বেরিয়ে আসেন তিনজন। দু’জন মহিলা ও একজন পুরুষ। বেলা গড়াতে জানা যায়, গাড়ির ভিতর ছিলেন শ্রিয়া বসু (সান বাংলা চ্যানেলের কার্যনির্বাহী প্রযোজক), সিধান্ত দাস। এর মধ্যে শ্রিয়া আর সিদ্ধান্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তোলা হয়েছে আলিপুর কোর্টে।

২০২৬ সালে লঙ্কা দহন করবে বিজেপি: অর্জুন সিং

নিজস্ব প্রতিবেদন: ‘হনুমান তো লঙ্কা দহন করবেই। ২০২৬ সালে এই লঙ্কা আমরা দহন করবো।’ রবিবার কাঁকিনাড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে এমনটাই দাবি করলেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। প্রসঙ্গত, প্রতি বছরের ন্যায় এবছরও জাঁকজমক সহকারে আয়োজন করা হয়েছিল রামনবমীর শোভাযাত্রা। এদিন বিকেলে কাঁকিনাড়ার আর্যসমাজ মোড় থেকে রামনবমীর বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা শুরু হয়ে ঘোষপাড়া রোড ধরে কাঁকিনাড়া রেলওয়ে ব্রিজ পেরিয়ে মাদ্রাল হনুমান মন্দিরের কাছে গিয়ে শোভাযাত্রা শেষ হয়। এদিন রামনবমীর শোভাযাত্রায় উপচে পড়ল ভিড়। রাস্তার দু’ধারে দাঁড়িয়ে সাধারণ মানুষ হাত নেড়ে শোভাযাত্রায় অংশ নেওয়া রামভক্তদের অভিনন্দনও জানালেন। রাস্তার মোড়ে মোড়ে ভক্তদের জন্য জলছত্রেরও আয়োজন করা হয়েছিল। রামনবমীর শোভাযাত্রায় অংশ নিয়ে প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং বলেন, ‘আমি একজন রাম ভক্ত হনুমান। বামজমানায় পুলিশকে ভয় করিনি। তৃণমূল জমানায় পুলিশকে ভয় করবো না।’ তাঁর কটাক্ষ, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গালে থাপ্পড় পড়েছে। তাই রাস্তায় নেমে এখন সনাতনী সাজার চেষ্টা চলছে।’ উক্ত শোভাযাত্রায় এদিন হাজির ছিলেন বিজেপির ব্যারাকপুর জেলার সভাপতি মনোজ ব্যানার্জি, ভাটপাড়া পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর সত্যেন রায়, প্রিয়াঙ্গু পান্ডে, প্রাক্তন কাউন্সিলর সোহন প্রসাদ চৌধুরী, বিজেপির যুব মোর্চার রাজ্য সম্পাদক উত্তম অধিকারী, উমেশ রায়, রাজ বিশ্বাস প্রমুখ।

কুণালের রামনবমী মিছিলে সম্প্রীতীর বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন পরনে: গোলাপি শার্ট-প্যান্ট। গলায় চেলি কাপড়। মাথায় গোলাপি পাগড়ি। রবিবার এই ‘লুকেই’ রাম-নবমীর শোভাযাত্রায় হাঁটালেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। দিলেন সম্প্রীতির বার্তা। প্রসঙ্গ তুললেন বেঙ্গল মডেলের। এমনকী কুণালের শোভাযাত্রায় হাঁটলেন একাধিক সংখ্যালঘু মানুষও। তাঁরাও বললেন, ‘হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই।’ এ দিন, ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি থেকে শোভা যাত্রা বের হয়। সেখানে কুণাল সহ তৃণমূলের কাউন্সিলররা একে-একে জমায়েত শুরু করেন। শোভাযাত্রায় উপস্থিত হতে দেখা যায় একাধিক সংখ্যালঘু মানুষকেও। এ দিনের শোভাযাত্রায় রাম-সীতা-হনুমান সাজিয়ে নিয়ে আসা হয়। বাজানো হয় ঢাক। চলে রামের গান। মিছিল শুরুর পূর্বেই কুণাল ঘোষ ধর্মীয় সম্প্রীতির বার্তা দিয়েছিলেন। কুণাল বলেন, ‘এটা সম্প্রীতির শোভাযাত্রা। মুসলমানদের পবিত্র ইদে আমরাও সামিল হয়েছি। রাম-নবমীর শোভাযাত্রায় মুসলমানরাও সামিল হচ্ছেন। ধর্মীয় শোভাযাত্রা সব ধর্মের আলাদা হতেই পারে। কিন্তু উৎসব সবার। এটাই বেঙ্গল মডেল। এটাই বাংলার সংস্কৃতি।’ তৃণমূল নেতার পর শোভাযাত্রায় আগত এক সংখ্যালঘু ব্যক্তি বলেন, ‘রামনবমীর শুভেচ্ছা সকলকে। হিন্দু-মুসলিম ভাই-ভাই। এটাই তো বাংলা।’

বঙ্গের নতুন পাঁচ মুখ পলিটব্যুরোতে

নিজস্ব প্রতিবেদন: বঙ্গের নতুন পাঁচ মুখ। বাংলা থেকে পাঁচ নতুন মুখ সিপিআইএমের কেন্দ্রীয় কমিটিতে। পলিটব্যুরোতে জায়গা পেলেন শ্রীদীপ ভট্টাচার্য। এতদিন পলিটব্যুরো ছিলেন মহম্মদ সেলিম, রামচন্দ্র ডোম আর সূর্যকান্ত মিশ্র। সেলিম, রামচন্দ্র ডোম থাকলেন। বয়সের নিয়মে বাদ গেলেন সূর্যকান্ত। এলেন শ্রীদীপ। বাংলার সদস্যরা ছাড়াও বয়সের কারণে পলিটব্যুরো থেকে বাদ পড়েছেন ত্রিপুরার প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকার। তাঁর জায়গায় এলেন ত্রিপুরার রাজ্য সম্পাদক জিতেন্দ্র চৌধুরী। অন্যদিকে কেন্দ্রীয় কমিটির তালিকায় রয়েছেন যুব নেত্রী মীনাক্ষী মুখোপাধ্যায়, মহিলা সমিতির রাজ্য সম্পাদক কনীনিকা ঘোষ বোস, সমন পাঠক, দেবব্রত ঘোষ ও সৈয়দ হোসেন। সমন, দেবব্রত ও সৈয়দ এখন দার্জিলিং, হুগলি ও পূর্ব বর্ধমানের জেলা সম্পাদক। সিপিআইএমের নিয়মে, এক সঙ্গে তিন স্তরের কমিটিতে থাকা যায় না। ফলে, এই তিন জনের জন্য কেন্দ্রীয় কমিটির বিশেষ অনুমতি নিতে হবে। বিশেষ অনুমতি নেওয়া না কি জেলা সম্পাদক পদে বদল আনা হবে তা নিয়ে চর্চা শুরু হয়েছে সিপিআইএমের অন্দরে। কারণ ওই তিন জেলা সম্পাদক রাজ্য সম্পাদক মণ্ডলীর সদস্য। আবার কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য হলেন। অন্যদিকে, সামগ্রিকভাবে প্রজন্ম বদল হল পলিটব্যুরোতে। বাতিল খাতা দেখলেই বিষয়টা খানিক স্পষ্ট হবে। বাদ পড়লেন প্রকাশ কারাত, বৃন্দা কারাত, সুহাসিনী আলি, জি রামকৃষ্ণন, মানিক সরকার, সূর্যকান্ত মিশ্র। সকলেই ৭৫ বছর পেরিয়ে যাওয়ার কারণে কেন্দ্রীয় কমিটি এবং পলিটব্যুরো থেকে বাদ গেলেন। ব্যতিক্রমী হলেন কেরলের মুখ্যমন্ত্রী পিনারাই বিজয়ন। তাঁর বয়স হলেও ব্যতিক্রমী হিসাবে রেখে দেওয়া হল।

চাকরিহারাদের নিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠকে বিশৃঙ্খলার আশঙ্কা কুণালের

নিজস্ব প্রতিবেদন: সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে এক লহমায় চাকরিহারা হয়েছেন প্রায় ২৬ হাজার। মুখ্যমন্ত্রী ৭ এপ্রিল, সোমবার একটি বৈঠক ডেকেছেন। সেই বৈঠক থেকেই কোনও একটি আশার পথ যোগ্য চাকরিহারাদের জন্য বার করার চেষ্টা চলছে বলে দাবি করেছেন তৃণমূল নেতা কুণাল ঘোষ। কিন্তু তার অভিযোগ, ‘জট খোলার এই বৈঠকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির পরিকল্পনা চলছে।’ সোমবার মুখ্যমন্ত্রীর বৈঠক প্রসঙ্গে কুণাল বলেন, ‘জট খোলার সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা হচ্ছে। ছোট ছোট গ্রুপ করে সেই চেষ্টা হচ্ছে। সিপিআইএম বিজেপি জট খুলতে আসবে না। মুখ্যমন্ত্রীর উপর আস্থা রাখুন। বিশ্বাস রাখুন। জট খোলার চেষ্টা করছেন।’ বিজেপি-তৃণমূলকে নিশানা করে কুণাল বলেন, ‘যাঁরা প্ররোচনা দিচ্ছেন, তাঁদের প্রত্যাখ্যান করুন। আপনার মুখে হাসি ফোটানোর কাজ মুখ্যমন্ত্রী করবেন।’ পাশাপাশি চাকরিহারাদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘যদি ভিতর থেকে বিশৃঙ্খলা করার চেষ্টা করেন, তাহলে আপনি আইডেন্টিফায়েড হয়ে যাবেন। করবেন না। প্রশাসনের নজর থাকছে।’

প্রসঙ্গত, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে চাকরিহারাদের উদ্দেশে সোমবার নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে কিছু বার্তা দেবেন মুখ্যমন্ত্রী। কুণাল বলেন, ‘সুপ্রিম কোর্টের রায়ে যোগ্যদের চাকরি যে পদ্ধতিতে শেষ করা হয়েছে, তাতে দ্বিমত পোষণ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী। যে অযোগ্য তাঁর পাশে দল দাঁড়াবে না। মেলাবেন না। অযোগ্যদের বলা হয়েছে টাকা ফেরত দিতে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর থেকেই বিজেপি-সিপিএম এই নিয়োগে কমিশন, রাজ্য সরকারের ভূমিকা নিয়ে বারবার প্রশ্ন তুলেছে। কেন যোগ্য অযোগ্য বাছাই করা সম্ভব হল না, তা নিয়েও প্রশ্ন উঠছে। তবে কুণাল প্রথম থেকেই দাবি করছেন, এই সমস্যার সমাধানের চেষ্টা চালাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী। কিন্তু বিরোধীরা তা করতে দেবেন না বলেও অভিযোগ করলেন তিনি। তাঁর কথায়, ‘বিরোধীদের মদতে প্ররোচনা দিয়ে কালকের সভায় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির চেষ্টা চলছে। বিরোধীরা চান না মুখ্যমন্ত্রীদের কথা সবাই শুনুক। একাধিক সূত্রে খবর এসেছে, নানা প্রলোভন দেখিয়ে গ্রুপ গ্রুপ করে লোক ঢোকানোর চেষ্টা হচ্ছে। মুখ্যমন্ত্রী কী বলতে চান, তা শুনতে দেবেন না।’

পার্ক সার্কাসে রামনবমীর মিছিলে ‘হামলা’

নিজস্ব প্রতিবেদন: কলকাতার পার্ক সার্কাসে রামনবমীর মিছিলে হামলা ও ভাঙচুরের অভিযোগ তুলল বিজেপি। এক্স হ্যান্ডেলে দেওয়া পোস্টে গেরুয়া শিবির অভিযোগ করেছে, ‘মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বহুদিনের স্বপ্ন বুঝি বাস্তব হল। কলকাতার মাঝখানে পার্ক সার্কাসে রামনবমীর ধর্মীয় মিছিলে অংশগ্রহণকারী ভক্তদের গাড়িতে হামলা চালানো হয়েছে, ভাঙচুর করা হয়েছে।’ ঘটনাস্থলে বিপুল পুলিশ মোতায়েন থাকা সত্ত্বেও কোনও পদক্ষেপ নেওয়া হয়নি বলেই অভিযোগ। বিজেপির অভিযোগ, ‘মাত্র গত শুক্রবার, একই এলাকায়, মুসলিম সম্প্রদায়ের কিছু সদস্য ওয়াকফ বিলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। টায়ার জ্বালিয়ে রাস্তা অবরোধ করেছিলেন, স্বাভাবিক জনজীবন স্তব্ধ হয়ে গিয়েছিল। সেখানেও পুলিশ নীরব থেকেছে।’ রবিবার রামনবমীর শোভাযাত্রায় হামলার প্রসঙ্গে আবারও প্রশ্ন তুলেছে বিজেপি। তারা লিখেছে, ‘আজ আবার হিন্দুদের লক্ষ্য করে হামলা হয়েছে। আবারও পুলিশ নিরব দর্শক হয়ে রইল।’ এ বিষয়ে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে এখনো পর্যন্ত কোনও প্রতিক্রিয়া মেলেনি। তবে বিজেপির অভিযোগ ঘিরে রাজ্য রাজনীতিতে উত্তাপ বাড়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।

আদ্যাপীঠ মন্দিরে মাতৃরূপে পূজিত হল দু’হাজার কুমারী

নিজস্ব প্রতিবেদন: রামনবমী উপলক্ষে প্রতি বছর দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে কুমারী পুজো অনুষ্ঠিত হয়। কথিত আছে, স্বপ্নে মাতৃ আদেশ পেয়ে আদ্যাপীঠ মন্দিরে অন্নদা ঠাকুর শুরু করেছিলেন বাসন্তী পুজো। আজ থেকে ১১১ বছর আগে এই বাসন্তী পুজোর নবমীর দিন অর্থাৎ রামনবমীর দিন অন্নদা ঠাকুর ২৮ জন কুমারীকে দিয়ে শুরু করেছিলেন কুমারী পুজো। সেই থেকে অন্নদা ঠাকুরের রীতি মেনে দক্ষিণেশ্বর আদ্যাপীঠ মন্দিরে রামনবমীর দিন অনুষ্ঠিত হয় কুমারী পুজো। রবিবার রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা দু’হাজার কুমারীকে মাতৃরূপে পুজো করা হল। এদিন দক্ষিণেশ্বর রামকৃষ্ণ সংঘ আদ্যাপীঠের সাধারণ সম্পাদক কাম ট্রাস্টি ব্রহ্মচারী মুরাল ভাইয়ের উপস্থিতিতে নিষ্ঠা সহকারে দু’হাজার কুমারী মাতৃরূপে পূজিত হলেন।

সম্পাদকীয়

এরাজ্যে কাজের সম্ভাবনা এখন হয় শাসকের সিন্ডিকেটে যোগ, নয় পরিযায়ী শ্রমিক

একটা সময় ছিল যখন সারা দেশ থেকে মানুষ কাজের জন্য বাংলায় আসতেন। সেটা ছিল আমাদের গৌরবের দিন, যা এখন ইতিহাস। মারোয়াড়ি পাড়া, গুজরাতি পাড়া, পঞ্জাবি এলাকা; এ সবই ছিল। ছিল গঙ্গার পাড় ধরে দু'ধারে চটকল শ্রমিকদের বস্তি। অন্যান্য কলকারখানার চিমনির ধোঁয়াও দেখা যেত বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে। এ সব ছিল 'এগিয়ে বাংলা'র প্রতিচ্ছবি। কিন্তু এখন বাংলায় কর্মসংস্কৃতিতে একেবারেই ভাটার টান। প্রত্যেক বছর ঘটা করে বড় শিল্পপতিদের এনে কোটি কোটি টাকা ব্যয় করে শিল্প সম্মেলন করা হয়, কিন্তু একটা বৃহৎ মাপের শিল্পও এ রাজ্য গড়ে ওঠে না। শাসক দল ভোটের বাজারে সুবিধা তোলে আংশিক বাহুবলে, বাকিটা অকাতরে অনুদান বা খয়রাতিতে রাজকোষ ফাঁকা করে। শাহজাহানের বাহিনী যখন লাগামহীন অত্যাচার নামিয়ে এনেছিল সুন্দরবনের বিভিন্ন গ্রামে, তখন অনেক অঞ্চলই পুরুষ-শূন্য ছিল পরিবারগুলির অনেকে শ্রমিক হয়ে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে পাড়ি দেওয়ার জন্য। বহু দিন ধরে সরকারের খাতায় পরিযায়ীর সংখ্যা জানা নেই। অতিমারির সময়ে কেন্দ্রীয় সরকার দায়িত্বহীন ভাবে হঠাৎ লকডাউন ডাকায় কী ভয়াবহ পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়েছিল এই শ্রমিকদের, তার প্রত্যক্ষদর্শী আমরা। আবার এখানে কাজ না পেয়ে অতিমারির মধ্যেই ফিরে গিয়েছেন তাঁরা। এ রাজ্যে গত কয়েক বছরে কোনও শিক্ষক নিয়োগ হয়নি, কিন্তু নিয়ম মেনে অবসর নিয়েছেন অনেক শিক্ষক। দিন দিন মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর সংখ্যা কমে যাচ্ছে। সরকারি অফিসে কর্মী নিয়োগ না করে নিয়োগ করা হচ্ছে চুক্তিভিত্তিক কর্মী। স্কুলগুলি ভরে গিয়েছে চুক্তিভিত্তিক শিক্ষকে। কর্মসংস্থান কোথায় যে ভিন রাজ্যের শ্রমিক এখানে আসবেন? এ রাজ্যে এখন সম্ভাবনা দু'টি; হয় শাসক দলের মদতে পুষ্ট সিন্ডিকেট ব্যবসায় যোগ দেওয়া, না হয় পরিযায়ী শ্রমিক হয়ে ভিন রাজ্যে চলে যাওয়া।

শব্দবাণ-২৪০

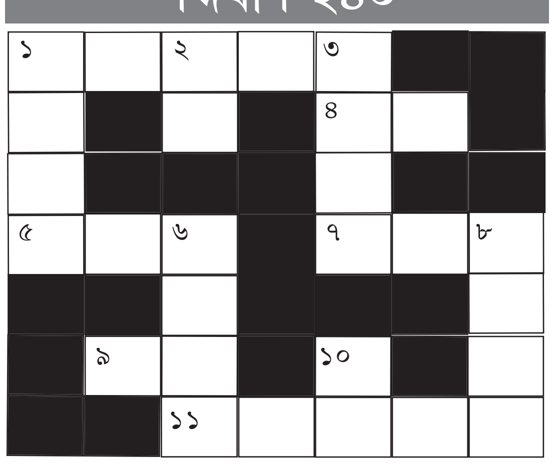

শুভজ্যোতি রায়

সূত্র—পাশাপাশি: ১. নিজের জীবনী ৪. খুঁটি, থাম ৫. যেমন আছে তেমনি ৭. সংগ্রাম ৯. মানুষ, লোক ১১. সর্বত্র সমান ব্যবধানবিশিষ্ট।

সূত্র—উপর-নীচ: ১. কাহিনি ২. উদ্ধত, উগ্র ৩. তপস্যার শক্তি ৬. রান্নাঘর ৮. ব্যবহার, অভ্যাস ১০. ধীর।

সমাধান: শব্দবাণ-২৩৯

পাশাপাশি: ১. প্রচ্ছদপট ৩. আয়ত ৫. বারুই ৭. সর্বাঙ্গ ৮. নীহার ১০. বলাকওয়া।

উপর-নীচ: ১. প্রচেয় ২. পরিবাদিনী ৩. আভাস ৪. তরঙ্গমালা ৬. ইতর ৯. হাওয়া।

জন্মদিন

আজকের দিন

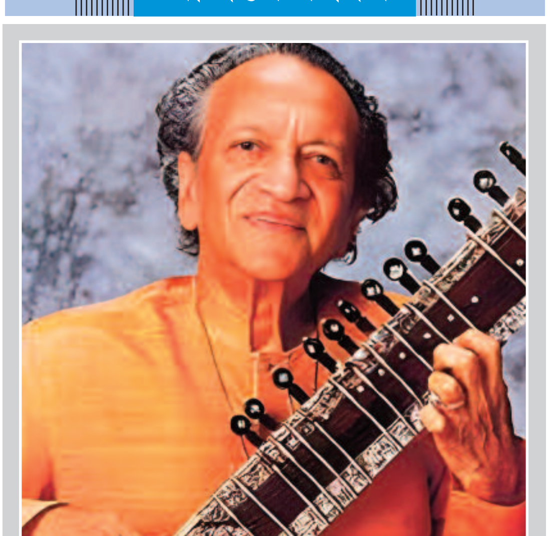

পন্ডিত রবিশঙ্কর

১৯২০ *বিশিষ্ট সেতারবাদক পন্ডিত রবিশঙ্করের জন্মদিন।*
১৯৪২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্রাভিনেতা জীতেন্দ্রর জন্মদিন।*
১৯৬২ *বিশিষ্ট চলচ্চিত্র নির্দেশক রামগোপাল ভার্মার জন্মদিন।*

চাকরিটা আমি হারিয়েছি কেউ শুনছো?

বাবুল চট্টোপাধ্যায়

মনে পড়ে নব্বই দশকের সেই বিখ্যাত গান 'চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি বেলা শুনছো'। শিল্পী অঞ্জন দত্ত। কি অসাধারণ গান। একটা চাকরি কি দরকার সেই প্রেমিকের জন্যে যে কিনা তার ঘর বাঁধতে স্বপ্ন দেখছে। প্রেমিক জানাচ্ছে চাকরিটা আমি পেয়ে গেছি তাই অন্য সমন্ধ ভেঙ্গে দাও। আমি চাকরি পেয়ে গেছি তাই ফুটপাতের সেই রেস্তোরাঁয় খেতে হবে না, আমাদের লাল নীল সংসার হতে আর দেরি নেই। কারণ আমি চাকরিটা পেয়ে গেছি, সত্যি। ভাবুন একবার! কত আগে কত সত্যি ছিল একটা চাকরি, কত বাস্তব ছিল একটা চাকরি। কত কিছু স্বপ্নকে বাঁচিয়ে রাখতো একটা চাকরি। একটা চাকরি কত কিছু পরিবর্তন করে দিত সব স্বপ্নকে। ভুল বললাম কত বাস্তব করে দিত একটা চাকরি। আজও করে। বরং অনেক বেশিই করে।

এখনো একজন যেকোন ক্ষেত্রে মাঝারি প্রতিষ্ঠিত হলেও মনে করে— এর থেকে ভালো ছিল একটা চাকরি। আর সেটা যদি একটা সরকারি চাকরি হয় তো কোনো কথা হবে না। অভাব যাবে ঘুচে। কারণ অনেক টাকা বেসরকারি কাজে থাকলেও এখনো অনেক বেশি নিরাপত্তা সেই সরকারি চাকরির ক্ষেত্রেই। ভুল বললাম। পুরো নিরাপত্তা সেই সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে। আর শিক্ষকতার চাকরি হলে তো কোনো কথা হবে না। আর সেই চাকরি পেয়ে যদি হারায় তবে কেমন হবে একবারও ভেবে দেখেছেন! ভুল বললাম। সেই সব যোগ্য ব্যক্তিরা চাকরি পেয়ে যদি চাকরি হারায় তবে কি হবে ভেবে দেখেছেন? কেনো এই যোগ্যতার কথা বলেন বলুনতো? কারণ আমাদের দেশে নাকি চাকরি যোগ্যতা ও অযোগ্যতা দুই ভাবেই পাওয়া যায়।

সদ্য তার রায় বের হলো। সুপ্রিম কোর্ট রায় দিলো ২০১৬ সালে নিযুক্ত হওয়া স্কুল সার্ভিস কমিশনের সকল চাকরি বাতিল। কারণ তাতে যোগ্য ও অযোগ্য সব মিলেমিশে আছে। আলাদা করা যায় নি। তাই এই রায়। আগামী তিন মাসের মধ্যে আবারো পরীক্ষার ব্যবস্থা নিতে হবে। সে ক্ষেত্রে বাদ যাওয়া ব্যক্তিরা সেই চাকরির পরীক্ষায় বয়সের ছাড় পাবেন। এক্ষেত্রে আমি সেই কারা যোগ্য আর যোগ্য নন কোন রাজনৈতিক দল এতে যুক্ত, কে যুক্ত নয় -- সেকথায় যাচ্ছি না। বলছি না কেনো এসএসসি ঠিকমতো তা কোর্টের কাছে জানালো বা জানালো না, বলছি না ভালো আর মন্দ আলাদা না হওয়ায় অতিরিক্ত শূন্যপদ বাড়ানো হলো কেনো ইত্যাদি ইত্যাদি।

তর্ক বিতর্ক থাকবে। এ পার্টি ওই পার্টিকে দোষ দেবে তো আরেক জন আরেক জনকে। কিন্তু এতে কি কোনো লাভ হবে? না কোনো লাভ হবে না। ভুল বললাম। এতে চাকরি চলে যাওয়া ব্যক্তির কোনো লাভ হবে না। রাজনৈতিক যা ফায়দা হওয়ার হবে কিন্তু তাতে যাদের চাকরি গেল তাদের কি হবে। কই তেমন করে কেও কি ভাবছি? উত্তর না, ভাবছে না। হঠাৎ বিপর্যয়ের পরের ভাবনাগুলি তেমন ভাবে ভাবছে কি কেউ? যথার্থই বলেছেন হাইকোর্টের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি মনে করেন এখনো চাল, কাঁকোর আলাদা সম্ভব। তিনি তার জন্য একটি কমিটি গঠনের ব্যবস্থা করতে বলেন। সেখানে তিনি সম্ভাব্য সেই কমিটিতে কে কে থাকতে পারে তাও উল্লেখ করেন। তিনি অনেকটা জানেন তাই আমাদের মনে হয় তার পক্ষে সেটা করা সম্ভব। আবার মুখ্যমন্ত্রী ৭ ই এপ্রিল ২৫ এ নেতাজি ইন্ডোর স্টেডিয়ামে সকল চাকরি চলে যাওয়া ব্যক্তিদের নিয়ে মিটিং করবেন। না, সেখানেও ধরবে না। তাই পাশের ক্ষুদিরাম স্টেডিয়ামটাও নেওয়া হবে বলে বিশ্বস্ত সূত্রের খবর। অনেকেই অনেক আশ্বাস নিয়ে যাবেন। কিন্তু শেষমেশ কি হবে জানি না। তবে একটা সৎ চেষ্টা আমাদের রাখতেই হবে। কারণ প্রায় ২৬ হাজার কম নয়। তবে কাঁকর প্রচুর থাকলেও ভালো সংখ্যাটি কম নয়। ভুল বললাম। ভালো মানে খুব ভালো আসলে যারা চরম মেধাবী তাদের কথা বলছি। মনে হয় সংখ্যাটা এতো যে কোনো মিডিয়ার চিরুনি তল্লাশি করেও তা বের করা অসম্ভব। এখনে মনে হতেই পারে তবে কি করে প্রাক্তন বিচারপতি অভিজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় মনে করছেন সে কথা। হ্যাঁ, করার যথেষ্ট কারণ আছে। কারণ তিনি তার সময়ে বাক কমিটি দেখেছেন। তিনি সেই বিষয়ে লড়েছেন বহুকাল। তাই তার পক্ষে আসল ভেজাল বের করা কষ্টকর হলেও অসম্ভব কিছু নয়। এখানেই সুপ্রিম কোর্ট তো সেই কাজটি আরো দায়িত্ব নিয়ে করতে পারতো। কারণ আমরা দেখেছি এই চাকরি হারানো মানুষগুলির মধ্যে দুটি ক্যাটাগরি। একদলকে দেখেছি চাকরি চলে যাওয়ায় পরেও তাদের পূর্বের মাইনা হিসাবে দেওয়া টাকা ফেরত চাওয়া হয়েছে। আরেক দলকে শুধু চাকরি চলে যাওয়ার রায় দেওয়া হয়েছে। এখানে বলা দরকার এটা যদি করা যেতে পারে তো কাঁকর আর চাল পৃথক করা যাবে না কেনো? সিবিআই সিবিআই করা হচ্ছে। কেনো তাদের কাজ করার আদেশ স্তব্ধ করা হল? কেনই বা কাজ চালিয়ে যাওয়ার উপর জোর দেওয়া হল না? প্রশ্ন তো অনেক চলে আসে। কে তার উত্তর দেবে!

আমরা শিক্ষিত বেকারের কথা শুনেছি। আমরা তো অশিক্ষিত বেকারের কথা শুনিনি। তার মানে তো এই হলো যে-- শিক্ষিতরা বেকার হওয়া স্বাভাবিক। আর অশিক্ষিত বেকার হওয়া এক কথায় অসম্ভব। এসব জেনেও যখন একটি সুন্দর শিক্ষকের প্রফেশনে মানুষ যায় তখন বুঝে নিতে হবে কি অপরিসীম লড়াই সে করেছে। একটু ভালো থাকার জন্যে কি পরিশ্রম সে করেছে। সে রাত জেগে পড়েছে। যে স্বপ্ন সে ছোটবেলা থেকে দেখেছে,যে স্বপ্ন মনের মধ্যে গেঁথে ছিল সে একদিন শিক্ষক হবে সে তা পূরণ করতে বাধ্য পরিকর। সে গ্রাম থেকে এসেছে। সে মাসীর কাছে রান্না খেয়েছে। মনের মত খাবার খায় নি। সরি, পায় নি। আলু সেদ্ধ ভাত ডাল খেয়েছে। কোনোদিন মাছ/ মাংস পেয়েছে কোনোদিন পায় নি। অবশ্য অনেকে তা চায় নি। কারণ মাছের কাঁটা বেছে বা মাংস চিবানো অনেক সময়ের ব্যাপার। না, এতক্ষণ সময় নিলে স্ট্যাডি মেটেরিয়াল কমপ্লিট করা যাবে না। অনেকের আবার ওর বেশি পয়সা পায়নি। কোনোভাবেই বেকার ব্যক্তিকে কত যোগান দেবে। অসম্ভব। তাই এবার ওই ভাড়া বাড়ির চারজন নয়, থাকবে পাঁচজন আর মাসীকে বলা হয়েছে এক বেলা আসতে। কারণ একটু পয়সা কম হলে ভালো বই কেনা যাবে। চার জনের বদলে পাঁচ জন হলে ভাড়ার ও পয়সা কম লাগবে। আর সেই পয়সায় জেরক্স যথেষ্ট। আর নেট থাকলে মোবাইলে পিডিএফ করলেও চলবে। আবার যে স্ট্যাডি সেন্টারে পড়ছে তার খরচ তো নেহাত কম নয়। বাবাকে বলে এসেছিল দেড় বা খুব জোর দুই বছরে চাকরি সে নেবেই। অবস্থা ভালো না হলেও বাপ রাজি। কষ্ট করেই সব জোগায়। স্ত্রীর অসুস্থতা উপেক্ষা করেও সে কষ্ট করে। ওদিকে সব জেনেই বাবুর অমানবিক পরিশ্রম। পরিবারের সব কথা জেনেই সে দিন রাত এক করে।

হ্যাঁ,অবশেষে সে চাকরি পায়। স্কুলের চাকরি। এবারে স্বপ্ন সত্যি হয়। কি খুশির খবর। চারিদিকে হয় হৈ হৈ। মা হাসপাতালে ছিল। অবস্থা বেগতিক ছিল। কিন্তু ঠাকুরের কি অসীম কৃপা যে এই খবরে তার মা অনেকটা সুস্থ হয়েছেন। এরও বছর দুই পরে সব জায়গা জমিন বেচে ও ১৬ লাখ টাকা লোন নিয়ে সে কলকাতায় স্কুলের পেছনে দেড় কাটা জমি কিনে বাড়ি করে। কিন্তু সব শেষ। সুপ্রিম কোর্টের রায়ে সে এখন সেই কোপে যেখানে প্রায় ২৬ হাজার চাকরি হারা। ভুল বললাম। চাকরি হলো কাড়া। এবার কোথায় যাবে তারা? এমন আছে কত। ভুল বললাম। কত কত কত। কত হাজারে/কত শত। জানি না সেখানে মেধাবী ই বা কত শত! বুঝিনা অতশত! বুঝি কান্না, বুঝি হাহাকার, বুঝি মানবিকতা, বুঝি অসহায়তা, বুঝি সব হারা, বুঝি দিশেহারা,বুঝি লজ্জা, বুঝি অসম্মান, বুঝি না শিক্ষার কিই বা দাম! প্রশ্ন একটাই-- এই ইস্যুতে সুবিধায় যারা দিন গুনছে,তারা কি কেউ চাকরি হারার অসহ্য যন্ত্রনা---একটুও শুনছে!?

এই প্রবন্ধ ব্যক্তিমতে, কাউকে আঘাত দেওয়ার জন্য নয়
লেখক: বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও প্রাবন্ধিক

শিক্ষাক্ষেত্র যোগ্য শিক্ষকেরই আশ্রয়স্থল

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে যে ২৫৭৫৩ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি খারিজ করে দেওয়া হয়, সেখানে অযোগ্যদের তুলনায় যোগ্যদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু সরকার এবং বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের অত্যল্পতায় যোগ্যরাও আজ অনিশ্চয়তার পাথারে নিমজ্জিত। চাকরি হারিয়ে সর্বশান্ত। সংসার পরিজন নিয়ে পথে বসার দশা। তাঁদের প্রতি সহমর্মী বলতেও লজ্জিত বোধ করছে সুধী সমাজ, যেমন লজ্জিত বোধ করছে দীর্ঘদিন ধরে যোগ্য হবু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শূন্যতলে আন্দোলন করতে হচ্ছে দেখে। যারা যোগ্য অথচ চাকরি খোয়ালেন, তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যাচ্ছে না।

সঞ্জয়কুমার দাস

'শিক্ষকদের ক্ষমতায়ন স্থিতিস্থাপকতা জোরদার করা, স্থায়িত্ব গড়ে তোলা', 'আমরা যে শিক্ষা চাই তারজন্য শিক্ষকের প্রয়োজন শিক্ষক ঘাটতি দূরীকরণ বিশ্বব্যাপী অপরিহার্য', 'শিক্ষক দিয়ে শিক্ষার রূপান্তর শুরু হয়', 'শিক্ষা পুনরুদ্ধারের কেন্দ্রস্থলে শিক্ষক' - উল্লিখিত বাক্যচতুর্থী কোনো দৈনিক সংবাদপত্রের সংবাদ শিরোনাম নয়, বিগত চার বছরের বিশ্বশিক্ষক দিবসের থিম যা ইউনেস্কো স্বীকৃত ৫ অক্টোবর সারা বিশ্বে পালিত হয় শিক্ষক সমাজের সম্মানার্থে। ঘটা করে কোনও এক বিশেষ দিনে শিক্ষক সমাজের প্রতি সম্মান প্রদর্শন শিক্ষক দিবসের আভরণে উৎসবে পর্যবসিত। কিন্তু নিত্যদিনের সমাজব্যবস্থায় শিক্ষকের সম্মান প্রদর্শনের সূচকটি কি সন্তোষজনক? পশ্চিমবঙ্গে প্রশ্নটি লাখটাকার।

গতবছর ২২ এপ্রিল পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য তথা ভারতের ইতিহাসে ব্যতিক্রমী দিন ছিল। কেননা দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়ের আদেশক্রমে গঠিত ডিভিশন বেঞ্চ তথা পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ আদালতে নিয়োগ দুর্নীতির এক রায়ে ২৫৭৫৩ জনের নিয়োগ তালিকা বাতিল হয়। বিদ্যালয়ে গ্রীষ্মাবকাশের কারণে নিয়োগ বাতিলের অভিঘাত তখন সরাসরি শিক্ষায়তনে না পড়লেও সমাজে এবং চাকরিচ্যুত শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের অন্তর্ভূমিকে কীভাবে আঘাত করেছিল, তা শব্দবন্ধে হুবহু তুলে ধরার অপারগতায় ক্ষমাপ্রার্থী কলমকার। একদা প্রাচীন ভারতের সমৃদ্ধ শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বকে পথ দেখিয়েছে। 'নালন্দা' বিশ্ববন্দিত ভারতীয় শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। যে প্রতিষ্ঠানে শান্তরক্ষিত, শীলভদ্র, কমলশীল, ধর্মকীর্তি, পদ্মসম্ভবের ন্যায় শিক্ষক ছিলেন। ৭৪৭ খ্রিস্টাব্দে তিব্বতরাজ পদ্মসম্ভবকে আমন্ত্রণ জানান। তাঁকেই তিব্বতি বৌদ্ধধর্মের প্রবর্তক মনে করা হয়। কিন্তু একবিংশীয় ভারতে শিক্ষাব্যবস্থা বিশ্বের মানদণ্ডে ঠিক কোন অবস্থানে, তা জানতে হলে Organisation for Economic Coéôéoperation and Development-এর শরণ নিতে হয়। সেই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষাবিষয়ক পরিচালক এ্যান্ড্রেয়াস স্লাইশার একটি তালিকা প্রস্তুত করেন ৭৬টি দেশের স্কুলের ফলাফলের উপর ভিত্তি করে। এবং শিক্ষা ও অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেন। সে তালিকার প্রথম পাঁচটি স্থানে আছে এশিয়ার দেশ , সিঙ্গাপুর, হংকং, দক্ষিণ কোরিয়া, তাইওয়ান এবং জাপান। আর তালিকায় ৭৬টি দেশের মধ্যে শেষের পাঁচটি স্থানে আছে ওমান, মরক্কো, হন্ডুরাস, দক্ষিণ আফ্রিকা আর ঘানা। আর ভারত? ভারত দশের মধ্যেও অনুপস্থিত। কিন্তু কেন?

বিশ্বব্যাপী প্রথমবারের জন্য The Varkey Foundation কর্তৃক শিক্ষকদের সম্মান নিয়ে তুলনামূলক জরিপকৃত Global Teacher Status Index 2018 আজ বিশ্বে সমাদৃত। শিক্ষকদের সম্মান প্রদর্শনের সরণিতে ৩৫ দেশে জরিপ করে একটি তালিকা প্রস্তুত করে প্রতিষ্ঠানটি। যার শীর্ষে চীন। অর্থাৎ চীনের ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষক সম্মানে দৃষ্টান্ত স্বরূপ। চীনের ৮১ শতাংশ ছাত্রছাত্রী মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে শিক্ষকদের সম্মান করতে হবে। অথচ আন্তর্জাতিক গড় যেখানে ৩৫ শতাংশ। এ তালিকায় ভারতের স্থান অষ্টম। একলব্যের দেশে গুরুভক্তি প্রদর্শনে এই অবনমনের কারণটি ঠিক কী?

The Varkey Foundation মনে করে "the quality of an education system cannot exceed the quality of its teachers" অর্থাৎ শিক্ষা ব্যবস্থার গুণমান তার শিক্ষকদের গুণমানের চেয়ে বেশি হতে পারে না। শিক্ষকদের গুনগত মান শিক্ষার গুরুত্বপূর্ণ সূচক। কেননা বর্তমানের থেকে ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিই একটি রাষ্ট্রের আকাঙ্ক্ষা। সে শ্রীবৃদ্ধিতে যোগ্য ও নৈতিক মানসম্পন্ন শিক্ষক অপরিহার্য। এবং এই সরণিতে সিঙ্গাপুর দৃষ্টান্ত স্বরূপ। কেননা ১৯৬০-এর দশকে দেশটি ছিল নিরক্ষরতায় ডুবে। সেই দেশই কিনা ঞ্জক্ষঞ্চঙ্গ-এর বিচারে বিশ্বের সেরা গুণমানসম্পন্ন শিক্ষা গ্রহণের দেশ। এই অভূতপূর্ব উন্নয়নের জন্য সে দেশের ঐকান্তিকতা প্রশংসার দাবি রাখে। বৈপরীত্যে অযোগ্য মানুষ যদি চক-ডাস্টার হাতে শ্রেণিকক্ষে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন, তবে শিক্ষার গুণগত মান প্রশ্নচিহ্নের সম্মুখে দাঁড়াবেই। হালে পশ্চিমবঙ্গ এ প্রশ্নেই ক্ষতবিক্ষত। তদন্তকারী সংস্থা-আদালত-সরকার-কমিশন সকলেই প্রকারে প্রকারান্তরে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, অযোগ্য কিছু মানুষ পশ্চিমবঙ্গের বিদ্যালয় গুলিতে বছর কয়েক শিক্ষকতা করছেন। নিরুপায় আমজনতা বিষয়টি সম্পর্কে না বুঝতে চাওয়া স্বীকৃত প্রতিষ্ঠানের চেয়ে বেশি অবগত।

আবার সেই এপ্রিলেই (০৩.০৪.২০২৫) দেশের সর্বোচ্চ আদালতের প্রধান বিচারপতির রায়, পশ্চিমবঙ্গের উচ্চ আদালতের রায়কেই বহাল রাখল। এবং সেসূত্রেই 'অযোগ্য শিক্ষক' শব্দবন্ধটি বর্তমানে বঙ্গীয় পঞ্চভূতে মুহূর্মুহু ধ্বনিত। একজন শিক্ষকের শিক্ষাগত যোগ্যতা যে স্তরীয় থাকা প্রয়োজন, তা কি এই অযোগ্য শিক্ষকদের ছিল? অবশ্যই ছিল। জানা মতে সেইসকল 'অযোগ্য' তকমাধারী শিক্ষকদের শিক্ষাগত যোগ্যতা নিয়ে কোনও প্রশ্ন নেই। তবে তাঁরা অযোগ্য কীভাবে? তাঁরা অযোগ্য প্রমাণিত হয়েছেন এসএসসি কর্তৃক শিক্ষক নিয়োগের লিখিত পরীক্ষায়। কোনও প্রশ্নের উত্তর না দিয়েও কেউ উত্তীর্ণ হয়েছেন, কেউ প্রয়োজন মাফিক সঠিক উত্তর না দিয়েও উত্তীর্ণ হয়েছেন, কেউ ইন্টারভিউ না দিয়ে, কেউ মেধা তালিকায় না থেকে, কেউ মেধা তালিকার ক্রম উপেক্ষা করে। আদালত সর্বমোট ১৭ পদ্ধতিতে নিয়োগ প্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা বিঘ্নিত হওয়ার তথ্য পরিবেশন করেছেন। অর্থাৎ শিক্ষকদের যোগ্যতা নির্ণয়ের দায়ভার যাদের কাঁধে অর্পিত, তাঁরা সঠিক পদ্ধতিতে সে দায়িত্ব পালন করেননি। আর তাঁরা তাঁদের সে কর্ম নিষ্ঠা-সততা-নৈতিকতার সাথে পালন করেননি বলেই যোগ্য শিক্ষকদের ভবিষ্যৎ বিশবাঁও জলে।

দেশের সর্বোচ্চ আদালতের রায়ে যে ২৫৭৫৩ জনের নিয়োগ প্রক্রিয়াটি খারিজ করে দেওয়া হয়, সেখানে অযোগ্যদের তুলনায় যোগ্যদের সংখ্যাই বেশি। কিন্তু সরকার এবং বিদ্যালয় কৃত্যক আয়োগ কর্তৃক প্রদত্ত তথ্যের অত্যল্পতায় যোগ্যরাও আজ অনিশ্চয়তার পাথারে নিমজ্জিত। চাকরি হারিয়ে সর্বশান্ত। সংসার পরিজন নিয়ে পথে বসার দশা। তাঁদের প্রতি সহমর্মী বলতেও লজ্জিত বোধ করছে সুধী সমাজ, যেমন লজ্জিত বোধ করছে দীর্ঘদিন ধরে যোগ্য হবু শিক্ষক-শিক্ষিকাদের শূন্যতলে আন্দোলন করতে হচ্ছে দেখে। যারা যোগ্য অথচ চাকরি খোয়ালেন, তাঁদের মুখের দিকে তাকিয়ে কথা বলা যাচ্ছে না। অনেকে তো বলেই ফেলছেন, 'এর চেয়ে মৃত্যুই শ্রেয়'। গৃহ ঋণের সহজ মাসিক কিস্তি পরিশোধ আর সহজ রইল না। স্ত্রী, সন্তান-সন্ততি, পিতা-মাতার দায়ভার সামলানোর অর্থনৈতিক সরবরাহের উৎসটি আজ রুদ্ধ হয়ে গেল। প্রাতিষ্ঠানিক ও রাজনৈতিক লড়াইয়ের ইঁদুর দৌড়ে তাঁরা যোগ্য থাকা সত্ত্বেও চাকরিচ্যুত হলেন। তাঁদের অযোগ্যতা নিয়ে কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ আদালতে পেশ করেনি কেউ। নিজেদের যোগ্যতার সকল প্রমাণ নিয়েও তাঁরা যোগ্য বিচার পেলেন না। এ যেন 'বিচারের বাণী নীরবে নিভৃতে কাঁদে'রই যথার্থতা প্রতিপন্ন করছে।

এ লেখনির আদ্যোপান্ত শিক্ষকসম্প্রদায়ের অযোগ্যতাটিই মুখ্য হয়ে উঠলেও কাদের বদান্যতায় অযোগ্যরা বহাল তবিয়তে এতোদিন ছিলেন এবং কাদের সদিচ্ছার অভাবে যোগ্য চাকরিজীবীরা আজ কর্মচ্যুত হলেন , সেটিও সুধী সমাজ জানেন। যোগ্যতার মাপকাঠিতে তাঁরা ঠিক কোন অবস্থানে? জেনেও নিরুপায়ের মতো হাত গুটিয়ে বসে থাকার অবসান ঘটুক। বাঙালির বৈভব রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের সেই অমর বাণী 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে/ তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে' দগ্ধ করুক বাঙালির অন্তর্ভূমি। ক্ষমতার সূর্য অস্তমিত হবেই একদিন, কিন্তু অবদানের গরিমা আলো ছড়াবে অনন্তকাল। বিশ্ব নন্দিত শিক্ষার মানোন্নয়নে ইতিহাস থেকে শিক্ষা নিয়ে এবারে সিদ্ধান্ত নেওয়ার পালা, নৈতিকতা বিসর্জন দিয়ে কালের অমোঘ নিয়মে মানব হৃদয়ে অস্তমিত হবেন, নাকি ভুলত্রুটি শুধরে অনন্তকাল বেঁচে থাকবেন!

সেই ভুল-ভ্রান্তি শুধরে স্বচ্ছ হওয়ার সুযোগ অবশ্য দিয়েছিলেন দেশের সর্বোচ্চ ন্যায়ালয়। প্রধান বিচারপতির মূল্যায়নে যোগ্য-অযোগ্যের চেয়ে বৈধ-অবৈধ বিষয়টি অধিক মূল্যবান। সুনানী চলাকালীন বৈধ-অবৈধের ফাঁকফোকরহীন তালিকা নির্মাণে যদি ন্যায়ালয়ের আস্থা অর্জন করতে পারতেন এসএসসি, তবে বেঁচে যেতেন যোগ্য চাকরিহারারা, বেঁচে যেত শিক্ষাক্ষেত্র, বেঁচে যেত ভবিষ্যৎ প্রজন্ম। দায় ঠেলাঠেলি ঠেলে সব পক্ষই এগিয়ে আসুক। আশু সমাধান চাই। সচেতন মহলে তো বটেই, ছাত্রছাত্রীদের মননেও এ দুর্নীতির অভিঘাত আছড়ে পড়ে। গতবছর উচ্চ-মাধ্যমিকে প্রথম স্থানাধিকারি অভীক দাসের অভিব্যক্তিতেও তারই অনুরণন 'যোগ্যেরা যেন এক জনও কোনও অবস্থায় ভুক্তভোগী না হন। যেন সসম্মানে চাকরি ফিরে পান তাঁরা। সেই সঙ্গে চাইব, অযোগ্যেরা যাতে কোনও ফাঁক দিয়ে ঢুকে না যান। দু'পক্ষ মিশে গেলে শিক্ষা ব্যবস্থা ধ্বংস হয়ে যাবে।' এই ধ্বংসের তীর এমনভাবে বাঁধিয়ে দেওয়া হোক, যেখান থেকে শিক্ষাঙ্গন হবে কলুষমুক্ত, আক্ষরিক অর্থেই নির্মল বিদ্যালয় অভিযানে নামতে হবে পশ্চিমবঙ্গকে। পশ্চিমবঙ্গ তা পারবে কি? বলবে সময়।

তথ্যঋণ
The Varkey Foundation
Organisation for Economic Coéôéoperation and Development
BBC News বাংলা, ২৬/০৫/২০১৫
BBC News বাংলা, ১১/১১/২০১৮
eisamay.com– ০২/০২/২০২৪
আনন্দবাজার পত্রিকা ০৯/০৫/২০২৪
উত্তরবঙ্গ সংবাদ ০৯/০৫/২০২৪
একদিন, ০৪/০৪/২০২৫
আনন্দবাজার পত্রিকা ০৪/০৪/২০২৫
একদিন, ০৫/০৪/২০২৫
আনন্দবাজার পত্রিকা ০৫/০৪/২০২৫
উইকিপিডিয়া ও অন্যান্য

বেপরোয়া গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু স্বামী ও স্ত্রীর, পলাতক ঘাতক গাড়ি

নিজস্ব প্রতিবেদন, মালদা: বেপরোয়া চারচাকার গাড়ির ধাক্কায় মৃত্যু হল এক ব্যবসায়ী দম্পতির। জাতীয় সড়ক পার হওয়ার সময় দ্রুতগতিতে আসা ওই চারচাকার গাড়ি ব্যবসায়ী দম্পতিকে পিষে দিয়ে পালিয়ে যায় বলে অভিযোগ। শনিবার রাত এগারোটা নাগাদ ঘটনাটি ঘটেছে ইংরেজবাজার থানার মালঞ্চপল্লি এলাকার ১২ নম্বর জাতীয় সড়কে। দুর্ঘটনার পর ঘাতক গাড়ি নিয়ে পালিয়ে যায় চালক। এই দুর্ঘটনায় রাতে ওই এলাকায় সাময়িক সময়ের জন্য যানজটে অবরুদ্ধ হয়ে পড়ে যান চলাচল। পরে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ইংরেজবাজার থানার পুলিশ। পুলিশি হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আসে।পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত দম্পতির নাম মনোহর রাম (৪৮) এবং শান্তিরাম (৩৫)। তাঁদের বাড়ি পুরাতন মালদা থানার মাধাইপুর এলাকায়। কর্মসূত্রে স্বামী, স্ত্রী ও এক পুত্র নিয়ে মালদার মালঞ্চপল্লি এলাকায় গত সাত বছর ধরে বাড়ি ভাড়া নিয়ে সেখানে বসবাস করতেন। মনোহরবাবু একজন পেশায় গাড়ির মেকানিক, মালঞ্চ পল্লি এলাকায় জাতীয় সড়কের ধারে তার একটি দোকান রয়েছে। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে , এদিন রাত এগারোটা নাগাদ দোকান বন্ধ করে মালঞ্চপল্লি এলাকায় রাস্তা পারাপার হচ্ছিলেন স্বামী ও স্ত্রী। সেইসময় রবীন্দ্র ভবন এলাকা থেকে একটি মারুতি ভ্যান গাড়ি সজোরে এসে স্বামী ও স্ত্রী দু'জনকে ধাক্কা মেরে পালিয়ে যায়। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুইজনের। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইংরেজবাজার থানার বিশাল পুলিশ। মৃতদেহ দুটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মালদা মেডিক্যাল কলেজের মর্গে পাঠানো হয়। পুলিশ জানিয়েছে, ওই এলাকার জাতীয় সড়কের আশেপাশে সিসি ক্যামেরার ফুটেজ দেখে ঘাতক গাড়িটিকে চিহ্নিত করার চেষ্টা চালানো হচ্ছে।

বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, গ্রেপ্তার ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, গাইঘাটা: বিজেপি কর্মীকে লক্ষ্য করে গুলি, গুরুতর আহত অবস্থায় ভর্তি হাসপাতালে ভর্তি করা হল আহতকে, গ্রেপ্তার ১। রামনবমীর ভোর বেলায় বাজার থেকে বাড়ি ফেরার পথে এক বৃদ্ধকে লক্ষ্য করে গুলি চালানোর অভিযোগ উঠল দুষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে। জানা গিয়েছে, গুলিবিদ্ধ ব্যক্তির নাম আশুতোষ বিশ্বাস। বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার গাইঘাটা থানার বড়া কৃষ্ণনগর এলাকায়। তিনি এলাকায় পুরনো বিজেপি কর্মী বলে পরিচিত। পরিবার ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রবিবার সকালে আশুতোষ বিশ্বাস তার স্ত্রীকে ট্রেনে তুলে দিয়ে ঠাকুরনগর স্টেশন থেকে বাড়ি ফিরছিলেন। বড়া বকুলতলা এলাকায় কেউ বা কার তাকে লক্ষ্য করে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। চিৎকার শুনে স্থানীয়রা ছুটে আসে। তারা রক্তাক্ত অবস্থায় তাকে উদ্ধার করে প্রথমে চাঁদপাড়া গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যান। সেখানে তার অবস্থা সংকটজনক হওয়ায় কলকাতায় রেফার করা হয়। পরিবারের দাবি, তার বুকে গুলি লেগেছে। কে বা কারা কি কারণে গুলি চালালো তা অজানা। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় গাইঘাটা থানার পুলিশ। বিজেপির পক্ষ থেকে দাবি করা হয়েছে কারা কি উদ্দেশ্যে তাদের দীর্ঘদিনের পুরনো কর্মীকে গুলি করল তা পুলিশ তদন্ত করে দেখ ক। তৃণমূলের পক্ষ থেকে এই ঘটনা নিন্দা জানিয়ে পুলিশকে দ্রুত তদন্ত করে অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারের দাবি জানিয়েছে। গুলিবিদ্ধ বিজেপি কর্মীকে পরবর্তীতে আরজি কর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে সেখানে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। বনগাঁর এসডিপিও অর্ক পাঁজা সাংবাদিক সম্মেলন করে জানালেন, পুলিশের প্রাথমিক অনুমান ব্যবসায়িক কারণে গুলি করা হয়েছে। পরিবারের পক্ষ থেকে অভিযোগের ভিত্তিতে তপন বালা নামে এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তপন ছাড়া অন্য কেউ এই ঘটনার সঙ্গে যুক্ত আছে কিনা সেই বিষয়ে তদন্ত করা হচ্ছে।

রামনবমী উপলক্ষে হুগলির রিষড়ায় রামনবমীর শোভাযাত্রা উপস্থিত বিজেপির কাউন্সিলর মনোজ সিং। ছবি বনস্পতি দে

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR MOTIJUG AGENCIES LIMITED - IN CIRP
Was Operating in Trading Activities
At Motijug House, 1 Auckland Place, Kolkata, West Bengal, India, 700017 (Regd. Office Address)
(Under Sub-Regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Borad of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

Sl. No.	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/LLP No.	**Motijug Agencies Limited CIN : U51909WB1945PLC012440 PAN : AACCM1667J**
2.	Address of the registered office	Motijug House, 1 Auckland Place, Kolkata, West Bengal, India, 700017
3.	URL of website	Nil
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	In absence of information from CD, no major fixed assets could be identified
5.	Installed capacity of main products / services	Nil
6.	Quantity and value of main products / services sold in last financial year	As per Audited Financial Statement for FY 2023-24 (last available), revenue from operation is Nil
7.	Number of employees / workmen	Nil
8.	Further details including last available financial statements (with schedules) of two years, list of creditors are available at URL :	EOI to be submitted in the manner enumerated in the 'Detailed Invitation for EOI' document. The Detailed Invitation for EOI containing the relevant dates; Audited Financial Statement for FY 2022-23 and FY 2023-24 can be obtained by sending email to **motijug.ibc@gmail.com** and the List of Creditors can be viewed from IBBI webportal **(www.ibbi.gov.in)**.
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the code is available at URL:	Eligibility Criteria is included in the 'Detailed Invitation for EOI' document which can be obtained by sending email to **motijug.ibc@gmail.com**
10.	Last date for receipt of expression of interest	22.04.2025
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	02.05.2025
12.	Last date for submission of objections to provisional	07.05.2025
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	17.05.2025
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	22.05.2025
15.	Last date for submission of resolution plans	21.06.2025
16.	Process email id to submit Expression of Interest	motijug.ibc@gmail.com
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	Not Available

Sd/-
CA Santanu Brahma
Resolution Professional of Motijug Agencies Ltd. (in CIRP)
IBBI Reg. No. : IBBI/IPA-001/IP-P-01482/2018-19/12251 (AFA ivalid till 31.12.2025)
AH -276, Salt Lake, Sector-II, Kolkata - 700091, West Bengal
for M/s. Motijug Agencies Ltd.
Kolkata, the 7th day of April, 2025

ফর্ম নং ৩
[দ্রষ্টব্য রেগুলেশন ১৩(১)(এ)]
ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল শিলিগুড়ি
৩য় তল, পিসিএম টাওয়ার, সেবক রোড, শিলিগুড়ি - ৭৩৪০০১ (পশ্চিমবঙ্গ)

কেস নং : ওএ/২/২০২৫
উক্ত আইনের ধারা ১৯-এর উপধারা (৪) এবং তৎসহ পঠিত ১৯৯৩ সালের ডেটস রিকভারি ট্রাইব্যুনাল (প্রসিডিউর) রুলসের রুল ৫ এর সাব-রুল (২এ) অধীনে সমন
এক্স. নং : ১১০৪
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া
বনাম
মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ এবং অন্যান্য
প্রতি
(১) মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ,
১২ বিলধর লেন, খাগড়া, পো : খাগড়া, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪২১০৩।
২) শ্রীমতি বন্ধুপ্রিয়া মুখার্জি,
স্বামী জয় মুখার্জি, অংশীদার- মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ, ২৬/১, ক্ষেত্রমণি রজকিনি লেন, খাগড়া, পো : খাগড়া, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০৩।
৩) শ্রী সঞ্জয় সাহা,
পিতা বীরেন্দ্র নাথ সাহা, অংশীদার মেসার্স ওম এন্টারপ্রাইজ, ১১/১ বিলধর লেন, ২২ পল্লি , বহরম পুর, পো : খাগড়া, থানা : বহরমপুর, জেলা : মুর্শিদাবাদ, পিন : ৭৪২১০৩।

সমন
যেহেতু, ওএ/২/২০২৫, **০৩/০৩/২০২৫** তারিখে মাননীয় প্রিসাইডিং অফিসার/ রেজিস্ট্রার-এর নিকট তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। যেহেতু মাননীয় ট্রাইব্যুনাল আইনের ধারা ১৯(৪) এর অধীনে উক্ত আবেদনের উপর সমন/নোটিস জারি করছেন, (ওএ) আপনাদের বিরুদ্ধে **২০০১০১৫.৩২ টাকা** (নথিপত্রের অনুলিপি সহ আবেদনপত্র সংযুক্ত করা হয়েছে) ঋণ পুনরুদ্ধারের জন্য দায়ের করা হয়েছে।
আইনের ১৯ ধারার উপ-ধারা (৪) অনুসারে, আপনাদের, বিবাদীগণকে নিম্নরূপ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে :-
(ক) সমন জারির ত্রিশ দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর জন্য কেন আবেদন মঞ্জুর করা হবে না;
(খ) আপনাদের সংশ্লিষ্ট জামিনদত্ত সম্পদ এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সংশ্লিষ্ট সম্পত্তিসমূহ যা ক্রম নং ৩এ তে উল্লিখিত মূল দরখাস্তের সহিত সংযুক্ত করবেন,
(গ) আপনারা কোনওভাবেই বিক্রয়, ইজারা বা অন্যভাবে সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত সংশ্লিষ্ট সম্পদ যা জামিনদত্ত এবং/বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঘ) আপনারা সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট অধীনে বিক্রয় মাধ্যমে যেমন জামিনদত্ত সম্পত্তি এবং অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সমূহ সাধারণ ব্যবসায়িক কাজকর্ম ব্যতীত এবং আমানত যেমন বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন সংশ্লিষ্ট আদায়ের ক্ষেত্রে হিসেব রক্ষণাবেক্ষণ ব্যাঙ্কের সহিত অথবা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের সহিত জামিনদত্ত সম্পদের বিষয়ে ক্রম ৩এ তে উল্লিখিত মূল ট্রাইব্যুনালের নিকট পূর্ব অনুমতি ব্যতীত সম্পাদন করা থেকে বিরত থাকবেন।
(ঙ) আপনারা বিক্রয় প্রক্রিয়াধীন থেকে উশুল করা জামিনদত্ত সম্পদ বা অন্যান্য সম্পদ এবং সম্পত্তি সাধারণ ব্যবসায়িক ক্ষেত্র ব্যতীত এবং সংশ্লিষ্ট বিক্রয় প্রক্রিয়ার পরিমাণ ব্যাঙ্ক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠানের নিকট জামিনদত্ত হিসেবে ব্যবস্থিত বিক্রয় পরিমাণ দাখিল করবেন।
আবেদনকারীকে দেওয়া একটি অনুলিপি সহ লিখিত বিবৃতি দাখিল করতে এবং **০২.০৫.২০২৫** তারিখে **সকাল ১০.৩০টায় রেজিস্ট্রারের** কাছে উপস্থিত হওয়ার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। ব্যর্থ হলে আপনার অনুপস্থিতিতে আবেদনের শুনানি ও সিদ্ধান্ত গৃহীত হবে।
স্বহস্তে ট্রাইব্যুনালের সিলমোহর প্রদত্ত
তারিখ : ০২.০৪.২০২৫।
স্বা/-
অ্যাসিস্ট্যান্ট রেজিস্ট্রার
ডেটস রিকভারি ট্রাইবুনাল শিলিগুড়ি

আশিয়ানা হাউজিং লি.
CIN: L70109WB1986PLC040864
রেজিঃ অফিস : ৫এফ, এভারেস্ট, ৪৬/সি, চৌরঙ্গী রোড, কলকাতা-৭০০ ০৭১
মুখ্য দপ্তর : ইউনিট নং. ৪ ও ৫, ৪র্থ তল, সাউদার্ন পার্ক, প্লট নং ডি-২ সাকেত ডিস্ট্রিক্ট সেন্টার, নিউ দিল্লি-১১০ ০১৭
ওয়েবসাইট : www.ashianahousing.com
ই-মেল : investorrelations@ashianahousing.com

পাবলিক নোটিস

এতদ্দ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলকে জানানো হচ্ছে যে, কোম্পানি কোম্পানির শেয়ারহোল্ডারদের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় ইনডেমনিটি বন্ড ও হলফনামা সহ অনুরোধ গ্রহণ করেছেন, তাঁর হারিয়ে যাওয়া শেয়ার সার্টিফিকেটের পরিবর্তে শেয়ার সার্টিফিকেটের একটি প্রতিলিপি ইসুর জন্য, যার বিশদ এখানে নীচে দেওয়া হল :

ক্র. নং	নিবন্ধভুক্ত শেয়ারহোল্ডার -এর নাম	এল. এফ. নং	শেয়ার সার্টিফিকেট নং	স্বাতন্ত্র্যসূচক নং	শেয়ার সংখ্যা
১.	গীতা কোঠারি	০০১৫৯১১	৩০৪৭	৫৬৪১০০১-৫৬৪২৭৫০	১৭৫০

যেহেতু কোম্পানি ডুপ্লিকেট শেয়ার সার্টিফিকেট ইসুর প্রক্রিয়ারত, কোনও ব্যক্তির এই বিষয়টির উপর আপত্তি থাকলে, তাঁর আপত্তি, এই বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হওয়ার তারিখ থেকে ১৫ দিনের ভিতর কোম্পানিতে বা এর রেজিস্ট্রার মেসার্স বীটাল ফিনান্সিয়াল অ্যান্ড কম্পিউটার সার্ভিসেস প্রাঃ লিঃ, বীটাল হাউস, ৯৯, মদনগির, স্থানীয় শপিং সেন্টারের পিছনে, দাদা হরসুখ দাস মন্দির, নিউ দিল্লি-১১০ ০৬২ -এর কাছে।

আশিয়ানা হাউজিং লিঃ-এর পক্ষে
স্বা/-
নীতিন শর্মা
(কোম্পানি সেক্রেটারি)
স্থান: নিউ দিল্লি
তারিখ: ৫ এপ্রিল ২০২৫

FORM G
INVITATION FOR EXPRESSION OF INTEREST FOR MACHINE WORKS (INTERNATIONAL) LIMITED - IN CIRP
Was Operating in Manufacturing and Trading Activities
At Motijug House, 1 Auckland Place, Kolkata, West Bengal, India, 700017 (Regd. Office Address)
(Under Sub-Regulation (1) of regulation 36A of the Insolvency and Bankruptcy Borad of India (Insolvency Resolution Process for Corporate Persons) Regulations, 2016)

Sl. No.	RELEVANT PARTICULARS	
1.	Name of the corporate debtor along with PAN & CIN/LLP No.	**Machine Works (International) Limited CIN : U02720WB1984PLC037812 PAN : AABCM7407P**
2.	Address of the registered office	Motijug House, 1 Auckland Place, Kolkata, West Bengal, India, 700017
3.	URL of website	Nil
4.	Details of place where majority of fixed assets are located	As per the Audited Financial Statement for FY 2023-24 (last available), Corporate Debtor has assets situated at (i) Tangra, Kolkata, WB, (ii) Bhadreswar, Hooghly, (iii) Panchanantala, Sanpur, Dasnagar, Opp. Netaji Subhas High School, Howrah 711105, Dasnagar, Howrah and (iv) Motijug House, 1 Auckland Place, Kolkata 700017. (except first floor of the Rear Building) *(Note : In absence of information from CD, the details address of asset mentioned at (i) and (ii) could not be provided)*
5.	Installed capacity of main products / services	Nil
6.	Quantity and value of main products / services sold in last financial year	As per Audited Financial Statement for FY 2023-24 (last available), revenue from operation is INR 31.54 lakhs.
7.	Number of Employees / Workmen	As per information obtained from EPFO web portal (www.epfindia.gov.in), there are 2 employees of the CD.
8.	Further details including last available financial statements (with schedule) of two years, list of creditors are available at URL :	EOI to be submitted in the manner enumerated in the 'Detailed Invitation for EOI' document. The Detailed Invitation for EOI containing the relevant dates; Audited Financial Statement for FY 2022-23 and FY 2023-24 can be obtained by sending email to **machineworks.ibc@gmail.com** and the List of Creditors can be viewed from IBBI webportal **(www.ibbi.gov.in)**.
9.	Eligibility for resolution applicants under section 25(2)(h) of the code is available at URL :	Eligibility Criteria is included in the 'Detailed Invitation for EOI' document which can be obtained by sending email to **machineworks.ibc@gmail.com**
10.	Last date for receipt of expression of interest	22.04.2025
11.	Date of issue of provisional list of prospective resolution applicants	02.05.2025
12.	Last date for submission of objections to provisional list	07.05.2025
13.	Date of issue of final list of prospective resolution applicants	17.05.2025
14.	Date of issue of information memorandum, evaluation matrix and request for resolution plans to prospective resolution applicants	22.05.2025
15.	Last date for submission of resolution plans	21.06.2025
16.	Process email id to submit Expression of Interest	machineworks.ibc@gmail.com
17.	Details of the corporate debtor's registration status as MSME	Not Available

Sd/-
CA Santanu Brahma
Resolution Professional of Machine Works (International) Ltd. (in CIRP)
IBBI Reg. No. : IBBI/IPA-001/IP-P-01482/2018-19/12251 (AFA valid till 31.12.2025)
AH-276, Salt Lake, Sector-II, Kolkata - 700091, West Bengal
for M/s. Machine Works (International) Ltd.
Kolkata, the 7th day of April, 2025

SBI | **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**
স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ, বর্ধমান
উল্লাস গেট নং ১, বর্ধমান - ৭১৩১০৪, ইমেল ঃ **sbi.14817@sbi.co.in**
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত ঃ নাম ঃ অভিজিৎ চক্রবর্তী, ইমেল আইডি ঃ **sbi.14817@sbi.co.in**, মোবাইল নং ঃ ৯৬৭৪৪৫৮৮৮৮

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি
[রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৮(৬) সংস্থান দ্রষ্টব্য]
স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৯(১) তৎসহ পঠিত রুল ৬(২) সংস্থান অধীনে

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় ঃ তারিখ ঃ ২৫.০৪.২০২৫
সময় ঃ ২৪০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৩টে পর্যন্ত ৫ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ
সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ ঃ ১৭.০৪.২০২৫ সময় : সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টে পর্যন্ত

সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) এর প্রতি বিশেষভাবে বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে নির্ধারিত ঋণদাতার নিকট নিম্নোক্ত বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পত্তি **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার** কর্তৃক স্বত্ব দখলীকৃত এবং তা বিক্রয় করা হবে **'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যেখানে যেমন অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে ২৫.০৪.২০২৫** সকাল ১১টা থেকে দুপুর ৩টার মধ্যে।

ক্রম নং ০১
[দ্রষ্টব্য সংস্থান রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১)]
সংশ্লিষ্ট **৬৫,৯৮,০০০.০০ টাকা ২৭.০৯.২০২১** অনুযায়ী পরবর্তী সুদ, অন্যান্য ব্যয় এবং শুল্ক জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া **মেসার্স বালাজি এন্টারপ্রাইজ, স্বত্বা - শ্রীমতী প্রীতি সাহা**-র কাছ থেকে আদায় সম্পর্কিত।
সংরক্ষিত মূল্য ঃ
৯.৩০ লাখ টাকা এবং বায়না জমা ৯৩,০০০.০০ টাকা
ডাক বর্ধিতকরণ পরিমাণ **১০,০০০.০০ টাকা**
(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)
ফ্ল্যাট নং ''সি", ৫৪১ বর্গফুট, এসবিইউএ (৪৩৩ বর্গফুট বিইউএ)একতলায় 'প্রিতম অ্যাপার্টমেন্ট', উত্তর দিকে, হোল্ডিং নং ২৭৭, ডি সি আর রোড,ওয়ার্ড নং ১৩, চন্দননগর পুরসভা, পো এবং থানা : চন্দননগর, জেলা : হুগলি, পশ্চিমবঙ্গ, পিন : ৭১২১৩৬, মৌজা : চন্দননগর, জেএল নং ০১, এলআর প্লট নং ২০২ এবং ২০৪, এলআর খতিয়ান নং ৪৮, ৬১৯, ১১২৯ এবং ১৫০১। জমির শ্রেণি : বাস্তু।
সম্পত্তি স্বত্ব দখলীকৃত

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://ebkray.in** এবং/বা **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
তারিখ ঃ ০৭.০৪.২০২৫
স্থান ঃ বর্ধমান
অনুমোদিত অফিসাব
এসবিআই, স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি শাখা, বর্ধমান

SBI | স্ট্রেসড অ্যাসেটস রিকভারি ব্রাঞ্চ (০৫১৭১), কলকাতা
১২তম তল, জীবনদীপ বিল্ডিং, ১ মিডলটন স্ট্রিট,
কলকাতা - ৭০০০৭১, শাখার ইমেল আইডি : **sbi.05171@sbi.co.in**
ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : তনুশ্রী চৌধুরী, ই-মেল আইডি : **sbi.05171@sbi.co.in**, মোবাইল নং : ৯৬৭৪৭১৩৭৬৩

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রির জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি [রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান দ্রষ্টব্য]

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন অধীনে ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ স্থাবর সম্পদের বিক্রয়। নিম্নস্বাক্ষরকারী স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত অফিসার হিসেবে নিম্নোক্ত সম্পত্তি(গুলি) সারফেসি আইনের ১৩(৪) ধারা অধীনে স্বত্ব দখল করেছেন। সাধারণের অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে ই-নিলাম (২০০২ সালের সারফেসি আইন অধীনে) সংশ্লিষ্ট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সমূহ নিম্নোক্ত মতে ব্যাঙ্কের বকেয়া আদায়ের জন্য বিক্রয় করা হবে 'যেখানে যেমন আছে', 'যেখানে যা আছে' এবং 'যে অবস্থায় আছে' ভিত্তিতে।

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ০২.০৫.২০২৫
সময় : ৩০০ মিনিট বেলা ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত প্রত্যেকটি ডাকের জন্য ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ সহ

এতদ্বারা সাধারণের প্রতি সাধারণভাবে এবং ঋণগ্রহীতা(গণ) এবং জামিনদাতা(গণ) কে বিশেষভাবে অবগত করা হচ্ছে জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বন্ধকদত্ত/দায়বদ্ধ নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি যা স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া জামিন অধীনে ঋণদাতার অনুমোদিত অফিসার কর্তৃক **স্বত্ব দখলীকৃত** ০২.০৫.২০২৫ 'যেখানে যেমন আছে', যেখানে যা আছে' এবং'যেখানে যে অবস্থায় আছে' বিক্রি করা হবে **১৩,৮৮,৮২৯.০০ টাকা (২৪.১২.২০১২ অনুযায়ী এবং পরবর্তী সুদ ২৫.১২.২০১২ থেকে কার্যকর মতে)** জামিন অধীনে ঋণদাতার নিকট বকেয়া আদায় করা হবে **শ্রী আবদুল ছাত্তার,** পিতা প্রয়াত সালারুদ্দিন, গ্রাম - সানেবেরিয়া, পো. মুদিয়াহাট, থানা - বারাসত, জেলা - ২৪ পরগনা (উত্তর), পিন - ৭০০১২৮ কাছ থেকে।

ক্রম নং	(জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ)	ক) সংরক্ষিত মূল্য খ) ইএমডি পরিমাণ গ) ডাক বাড়ানোর পরিমাণ
১.	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাণ আনুমানিক ৯ শতক, মৌজা : সানবেড়িয়া বাদা, জেএল নং ১৯২, তৌজি নং ১৪৬, খতিয়ান নং ১৭৩৩/১, দাগ নং ১২১৯/১৫১১, ১২১৯/১৫১২, ১২১৯ এবং ৬০৪, বুক নং ১, ভলুম নং ১, পৃষ্ঠা ১২৮ থেকে ১৪০, **উল্লেখ্য দলিল নং ০০১৬১-২০০৯ সালের,** এডিএসআরও বারাসত , কীর্তিপুর ১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন, থানা : শাসন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা, **সম্পত্তির চৌহদ্দি :** উত্তরে : গোলাম বারি মোল্লা; দক্ষিণে : আবদুল ছামাদ মোল্লা,; পূর্বে : আবদুল বারিক মোল্লা ; পশ্চিমে : জমির মালিক। **সম্পত্তি আবদুল ছাত্তার মোল্লা,** পিতা প্রয়াত সালাউদ্দিন এর নামে, গ্রাম সানবেড়িয়া, পো : মুদিয়াহাট, থানা : শাসন, জেলা : উত্তর ২৪ পরগনা। **দ্রষ্টব্য : টিএ/১৪৭/২০১৫, দাখিলকৃত ডিআরটি-৩।**	ক) ৯,৪৪,০০০.০০ টাকা খ) ৯৪,৪০০.০০ টাকা গ) ১০,০০০.০০ টাকা

পর্যবেক্ষণের তারিখ : ২৪.০৪.২০২৫ | **সম্পত্তি আইডি : SBIN77810630746** | যোগাযোগ নং ৯৬৭৪৭২০৪৫৬

ক) বিক্রয়ের বিশদ নিয়ম এবং শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইট **www.sbi.co.in** এবং নির্দিষ্ট ই-নিলামের জন্য নির্দিষ্ট লিঙ্কে দেওয়া লিঙ্কটি দেখুন **https://BAANKNET.com**
খ) ইচ্ছুক দরদাতা/গণ তার ইএমডির পরিমাণ **PSB Alliance Pvt. Ltd.** সাথে রক্ষণাবেক্ষণ করা তার বিডার অ্যাকাউন্টে তৈরি করা চালানের মাধ্যমে স্থানান্তর করতে হবে। নিলামের তারিখের আগে তার ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট থেকে **NEFT/RTGS** স্থানান্তর করে। কোনও জিজ্ঞাস্য থাকলে অনুগ্রহ করে **support.baanknet@psballiance.com** বা ৮২৯১২২০২২০ যোগাযোগ করুন

তারিখ : ০৭.০৪.২০২৫
স্থান : কলকাতা
সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে কোনও বিতর্কের সৃষ্টি হলে ইংরাজি মাধ্যমকেই সঠিক গণ্য করতে হবে
অনুমোদিত অফিসার
স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

Bank of Baroda | **এম.জি. রোড বজবজ শাখা**
৫২৫, এম.জি. রোড, বজবজ, কলকাতা-৭০০ ১৩৭
ফোন নং- (০৩৩) ২৪৭০-৫১০৮/১৫৬৬।
ইমেইল: **dbbudg@bankofbaroda.com**
পরিশিষ্ট-৪, [রুল-৮(১)]
দখল বিজ্ঞপ্তি
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

এ/সি নং- ৮১৩০০৬০০০০০১৩ এবং ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি নং- ৮১৩০০৫০০০০০১৪
যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী, **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, এম.জি. রোড, বজবজ শাখার** অনুমোদিত আধিকারিক হিসেবে, সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ অধীনে এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস ২০০২-এর রুল ৩-এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩(১২) অধীনে অর্পিত ক্ষমতাবলে **২৮.০১.২০২৫** তারিখে দাবি বিজ্ঞপ্তি প্রদানপূর্বক ঋণগ্রহীতা মেসার্স হীরা উদ্যোগ, স্বত্বাধিকারী- **মিস সুমেরা খাতুন এবং মহঃ মইজুদ্দৌলা মল্লিক (জামিনদার), উভয়েরই বাসস্থান-** হাসনেচা, পোস্ট অফিস চক কাশিপুর, নোদাখালি, বজবজ, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৭, **জনাব জাকির হোসেন খান, (জামিনদার),** পিতা- মহঃ ফায়জল আলী খান, মৌজা- আচিপুর গ্রাম, থানা- বজবজ, জেলা- ২৪ পরগনা (দক্ষিণ) পশ্চিমবঙ্গ ৭০০১৩৭ -কে আহ্বান জানিয়ে নোটিসে উল্লিখিত **২০,০১,৩৭৬.০৮/- টাকা (কুড়ি লক্ষ এক হাজার তিনশো ছিয়াত্তর টাকা এবং আট পয়সা মাত্র) ০৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী** বর্তমান তারিখ পর্যন্ত উক্ত বিজ্ঞপ্তি গ্রহণের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে পরিশোধ করতে বলেন।
ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ টাকার অঙ্ক পরিশোধ করতে ব্যর্থ হওয়ায়, বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাকে ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে উল্লিখিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন উক্ত অ্যাক্টের রুল ৮ এবং ৯-এর সঙ্গে পঠিত উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩ -এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৫ এপ্রিল, ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদারগণ ও সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই বিষয় সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওপ্রকার লেনদেনে **২০,০১,৩৭৬.০৮/- টাকা (কুড়ি লক্ষ এক হাজার তিনশো ছিয়াত্তর টাকা এবং আট পয়সা মাত্র) ০৮.০১.২০২৫ অনুযায়ী** বর্তমান তারিখ পর্যন্ত তদুপরি আরও সুদ সহ খরচ, চার্জ আনুষঙ্গিক ব্যয় **ব্যাঙ্ক অফ বরোদা, এম.জি. রোড, বজবজ শাখা** -এর ধার্য সাপেক্ষ হবে।
ঋণগ্রহীতাগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হতে।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ

১. মৌজা - আচিপুর গ্রাম, জে.এল. নং - ৪৪, তৌজি নং - ৩৪৪, খতিয়ান নং - ৩৮০, দাগ নং ২৫৬, থানা এবং এস.আর.ও. - বজবজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **১৯৯১ সালের দলিল নং আই-১৬৯৯। সম্পত্তিটি জনাব জাকির হোসেন, পিতা- মহঃ ফায়জল আলী খানের নামে আছে।**
২. মৌজা - আচিপুর গ্রাম, জে.এল. নং - ৪৪, তৌজি নং - ৩৪৪, খতিয়ান নং - ৩৮০, দাগ নং ২৫৬, থানা এবং এস.আর.ও. - বজবজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **১৯৯১ সালের দলিল নং আই-১৭০০। সম্পত্তিটি জনাব জাকির হোসেন, পিতা- মহঃ ফায়জল আলী খানের নামে আছে।**
৩. মৌজা - রাজীবপুর গ্রাম, জে.এল. নং - ৪৩, তৌজি নং - ৩৪৩, খতিয়ান নং - ৫৪৫, দাগ নং - ৩৪২, থানা এবং এস.আর.ও. - বাজবজ, জেলা - দক্ষিণ ২৪ পরগনায় অবস্থিত জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক। **১৯৯১ সালের দলিল নং - আই-১৭৬২। সম্পত্তিটি জনাব জাকির হোসেন, পিতা- মহঃ ফায়জল আলী খানের নামে আছে।**
সম্পত্তিটি নিম্নলিখিত ভাবে চতুর্দিক পরিবেষ্টিত: উত্তরে- মুখার্জি বাড়ি, **দক্ষিণে-** বি. সাধুখাঁর দোকান, **পূর্বে-** আচিপুর ট্রান্সফার রোড, **পশ্চিমে-** পুকুর।

তারিখ: ০৫.০৪.২০২৫
স্থান: বজবজ, দক্ষিণ ২৪ পরগনা
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

SBI | **এসবিআই ইন্দা শাখা (০৫১৫৫)**
ও.টি. রোড, পোঃঅঃ- ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর,
পিন- ৭২১৩০৫, ই-মেল: **sbi.05155@sbi.co.in**
গাড়ি নিলাম

অনুমোদিত অফিসারের বিশদ : নাম : শ্রী হীরক কুমার ঘোষ, মোঃ- ৮৩৭৩০৫৩৬৪০, ই-মেল: **sbi.05155@sbi.co.in**

ব্যাঙ্কের কাছে হাইপোথিকেটেড পুরানো বাজেয়াপ্ত গাড়ি / যানবাহনগুলি ২২.০৪.২০২৫ **(মঙ্গলবার)** তারিখ উন্মুক্ত নিলামে বিক্রি করা হবে। উন্মুক্ত নিলাম অনুষ্ঠিত হবে **সকাল ১১:০০টা থেকে ২:০০ টা পর্যন্ত এসবিআই ইন্দা শাখা, পোঃঅঃ- ইন্দা, খড়গপুর, পশ্চিম মেদিনীপুর, পিন-৭২১৩০৫ -তে, যোগাযোগ নং- ৮৩৭৩০৫৩৬৪০ / ৯৭৩২৬৪৭০৯৫।**
গাড়ির বিশদ :

ক্র. নং	গাড়ির বিবরণ	পরিদর্শনের তারিখ এবং সময়	নির্মাণের বর্ষ	বিড বর্ধিত মূল্য টাকায়	সংরক্ষিত মূল্য (টাঃ)
১.	মডেল এবং তৈরি: টাটা মোটরস লিঃ, **Tata Altroz XZ 1.2 RTN BS6**, রেজিঃ নং.: **WB-36H-2900**, রেজিঃ তারিখ: ০৭.০৭.২০২০, ইঞ্জিন নং **REVTRN10PPYK97672**, চেসিস নং: **MAT632115LPAF0643**, মালিকের নাম: সৌমেন্দু ভাঞ্জা	১৬.০৪.২০২৫ (বুধবার) সকাল ১১:০০টা থেকে বিকেল ৪টার মধ্যে	২০২০	২০০০.০০ টাকা	২,৮৮,১১১.০০ টাকা (জিএসটি সহ)

দ্রষ্টব্য : এই দামগুলি প্রযোজ্য হার অনুসারে জিএসটি অন্তর্ভুক্ত
গাড়ি **'যেখানে যেমন আছে' এবং 'যা যেমন আছে'** অবস্থার ভিত্তিতে নিলাম করা হবে।
ক) ইচ্ছুক ক্রেতারা, নির্ধারিত নিদর্শে তাঁদের অফার জমা দেবেন তৎসহ মজুত মূল্যের **(ইএমডি ২৮,৮১১.১০ টাকা)** ন্যূনতম ১০% সমতুল্য বায়না জমার অঙ্ক, **ব্যাঙ্ক ড্রাফট/ব্যাঙ্কার্স চেক মাধ্যমে** যা **"এসবিআই ইন্দা শাখা"-র অনুকূলে ২১.০৪.২০২৫** তারিখে **বিকেল ৩:০০টা** পূর্বে নিলামস্থলে। **নগদ গৃহীত হবে না।** তাঁদের আরও অনুরোধ করা হচ্ছে, সঠিক মূল পরিচয় প্রমাণক ও পরিচয় প্রমাণকের যথেষ্ট পরিমাণে জেরক্স কপি আনতে হবে তৎসহ "বিড' অ্যাপ্লিকেশন ফর্ম" জমা করা হবে নিলাম স্থলে। সফল ডাকদাতাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে দুটি পাসপোর্ট মাপের রঙিন ছবি আনার জন্য সেই সময়, যখন ব্যাঙ্ক থেকে 'বিক্রি শংসাপত্র" প্রদান করা হবে, সম্পূর্ণ "বিড"-এর মূল্য প্রদানের বিনিময়ে।
খ) সংরক্ষিত মূল্যের নীচে ডাক দানের অফার বিবেচনার জন্য গৃহীত হবে না।
গ) ডাকদান সম্পূর্ণ হওয়ার পর, ব্যাঙ্ক শুধুমাত্র যোগ্য ক্ষেত্রেই বিক্রি নিশ্চিত করবে এবং তা লিখিতভাবে জানানো হবে নিলামের তারিখ থেকে ৭ দিনের ভিতর, সফল ডাকদাতাদের।
ঘ) ব্যাঙ্ক কর্তৃক ঘোষিত মতো সফল ডাকদাতাকে নিলাম মূল্যের পুরো টাকাটাই জমা করতে হবে, **ডিমান্ড ড্রাফট** দ্বারা, ব্যাঙ্কে বায়না জমার টাকা বাদ দিয়ে, বিক্রি নিশ্চিতকরণ পত্র গ্রহণের **৭ দিনের ভিতর। কোনও প্রকার বিধিবদ্ধ দেয় যেমন পথ কর, বীমা, আরটিও-র মাধ্যমে মালিকানা পরিবর্তন ইত্যাদি ক্রেতাকেই বহন করতে হবে।**
ঙ) কোনও কারণ না দর্শিয়েই সকল বা যে কোনও অফার গ্রহণ বা বর্জন করা এবং নিলাম স্থগিত/বিলম্বিত করার অধিকার ব্যাঙ্ক কর্তৃক সংরক্ষিত।
চ) গাড়ির রেজিস্ট্রেশন ডাকদাতার দায়িত্ব। সংশ্লিষ্ট শাখা গাড়ি ও সম্পর্কিত কাগজপত্রাদি চালান দেবে, ডাকদানের সম্পূর্ণ টাকার অঙ্ক দেওয়ার পর। **"এসবিআই, ইন্দা শাখা"** বা অফিসার **কোনও ভাবেই দায়ী নয়,** ডাকদাতার নামে গাড়ির চূড়ান্ত রেজিস্ট্রেশনের জন্য।

তারিখ : ০৭.০৪.২০২৫
স্থান : ইন্দা, পশ্চিম মেদিনীপুর
অনুমোদিত অফিসার,
এসবিআই ইন্দা শাখা

Bank of Baroda | **এম.জি. রোড বজবজ শাখা**
৫২৫, এম.জি. রোড বজবজ, কলকাতা-৭০০১৩৭
ফোন নং- (০৩৩) ২৪৭০-৫১০৮/১৫৬৬।
ইমেইল: **dbbudg@bankofbaroda.co.in**
ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি

পরিশিষ্ট -এ
স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি "পরিশিষ্ট -৪-এ" [রুল ৬(২) এবং ৮ (৬) এর বন্দোবস্ত দেখুন]
সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৬ (২) এবং ৮ (৬) এর বন্দোবস্তের সঙ্গে পঠিত সিকিউরিটিজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ -এর অধীনে স্থাবর সম্পদের ই-অকশন বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি।
সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতাগণ, জামিনদারগণ এবং বন্ধকদাতাগণকে নিম্নবর্ণিত সম্পত্তি যা সুরক্ষিত ক্রেডিটারের কাছে বন্ধকীকৃত চার্জড আছে যার দখল সুরক্ষিত ক্রেডিটর ব্যাঙ্ক অফ বরোদার অনুমোদিত আধিকারিক নিয়েছেন তা **"যেখানে যেমন আছে", "যা যেমন আছে"** এবং **"সেখানে যা কিছু আছে"** ভিত্তিতে বিক্রয় করা হবে নিম্নবর্ণিত অ্যাকাউন্টসমূহ থেকে বকেয়া আদায়ের উদ্দেশ্যে। ঋণগ্রহীতা(গণ), বন্ধকদাতা(গণ) এবং জামিনদার (গণ)/সুরক্ষিত সম্পদ/বকেয়া/সংরক্ষিত মূল্য/ই-অকশন, তারিখ ও সময়, ইএমডি এবং দর বৃদ্ধির পরিমাণের বিবরণ নীচে উল্লেখ করা হল :

ক্র. নং	ঋণগ্রহীতা(গণ)/ জামিনদার(গণ)/বন্ধকদাতা(গণ) -এর নাম ও ঠিকানা	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা, যদি থাকে সহ স্থাবর সম্পত্তির বিস্তারিত বিবরণ	মোট বকেয়া	ই-অকশনের তারিখ ও সময়	রিজার্ভ মূল্য / ইএমডি পরিমাণ / বিড বৃদ্ধির পরিমাণ	দখলের অবস্থা (প্রতীকী / বাস্তবিক)	সম্পত্তি পরিদর্শনের তারিখ ও সময়
১.	**শ্রী সৌরভ ঘোষ শ্রীমতী বিউটি ঘোষ দুজনেরই বাসস্থান- বিমলা অ্যাপার্টমেন্ট,** দক্ষিণ শ্যামপুর, বজবজ মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৩৭	**সীমানা সহ সুরক্ষিত সম্পদের বর্ণনা:-** জি+৪ তলা বিল্ডিং -এর ১ম ফ্লোরে স্বয়ংসম্পূর্ণ আবাসিক ফ্ল্যাটের এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকলের ন্যায়সঙ্গত বন্ধক যার হোল্ডিং নং এফ২-১৮৭/১৩/১.এফ২-১৮৮/১৩/২.এফ২-১৮৬/১২/৩৪-বিবিটি রোড, **ফ্ল্যাট নং ১বি** সুপার বিল্ট আপ এলাকা **৭৬০ বর্গ ফুট** মৌজা- শ্যামপুরে জি+৪ বিল্ডিং -এ, দাগ নং ৮৮৯ (আরএস), ১১০৯ (এলআর), খতিয়ান নং ৬৩৯,৬৩৪, ১০৭৭, জেএল নং ৪৬, মহেশতলা পৌরসভার অধীনে ওয়ার্ড নং ৩৫, থানা- মহেশতলা, মূল ডিড অফ কন্‌ভেয়েন্স **০৬৭৯৭/২০০৯ তারিখ- ১৮.০৬.২০০৯।** **এখানে বর্ণিত সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :- উত্তরে-** বজ বজ ট্রাঙ্ক রোড, **দক্ষিণে-** কমন প্যাসেজ, **পূর্বে-** কমন প্যাসেজ, **পশ্চিমে-** শ্রী মদন দত্ত। **সম্পত্তিটি শ্রীমতী বিউটি ঘোষের নামে আছে।**	৯,৭৩,১৪৭/- টাকা (নয় লক্ষ তিয়াত্তর হাজার একশো সাতচল্লিশ টাকা মাত্র) ০২.১০.২০২৪ তারিখের হিসাবে এবং তদুপরি সুদ এবং চার্জ।	২০.০৫.২০২৫ দুপুর ২.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত	১৮.৫৬ লক্ষ টাকা / ১,৮৫,৬০০ টাকা / ১০,০০০/- টাকা	প্রতীকী	১৩.০৫.২০২৫ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৫.০০টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অফিসার মিস জয়তী দাস মোবাইল নং ৭২২৬৯২৭২৬৯ (পূর্বে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে)
২.	**মেসার্স ইন্টারন্যাশনাল ক্যাবিনেট স্বত্বাধিকারী- শচীন্দ্রনাথ সূত্রধর** পিতা-প্রয়াত সুশীল চন্দ্র সূত্রধর **জামিনদার: শ্রীমতী গীতা সূত্রধর** স্বামী- শচীন্দ্রনাথ সূত্রধর **জামিনদার: শ্রী শঙ্খ সূত্রধর,** পিতা- শ্রী শচীন্দ্রনাথ সূত্রধর **সকলেরই বাসস্থান:** উত্তর জগতলা, পোস্ট ও থানা- মহেশতলা, জেলা- দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ-৭০০১৪১	মৌজা-জগতলা গ্রাম খতিয়ান নং ৩৪৬, দাগ নং ৩৭১, জে.এল. নং ১৭, আরএস নং ৫৮, তৌজি নং ৬৬, থানা মহেশতলা এ.ডি.এস.আর.ও. বেহালা, মহেশতলা পৌরসভা, দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলায় অবস্থিত কমবেশি **১ কাঠা** বাস্তু ডাঙ্গা জমির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সকল, এখানে বর্ণিত সম্পত্তিটির চৌহদ্দি নিম্নরূপ :- **উত্তরে-** জীবন মুখার্জির জমি, **দক্ষিণে-** বজবজ রোড, **পূর্বে-** দিলীপ ব্যানার্জির জমি, **পশ্চিমে** - নারায়ণ চন্দ্র গাঙ্গুলির কারখানা। **সম্পত্তিটি শচীন্দ্রনাথ সূত্রধরের নামে আছে।**	১০,৪৭,৬০২.০৮/- টাকা (দশ লক্ষ সাতচল্লিশ হাজার ছয়শো দুই টাকা মাত্র) ২৫.০৯.২০০৬ তারিখের হিসাবে এবং তদুপরি সুদ এবং চার্জ।	২০.০৫.২০২৫ দুপুর ২.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৬.০০টা পর্যন্ত	১৮.৯৫ লক্ষ টাকা / ১,৮৯,৫০০ টাকা / ১০,০০০/- টাকা	প্রতীকী	১৩.০৫.২০২৫ বিকাল ৩.০০টা থেকে সন্ধ্যা ৫.০০টা পর্যন্ত সংশ্লিষ্ট অফিসার মিস জয়তী দাস মোবাইল নং ৭২২৬৯২৭২৬৯ (পূর্বে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিয়ে)

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে **https://www.bankofbaroda.in/e-auction/e-auction-notice** এবং **https://ebkray.in** -এ প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন। এছাড়াও, সম্ভাব্য দরদাতারা **অনুমোদিত অফিসার মিস জয়তী দাস** -এর সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন:- মোবাইল নম্বর ৭২২৬৯২৭২৬৯

তারিখ: ০৭.০৪.২০২৫
স্থান: বজবজ
অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ বরোদা

রাজ্যের পাশাপাশি বীরভূমেও মর্যাদার সঙ্গে উদযাপিত পুরুষোত্তম শ্রীরামচন্দ্রের জন্মতিথি ● রামনবমীতে শোভাযাত্রা কিছু খন্ড চিত্র

রেড রোজ ক্লাবের পরিচালনায় রামনবমী উপলক্ষে শোভাযাত্রায় সাধুসন্তরা।

সিউড়ি সুরিপুকুর পাড়ার রামনবমীর শোভাযাত্রায় পুরুষোত্তম শ্রী রামচন্দ্রর বিশাল মূর্তি।

রাম সবার। সিউড়িতে জেলা তৃণমূল কার্যালয় থেকে রামনবমীর শোভাযাত্রায় সাংসদ শতাব্দী রায়, বিধায়ক বিকাশ রায়চৌধুরী, পুরসভার চেয়ারম্যান উজ্জ্বল চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বিশাল শোভাযাত্রা।

সিউড়িতে রামনবমী উপলক্ষে অস্ত্র নিয়ে মিছিল।

সিউড়িতে রামনবমীর শোভাযাত্রায় রাজ্য বিজেপির সাধারণ সম্পাদক জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়।

রাম নবমী উপলক্ষে মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রামে জমজমাট

নিজস্ব প্রতিবেদন, মেদিনীপুর: রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুর ও ঝাড়গ্রাম জেলায় জাঁকজমকপূর্ণভাবে রামনবমী পালিত হয়েছে। রাস্তার মোড়ের মহাবীর মন্দিরগুলিতে সকাল থেকেই ভক্তদের ভিড় উপচে পড়েছে। বেরিয়েছে শোভাযাত্রা এবং মোটরসাইকেল র‌্যালি। বুলেট চালিয়ে মেদিনীপুর সদর ব্লকের গোপগড় থেকে ধেড়ুয়া পর্যন্ত ১৫ কিমি বাইক মিছিলে যোগ দেন বিজেপি নেতা দিলীপ ঘোষ।

সাংবাদিকদের তিনি বলেন, ভারতবর্ষে রাম রাজ্য প্রতিষ্ঠার কাজ শুরু হয়েছে। ২০৪৭ এর মধ্যে ভারত বিশ্বগুরু দেশ হবে। প্রতিবছর রামনবমীতে মানুষের উৎসাহ এবং উৎসবের সংখ্যা বাড়ছে। বিভিন্ন জায়গায় বাধা দেওয়ার খবর থাকলেও পুলিশের কাজ বাধা দেওয়া নয় উৎসব যাতে সুচারুভাবে হয় তার জন্য সহযোগিতা করা। ঝাড়গ্রাম, গোপীবল্লভপুর ও শিলদাতেও এদিন বেশ উদ্দীপনার সঙ্গে রামনবমী পালিত হয়েছে। ঝাড়গ্রাম এবং গোবিবল্লভপুরে বিজেপির জেলা সভাপতি তুফান মাহাতো ও রাজ্য কমিটির নেতা লক্ষ্মীকান্ত শিটের নেতৃত্বে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বের হয়েছে। গোপীবল্লভপুরে মহিলাদের ২০০ স্কুটি সহ ৬০০ মোটর সাইকেলের মিছিল বের হয়েছিল। পুলিশের কড়া নজরদারিতে দুই জেলাতেই শান্তিপূর্ণভাবে রামনবমী উৎসব পালিত হয়েছে।

পুলিশি নিরাপত্তায় রামনবমীর শোভাযাত্রা।

রামনবমীর শোভাযাত্রায় হিন্দুদের মিষ্টি মুখ করিয়ে নজির গড়লেন মুসলিমরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: একদিকে যখন রামনবমী নিয়ে উত্তাল রাজ্য রাজনীতি তখন সম্প্রীতির ছবি ধরা পড়ল কাঁকসায়। রবিবার রামনবমী উপলক্ষে পানাগড়ে শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়। এই শোভাযাত্রায় কাঁকসার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে মিছিল এসে যোগ দেয় পানাগড় বাজারের শোভাযাত্রায়। কাঁকসার মিনি বাজার থেকে একটি মিছিল পানাগড় বাজারের উদ্দেশ্যে যাওয়ার সময় কাঁকসার দানবাবার কাছে মিছিলে হাঁটা হিন্দুদের ঠান্ডা জল খাওয়ানোর পাশাপশি তাদের মুষ্টি মুখ করান মুসলিম সম্প্রদায়ের মানুষরা ও দানবাবা সেবা কমিটির সদস্যরা। এদিন এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত দানবাবা সেবা কমিটির সদস্য পিরু খান জানিয়েছেন, এটাই পানাগড় ও কাঁকসার ঐতিহ্য। এখানে সকল ধর্মের মানুষ সকলের উৎসবে সামিল হয়। সেটা ইদ হোক বা দুর্গাপুজো বা রাম নবমী। এটাই এখানকার রীতি। আর এই রীতি এই সম্প্রীতি চিরকাল অটুট থাকবে কাঁকসায়। এখানে ধর্ম যার যার উৎসব সবার। তাই কিছুদিন আগে যেমন ইদের দিনে হিন্দুরা তাদের

শুভেচ্ছা জানিয়েছিল তেমন রাম নবমীর দিনে তারাও রাম নবমীর উৎসবে সামিল হয়েছেন। অন্যদিকে এদিন হিন্দু মুসলিম শিখ ইসাই সকল ধর্মের মানুষ এক সঙ্গে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রাম নবমীর শোভাযাত্রায় হাঁটেন। প্রতি বছরের মতো এবছরও পানাগড়ের রণডিহা মোড় থেকে বিকালে শুরু হয় শোভাযাত্রা। রাম নবমী উপলক্ষে প্রতি বছরের মতো এবছরও রাম নবমী মহোৎসব কমিটির পক্ষ থেকে আয়োজিত শোভাযাত্রায় পানাগড় সহ আশেপাশের এলাকা থেকে হাজার হাজার মানুষ শোভাযাত্রায় যোগ দেয়। এদিন শোভাযাত্রায় কেউ সাজে হনুমান, তো কেউ সাজে রাম লক্ষ্মণ, মা সীতা। রাম নবমীর এই শোভাযাত্রা যাতে নির্বিঘ্নে সম্পন্ন হয় তাই আগে থেকেই পানাগড় বাজারে পুরাতন জাতীয় সড়কে সমস্ত যান চলাচল বন্ধ রাখা হয় ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে। পানাগড় বাজারের প্রতিটা গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় কড়া নজরদারিতে মোতায়েন ছিল কাঁকসা থানার পুলিশ ও কমব্যাট ফোর্স। এদিন শোভাযাত্রা পানাগড়ের রণডিহা মোড় থেকে শুরু করে পানাগড়ের দার্জিলিং মোড় ঘুরে রেলপার হয়ে রণডিহা মোড়ে শেষ হয়।

রামনবমীর মিছিলে অস্ত্র হাতে বিধায়ক

নিজস্ব প্রতিবেদন, বনগাঁ: বনগাঁ বাটার মোড়ে রামনবমীর মিছিলে গদা এবং অস্ত্র হাতে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার ও রাম ভক্তরা। উত্তর চব্বিশ পরগনার বনগাঁ বাটার মোড়ে রামনবমী পালন কমিটির উদ্যোগে রাম পুজোর আয়োজন করা হয়েছিল সেখানে উপস্থিত হয় বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার। মিছিল শুরুর আগেই অস্ত্র হাতে বিজেপি বিধায়ক ও রাম ভক্তরা। পরবর্তীতে বনগাঁ শহর প্রদক্ষিণ করলেন অস্ত্র হাতে। এই বিষয়ে বনগাঁ দক্ষিণের বিজেপি বিধায়ক স্বপন মজুমদার জানিয়েছেন ধর্ম রক্ষা করতে আমরা আজ অস্ত্র হাতে রাস্তায় নেমেছি। আমরা শান্তিপূর্ণভাবে অস্ত্র হাতে এই রামনবমীর মিছিল করব।

শনিবার রামনবমীর দিন উলুবেড়িয়ার গঙ্গারামপুর থেকে কালীবাড়ি পর্যন্ত মিছিল হয় বিশ্ব হিন্দু পরিষদের উদ্যোগে।

জৌগ্রামে রামনবমীর শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে মমতাকে তোপ দাগলেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামালপুর: রবিবার রাম নবমী উপলক্ষে পূর্ব বর্ধমান জেলার জামালপুর থানার অন্তর্গত জৌগ্রাম এলাকায় ধর্মীয় শোভাযাত্রায় অংশ নেন বিজেপি নেতা রাহুল সিনহা। 'রামনবমী'র পবিত্র দিনটি উদ্‌যাপন করতে তিনি যোগ দেন বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রায়।

সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাহুল সিনহা বলেন, 'প্রত্যেক নাগরিকেরই নিজ নিজ ধর্ম পালনের অধিকার রয়েছে। আমরা সনাতনীরা রামচন্দ্রের জন্মতিথি যথাযোগ্য মর্যাদায় পালন করেছি পূর্ব বর্ধমানের জৌগ্রামে। দেশের অন্যান্য অংশের মতো এখানেও ধর্মীয় উৎসব উদ যাপিত হয়েছে মহা ধুমধামে।' তিনি বলেন, 'আমরা চাই সকলেই স্বাধীনভাবে ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান পালন করুন, কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে তা সম্ভব হয় না। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুধু চিৎকার করেন 'দাঙ্গা, দাঙ্গা, দাঙ্গা', কিন্তু বলেন না যে 'দাঙ্গা হবে না, হতে দেব না'। বরং তাঁর আচরণেই দাঙ্গাকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।' রাহুল সিনহার মন্তব্য, 'প্রত্যেক ধর্মের মানুষের নিজস্ব ধর্ম পালন করার সাংবিধানিক অধিকার আছে, সেটাই আমরা চাই, সেটাই আমাদের দাবি।' অন্যদিকে জামালপুরে জামালপুর ১ মণ্ডলের সভাপতি প্রধানচন্দ্র পালের নেতৃত্বে হারালা বিপদ তারিনী তলা থেকে থানা মোড় পর্যন্ত একটি বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। এই শোভাযাত্রায় বিজেপির একাধিক নেতৃত্ব সহ রাজ্য মহিলা মোর্চার এক্সিকিউটিভ মেম্বার সোনালী শেঠ, জেলার মহিলা মোর্চার সহ-সভাপতি হেনা রানি সহ অন্যান্য নেতৃত্বরা ছিলেন।

স্ত্রীকে কুপিয়ে খুন, গ্রেপ্তার স্বামী

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাগদা: স্ত্রীকে গলায় কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন স্বামীর, গ্রেপ্তার স্বামী। ঘটনাস্থলে বাগদা থানার পুলিশ। সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বানাতে বানাতে অন্য পুরুষের সঙ্গে সম্পর্ক তাই নিয়ে অশান্তি, দাবি গৃহবধূর বৃদ্ধা শাশুড়ির। উত্তর ২৪ পরগনার বাগদা থানা এলাকার কোলা গ্রামের বাসিন্দা অর্পিতা বিশ্বাস রবিবার সকাল বেলায় রান্নাঘরে রান্না করছিল হঠাৎ করে চিৎকার চেঁচামেচিতে প্রতিবেশীরা ছুটে এসে দেখে রান্নাঘরে লুকিয়ে রয়েছে অর্পিতা। কুড়ুল হাতে প্রসেনজিৎ। ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় অর্পিতা বিশ্বাসের (২৮)। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় বাগদা থানার পুলিশ। গ্রেপ্তার করে প্রসেনজিৎকে। পুলিশ সূত্রে খবর গলায় কুপিয়ে খুন করা হয়েছে। কি কারণে খুন তা খতিয়ে দেখছে বাগদা থানার পুলিশ। প্রসেনজিৎ বিশ্বাসের মায়ের দাবি সামাজিক মাধ্যমে ভিডিও বানাতে বানাতে অন্য পুরুষের সম্পর্ক হয়েছিল তার বউমার। বউমা মাঝেমধ্যেই ছেলেকে বলত ছেলের সংসার ছেড়ে সেই অন্য পুরুষের সঙ্গে সংসার করবে। মাঝেমধ্যেই ঝামেলা হত বাড়িতে। রবিবার সকালে বাড়িতে হঠাৎ চিৎকার চেঁচামেচি শুনে বাড়িতে এসে দেখে এই অবস্থা। ছেলের হাতে তিনি কুড়ুল দেখেছিলেন বলে জানিয়েছেন। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্যর স্বামী জানিয়েছেন, সামাজিক মাধ্যমে অন্য পুরুষের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল এই গৃহবধূর। মাঝেমধ্যেই ঝামেলা হত, প্রতিবেশীরা মাঝে বুঝিয়ে রেখে গিয়েছিল। রবিবার সকালে প্রসেনজিৎ বিশ্বাস কুড়ুল দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে স্ত্রীকে।

বন্ধ মেনটেনেন্স সানডে, প্রতিবাদে তৃণমূলের শ্রমিক সংগঠন কেকেএসসি'র বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, অন্ডাল: মেনটেনেন্স সানডে বন্ধ করেছে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ, তারই প্রতিবাদে শ্রমিক সংগঠন কয়লা খাদন শ্রমিক কংগ্রেসের তরফে কোলিয়ারির কাজ বন্ধ করে বিক্ষোভ দেখায়। ঘটনাটি ঘটেছে অন্ডালের সিদুলি কোলিয়ারিতে। কোলিয়ারির কয়লা খাদান শ্রমিক কংগ্রেসের সেক্রেটারি রঞ্জিত কুমার জানান, কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ গা জোয়ারি করে কোলিয়ারির মেনটেনেন্স সানডে বন্ধ করেছে। মেনটেনেন্স সানডে বন্ধ করার প্রতিবাদ কোলিয়ারির জেসিসি মিটিংয়ে করা হয়েছিল কিন্তু তা সত্ত্বেও কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষ মানতে নারাজ, বন্ধ করেছে মেনটেনেন্স সানডে। সে কারণেই রবিবার কোলিয়ারির জরুরি বিভাগে কর্মরত নিরাপত্তা রক্ষীদেরও কোলিয়ারি থেকে বের করে বিক্ষোভ দেখালো শ্রমিক সংগঠনের লোকেরা। তাদের দাবি অবিলম্বে কোলিয়ারি কর্তৃপক্ষকে মেনটেনেন্স সানডে চালু করতে হবে অন্যথায় তাদের আন্দোলন চলবে। এই বিষয়ে কোলিয়ারির ম্যানেজার একে চৌধুরী ক্যামেরার সামনে মুখ খুলতে নারাজ। তিনি জানান, এই বিষয়ে তার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ বলতে পারবে, তার বলার কোনও অধিকার নেই।

পুরসভার জঞ্জালের গাড়ির ধাক্কায় উত্তরপাড়ায় ২ বছরের শিশুর মৃত্যুর প্রতিবাদে পথ অবরোধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, উত্তরপাড়া: রামনবমীর দিন সকালে উত্তরপাড়া পুরসভার ২২ নম্বর ওয়ার্ডের কড়াই ফ্যাক্টরি এলাকায় ২ বছরের শিশুকে পিষে দিল পুরসভার আবর্জনা ফেলার গাড়ি! উত্তরপাড়া স্টেট জেনারেল হাসপাতালে নিয়ে এলে মৃত ঘোষণা করে চিকিৎসক। এরপরেই টিএন মুখার্জি রোড অবরোধ করে পরিবার ও স্থানীয় মানুষরা। পুরসভা সূত্রের খবর, পুলিশ ইতিমধ্যেই গাড়ি ও চালককে আটক করেছে। হাসপাতালে পৌঁছন পুলিশের উচ্চ পদস্থ আধিকারিক ও উত্তরপাড়া পুরসভার পুরপ্রধান দিলীপ যাদব।

বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য বাচ্চাটিকে যখন উত্তরপাড়া হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয় হাসপাতালে ডাক্তার শিশুটিকে ঠিকমতো না দেখে তারা বলে দেয় বাচ্চাটি মারা গিয়েছে। শুধু তাই নয় হাসপাতাল সুপারের দেখা পাওয়া যায়নি। আমরা ডাক্তারের দায়িত্বজ্ঞানহীনতার জন্য সাধারণ মানুষদের সই নিয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জমা দেব। ডাক্তারের শাস্তি চাই। হাসপাতালের সুপারের শাস্তি চাই। তাকে

হাসপাতালে ঠিকমতো পাওয়া যায় না, হাসপাতালে ঠিকমতো ট্রিটমেন্ট হয় না, ডাক্তারদের ব্যবহার খুব খারাপ এইসব নিয়ে আমরা তাদের শাস্তি চেয়ে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে নালিশ জানাব। আমরা উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ চাই। গাড়ির চালক গ্রেপ্তার হয়েছে। পুলিশ তদন্ত করছে।

এই প্রসঙ্গে উত্তরপাড়া পুরসভার চেয়ারম্যান দিলীপ যাদব জানালেন, ঘটনাটা খুবই দুঃখজনক। আমরা সবসময় ওই পরিবারের পাশে আছি। আইন আইনের পথে চলবে। হাসপাতালে ডাক্তারের গাফিলতির অভিযোগ পাওয়া গিয়েছে, আমরা খবর নেব সুপার কেন ছিলেন না। ডাক্তারের গাফিলতি মেনে নেওয়া যায় না। আমরা সব সময় ওই পরিবারের পাশে আছি ড্রাইভারের বিরুদ্ধে যা যা ব্যবস্থা নেওয়ার নেওয়া হবে।

শুভমনে জয়ের হ্যাটট্রিক

নিজস্ব প্রতিবেদন: গুজরাট টাইটান্সের মরসুম শুরু হয়েছিল হার দিয়ে। এরপর দুরন্ত কামব্যাক করেছে শুভমন গিলের নেতৃত্বাধীন টাইটান্স। মুম্বই ইন্ডিয়ান্স, রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর মতো টিমকে হারিয়েছে। আর গত দুই ম্যাচেই বোলিংয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ। ধারাবাহিকতা বজায় রাখলেন নিজের শহরেও। টস জিতে রান তাড়ার সিদ্ধান্ত নেন শুভমন গিল। আর ক্যাপ্টেনের সিদ্ধান্তকে সঠিক প্রমাণ করেন বোলাররা। বিশেষ করে মহম্মদ সিরাজ। নিজের শহরে ম্যাচ। ৪ ওভারে মাত্র ১৭ রান দিয়ে ৪ উইকেট। সানরাইজার্সকে চাপে ফেলেন সিরাজই। টাইটান্সের টার্গেট দাঁড়ায় ১৫৩। এ মরসুমে গুজরাট টাইটান্সের সবচেয়ে ধারাবাহিক ব্যাটার সাই সুদর্শন। ক্যাপ্টেন শুভমন গিলও অবদান রেখেছেন। গত ম্যাচে জস বাটলার দুর্দান্ত খেলেছিলেন। রান তাড়ায় ছন্দে থাকা সাইকে শুরুতেই হারায় টাইটান্স। সানরাইজার্সকে ব্রেক থ্রু

দেন সামি। যদিও নিজের পুরনো দলের বিরুদ্ধে তাঁর এক ধাক্কা যথেষ্ট ছিল না। ক্যাপ্টেন কামিন্স ফেরান বাটলারকে। শুভমনের সঙ্গে ক্রিজে যোগ দেন ওয়াশিংটন সুন্দর। ক্যাপ্টেনের সঙ্গে সুন্দর একটা পার্টনারশিপ গড়েন। জয়ের খুব কাছে গিয়ে আউট সুন্দর। তাঁর হাফসেঞ্চুরিও মিস হয়। ২৯ বলে ৪৯ করেন। ইমপ্যাক্ট পরিবর্ত হিসেবে নামা শেরফান রাদারফোর্ডকে সঙ্গে নিয়ে ম্যাচ জিতিয়ে মাঠ ছাড়েন টাইটান্স ক্যাপ্টেন শুভমন গিল।

তারকা তুলে আনতে ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়ার উদ্যোগে মিলেনিয়াম কাপ

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২৬তম সিসিডি মিলেনিয়াম কাপ ক্রিকেট ফাইনালে ক্রিকেটারদের উৎসাহিত করতে হাজির হয়েছিলেন আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিল সদস্য অভিষেক ডালমিয়া। ফাইনাল ম্যাচে মুখোমুখি হয় বিজয় স্পোর্টস ক্লাব ও পাটুলি ক্রিকেট একাডেমি। চ্যাম্পিয়ন হয় পাটুলি ক্রিকেট একাডেমি। অভিষেক ডালমিয়া ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন সিএবির প্রাক্তন সচিব বিশ্বরূপ দে, সিএবির জয়েন্ট সেক্রেটারি দেবব্রত দাস, প্রাক্তন ক্রিকেটার শিবশঙ্কর পাল,স্থানীয় বিধায়ক দেবাশিস কুমার, ক্রিকেট অ্যাডমিনিস্ট্রেটর শুভঙ্কর ঘোষদস্তিদার সহ সিএবির বিভিন্ন কর্মকর্তারা। সিসিডি ক্লাবের সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ মিত্র ও শান্তনু মিত্রের উদ্যোগে সাড়ম্বরে আয়োজিত হয় এই টুর্নামেন্ট। ২৬ বছর ধরে একটানা অনুর্ধ ২৩ বছরের ছেলেদেরকে নিয়ে ২০ ওভারের টুর্নামেন্ট চালিয়ে যাচ্ছে ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়া। সিসিডি মিলেনিয়াম কাপ ক্রিকেট যখন থেকে শুরু হয়েছে, তখনও আন্তর্জাতিক স্তরে টি-২০ ক্রিকেট শুরু হয়নি ঠিক করে। কিন্তু

ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়ার উদ্যোগে মিলেনিয়াম কাপের ফাইনালে আইপিএল গভর্নিং কাউন্সিলের সদস্য অভিষেক ডালমিয়ার সঙ্গে সিসিডি সভাপতি বীরেন্দ্রনাথ মিত্র।

স্বপ্ন দেখা শুরু করে দিয়েছিলেন বীরেন্দ্রনাথ মিত্ররা। ক্রিকেট প্রশাসনে হাফসেঞ্চুরি পার করে ফেলেছেন বীরেন্দ্রনাথ মিত্র। ক্রিকেট ক্লাব অফ ঢাকুরিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ১৯৪৬ সালে। প্রথম থেকেই ছোটো ছেলেদেরকে প্রথম ভাগের থেকে শিখিয়েই ক্রিকেটীয় যাত্রার শুরু হয়েছিল। কিন্তু সর্বাঙ্গীণ আকারে একটা ক্রিকেট শেখানোর রবীন্দ্র সরোবরস্থ আখড়াটি তৈরি করা সম্ভব হয় ১৯৯৯ সালে পৌঁছনোর পর।

যদিও টেবিল টেনিস প্রশিক্ষণ কেন্দ্রটি ঢাকুরিয়া তে তার থেকে বছর কুড়ি আগেই চালু হয়। সিসিডি ক্রিকেট কোচিং সেন্টারটির সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন বিদগ্ধ ক্রিকেট ব্যক্তিত্বেরা। প্রয়াত দীপঙ্কর সরকার, তাপস রায়, গোপাল কৃষ্ণ বসু, সুকল্যান ঘটক, সোমনাথ চক্রবর্তীরা উল্লেখযোগ্য। সমসাময়িক সময়ে পার্থ সেন, গৌতম সোম, কুণাল বসু, সৌরভ বসু, বরুণ মুখার্জী, দেবাশিস মজুমদার, কুশল দে, মিঠুন দত্ত, শিবশঙ্কর ব্যানার্জী, জয়দীপ নষ্কর, সন্দ্বীপ তলাপাত্র সহ আরো বিভিন্ন সম্মানিত প্রশিক্ষকের দ্বারা এই শিক্ষন কেন্দ্রটি সমৃদ্ধশালী হয়েছে।

আহত সমর্থকদের ভিআইপি টিকিট, গোলাপ ফুল তুলে দিল মোহনবাগান

বিজয়া নাগ

বৃহস্পতিবার জামশেদপুরে আইএসএলের ম্যাচ চলাকালীন পুলিশের মারে আহত হয়েছিলেন মোহনবাগান সমর্থকরা। মাথা ফেটে যায় বাগান সমর্থকের। পাশাপাশি, বেশ কয়েকজন আহতও হন। দেখতে ছুটে যান মোহনবাগান সচিব দেবাশিস দত্ত। মোহনবাগান সুপার জায়ান্টের পক্ষ থেকে এই ঘটনার নিন্দা করা হয়। তারা এক বিবৃতিতে জানায়, 'আমরা এই ঘটনার তীব্র নিন্দা করছি। আমাদের মনে রাখা উচিত, সমর্থকদের ছাড়া ফুটবল হয় না।' ক্লাব প্রাঙ্গণে আহত সমর্থকদের সঙ্গে দেখা করতে এলেন সবুজ-মেরুন তারকা জেমি ম্যাকলারেন এবং কোচ মোলিনা। সেমিফাইনালের ফিরতি লেগের আগের দিন আহত পাঁচ সমর্থককে

আহত সবুজ মেরুন সমর্থকদের হাতে মোহনবাগান কোচ মোলিনা তুলে দিলেন ভিআইপি টিকিট, গোলাপ ফুল।

ক্লাব তাঁবুতে ডেকে বিশেষ সংবর্ধনা দেওয়া হল। রিপন মন্ডল, সোনু সাঁপুই, সৌরভ মন্ডল, আকাশ রায় এবং সৌপ্তিক মজুমদারের হাতে তুলে দেওয়া হল ভিআইপি টিকিট, গোলাপ ফুল। পাঁচজনের সঙ্গে কথা বলেন ম্যাকলারেন এবং মোলিনা।* সোমবার জামশেদপুরের বিরুদ্ধে সেমিফাইনালের দ্বিতীয় লেগ খেলতে নামবে মোহনবাগান। তার আগে রবিবার জোরদার প্র্যাকটিস করল সবুজ-মেরুন ব্রিগেড।

আমার দেশ/আমার দুনিয়া

প্রণামী বাক্সের টাকা গোনার সময় নগদ হাতানোয় অভিযুক্ত ব্যাঙ্ককর্মী গ্রেপ্তার

বৃন্দাবন, ৬ এপ্রিল: বৃন্দাবনের বাঁকে বিহারীর মন্দিরে প্রণামী বাক্সে জমা পড়া টাকা গোনার সময় নগদ হাতিয়ে নেওয়ার অভিযোগ উঠল কানাড়া ব্যাঙ্কের এক আধিকারিকের বিরুদ্ধে। ইতিমধ্যেই অভিযুক্ত ব্যাঙ্ককর্মীকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। শুধু তা-ই নয়, তাঁর কাছ থেকে নগদ ন'লক্ষ টাকারও বেশি উদ্ধার করা হয়েছে।

বৃন্দাবন পুলিশ জানিয়েছে, ধৃতের নাম অভিনব সাক্সেনা। তিনি কানাড়া ব্যাঙ্কের মথুরার ড্যাম্পিয়ার নগর শাখায় কর্মরত ছিলেন। ধৃত নগদ চুরির কথা স্বীকার করেছেন। ব্যাঙ্ক ওই কর্মীর বিরুদ্ধে অভিযোগ ওটার পর পরই তাঁকে বরখাস্ত করেছে এবং তাঁর বিরুদ্ধে বিভাগীয় তদন্ত শুরু করেছে। অভিনব সাক্সেনা ২০২০ সাল থেকে ব্যাঙ্কের বৃন্দাবন শাখায়ও কাজ করেছেন।

সংবাদমাধ্যম সূত্রে খবর, বৃন্দাবন শহরের ঠাকুর বাঁকে বিহারি মহারাজ মন্দিরের টাকা চুরির অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, মথুরার ড্যাম্পিয়ার নগরে ওই ব্যাঙ্কের শাখায় কর্মরত অভিনব সাক্সেনার দায়িত্ব ছিল ওই মন্দিরের টাকা গোনার। অভিযোগ, টাকা গোনার সময়ই চুরি করেন তিনি! পুলিশ সূত্রে খবর, গত তিন দিন ধরে ওই টাকা সরাচ্ছিলেন অভিনব। পুলিশ সূত্রে খবর, জেরায় চুরির কথা স্বীকারও করেছেন তিনি।

মন্দির কমিটির একজন সদস্যের দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে এফআইআর হয়। ভক্তদের প্রণামী মন্দির কমপ্লেক্সে প্রায় ১৬টি দানপত্রে (দানবাক্স) জমা হয়। এই বাক্সগুলিতে জমা অর্থ প্রতি মাসে একবার বা দু'বার গণনা করা হয় এবং মন্দির ট্রাস্টের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে জমা করা হয়।

মন্দির পরিচালনা কমিটির এক কর্তা জগমোহন বলেন, 'যেসব ব্যাঙ্কে আমাদের অ্যাকাউন্ট আছে, সেখানে একটি চিঠি পাঠাই, দু'জন কর্মচারীকে টাকা গণনা করার জন্য অনুরোধ করি। আমরা চার দিন আগে বৃন্দাবনের বিদ্যাপীঠ ক্রসিংয়ে কানাড়া ব্যাঙ্ক শাখায় চিঠিটি পাঠিয়েছিলাম এবং ব্যাঙ্ক অভিনব এবং অন্য একজন কর্মচারীকে কাজের জন্য পাঠিয়েছিল। শনিবার সন্ধ্যায়, একজন ট্রাস্ট কর্মচারী সরাসরি সিসিটিভি ফুটেজে অভিনবকে নোট গণনা করার সময় নগদ অর্থ চুরি করতে দেখেন এবং আমাদের জানান।'

বৃন্দাবন থানার স্টেশন হাউস অফিসার প্রশান্ত কপিল বলেন, 'আমরা ঘটনাস্থলে গিয়ে অভিযুক্তের ব্যাগ এবং তাঁর পরা পোশাক তল্লাশি করি। শনিবার সন্ধ্যায় আমরা তাঁর পোশাক থেকে প্রায় ১.২৬ লক্ষ টাকা পেয়েছি। পরে আমরা মথুরায় তাঁর ব্যাগ থেকে ৮ লক্ষ টাকারও বেশি উদ্ধার করি।' পুলিশ জানিয়েছে যে, সাক্সেনা রামপুরের বাসিন্দা এবং গত বছর তার চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্ট স্ত্রীকে বিয়ে করেছিলেন। পুলিশের দাবি, 'চুরির সঙ্গে অন্যদের জড়িত থাকার সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়ার জন্য আমরা আরও তদন্ত করছি।'

সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এমএ বেবি

মাদুরাই, ৬ এপ্রিল: সীতারাম ইয়েচুরির পর সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক পদে নির্বাচিত হলেন কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী ও প্রাক্তন রাজ্যসভার সাংসদ এমএ বেবি। রবিবার মাদুরাইতে শেষ হল সিপিএমের ২৪তম পার্টি কংগ্রেস। দলের পরবর্তী সাধারণ সম্পাদক পদে কে বসবেন, তা নিয়ে রাজনৈতিক মহলে তীব্র জল্পনা তৈরি হয়েছিল। পার্টি কংগ্রেস শেষের পর ঘোষণা করা হয়েছে এমএ বেবির নাম।

সীতরাম ইয়েচুরি প্রয়াত হওয়ার পর এই পদটি ফাঁকাই ছিল। পলিটব্যুরোর সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব সামলাচ্ছিলেন প্রকাশ কারাট। তবে দলের নতুন সাধারণ সম্পাদক হিসেবে এম এ বেবি এবং অল ইন্ডিয়া কিষাণ সভার সভাপতি অশোক ধাওয়ালের নাম বিশেষভাবে উঠে আসছিল। অন্যদিকে, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিমের নামও আলোচনায় থাকলেও তিনি রাজ্যে সংগঠনের কাজেই মনোনিবেশ করতে আগ্রহী বলে সূত্রের দাবি। তেলেঙ্গানা থেকে পলিটব্যুরোর সবচেয়ে বয়োজ্যেষ্ঠ নেতা বিভি রাঘবুলুর নামও ঘুরছে। অবশেষে বেছে নেওয়া হল কেরলের প্রাক্তন মন্ত্রী ও রাজ্যসভার প্রাক্তন সদস্যকেই। কেরল ইউনিটের পূর্ণ সমর্থন ছিল তাঁর পেছনে।

পাশাপাশি, সেন্ট্রাল কমিটিতে যোগ হয়েছে বেশ কিছু নতুন মুখ। প্রথমেই রয়েছে পিনারাই বিজয়নের নাম। বাংলা থেকে মহম্মদ সেলিম, সুজন চক্রবর্তী ছাড়াও জায়গা পেয়েছেন শ্রীদীপ ভট্টাচার্য, মীনাক্ষী মুখার্জি। সিপিএমের হুগলি জেলা সম্পাদক দেবব্রত ঘোষ সহ আরও অনেকেই জায়গা পেয়েছেন সেন্ট্রাল কমিটিতে। পলিটব্যুরোর আমন্ত্রিত সদস্য হিসাবে রেখে দেওয়া হয়েছে প্রকাশ কারাট, মানিক সরকার ও বৃন্দা কারাটকে।

কর্মীকে শিকলবন্দি কুকুরের মতো হাঁটু মুড়ে হাঁটতে বাধ্য করায় অভিযুক্ত সংস্থা

চেন্নাই, ৬ এপ্রিল: কেরলের এক সংস্থার অমানবিক দৃশ্যের একটি ভিডিও ইতিমধ্যে ছড়িয়ে পড়েছে সোশ্যাল মিডিয়ায়। যদিও ওই ভিডিওর সত্যতা যাচাই করেনি একদিন পত্রিকা। সূত্রে খবর, ওই সংস্থা কর্মীদের সারাবছরের কাজের লক্ষ্যমাত্রা দিয়েছিল। এক কর্মী লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করতে পারেননি, তাঁকে শিকলবন্দি কুকুরের মতো হাঁটু মুড়ে হাঁটতে বাধ্য করা হয়। শুধু তাই নয়, মেঝে চাটতেও বাধ্য করা হয় বলে জানা গিয়েছে।

ভিডিও স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম, সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়তেই ক্ষোভের প্রকাশ ঘটে। তীব্র নিন্দা জানিয়েছিলেন সে রাজ্যের শ্রমমন্ত্রীও। যদিও শুরু থেকেই ওই সংস্থা দাবি করেছিল এই ধরনের কোনও ঘটনা ঘটেনি। যদিও যে ব্যক্তি এই ভিডিও পোস্ট করেছিলেন তিনি তুলে নিয়েছেন ভিডিওটি। ওই ব্যক্তি জানিয়েছেন, সম্পূর্ণ অন্য একটি কারণে ভিডিওটি বানানো হয়েছিল।

আর্বজনার স্তূপ থেকে উদ্ধার হল ওই মহিলার কঙ্কাল

এলাহাবাদ, ৬ এপ্রিল: বাড়ির পাশেই পড়েছিল মহিলার মৃতদেহ। অথচ পচা দুর্গন্ধও পেলেন না প্রতিবেশীরা। একবছর পর সেই এলাকারই আর্বজনার স্তূপ থেকে উদ্ধার হল ওই মহিলার কঙ্কাল। সেটি উদ্ধার করে নৃশংস হত্যাকাণ্ডের কিনারা করল পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে উত্তরপ্রদেশের বিজনোরে।

জানা গিয়েছে, পুলিশ জানিয়েছে, ২৬ মার্চ আসিফা নামের এক তরুণীর পরিবার থানায় অভিযোগ জানায়। তাদের অভিযোগ ছিল, গত দু'বছর ধরে আসিফার সঙ্গে যোগাযোগ করতে দেন না তাঁর স্বামী কামিল। এমনকী গত দু'বছর আসিফার মুখ পর্যন্ত তাঁরা দেখতে পাননি। পরিবারের অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে পুলিশ। কামিল ও তাঁর ভাই আদিলকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়। দীর্ঘ জেরায় আসিফাকে খুনের ঘটনাটি তাঁরা

স্বীকার করে নেন। কামিল জানিয়েছেন, আসিফা বিবাহবহির্ভূত সম্পর্কে জড়িত, এই সন্দেহে অশান্তি হত। অবশেষে তিনি, ভাই ও মাসি মিলে আসিফার শ্বাসরোধ করে খুন করেন। তারপর দেহটি বাড়ির পাশের আর্বজনার স্তূপের মধ্যে পুঁতে দেন।

একবছর পর ৫ এপ্রিল সেই আর্বজনার স্তূপের মধ্যে থেকে আসিফার কঙ্কাল উদ্ধার করেছে পুলিশ। সেটি ময়নাতদন্তের জন্য পাঠানো হয়েছে। কামিল ও আদিলকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। অন্যদিকে অভিযুক্ত মহিলার খোঁজে তল্লাশি অভিযান চালাচ্ছে পুলিশ।

স্বামীর বুকে বসে জোরপূর্বক বিষ পান করানোর অভিযোগ

পাটনা, ৬ এপ্রিল: স্বামীর বুকের ওপর বসে জোর করে বিষ পান করানোর অভিযোগ উঠল বিহারের এক মহিলার বিরুদ্ধে। স্বামী-স্ত্রীর বচসার জেরেই দুই নাবালক সন্তানের সামনেই এই নারকীয় কাণ্ড ঘটে। ঘটনাটি শুক্রবার রাতের, সমস্তিপুরের মুসাপুর পঞ্চায়েতের।

পেশায় রাজমিস্ত্রি যুবকের নাম বিক্রম কুমার সিং। শুক্রবার রাতে স্ত্রী বিভার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হয়েছিল। যা ক্রমশ বাড়তে থাকে। একসময়ে বিভা, বিক্রমের বুকের উপর চেপে বসেন। তারপর ছুরি নিয়ে তাঁকে বিষ পান করতে বাধ্য করেন। ঘটনার সময় ঘরেই ছিলেন তাঁদের দুই নাবালক সন্তান। পুলিশের দাবি, বিক্রমের নাবালক সন্তানরাই বাবার ওপর মায়ের অত্যাচারের কাহিনি তুলে ধরেন। শিশু দু'টির দাবি, মা তাদের বাবার পেটে ছুরি দিয়ে আঘাত করেছিল। কিন্তু, বিক্রমের শরীরে ছুরি দিয়ে আঘাতে কোনও চিহ্ন মেলেনি বলে পুলিশ জানিয়েছে। এই ঘটনা জানাজানি হলে বেহুঁশ বিক্রমকে তাঁর পরিবারের অন্যান্য আত্মীয় ও প্রতিবেশীরা স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়।

ভূমিকম্পের পর প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত মায়ানমার, বাড়ছে রোগের প্রকোপ

নেইপদ, ৬ মার্চ: দেখতে দেখতে পেরিয়ে গিয়েছে একসপ্তাহের বেশি সময়। মায়ানমারে ভয়াবহ কম্পনের রেশ এখনও পুরোমাত্রায় বহাল। মৃতের সংখ্যা পৌঁছেছে প্রায় সাড়ে তিন হাজারে। এই পরিস্থিতিতে আরও প্রতিকূলতা তৈরি করছে প্রাকৃতিক দুর্যোগ। বিশেষত সাগাইং ও মান্দালয়ে অসহায় পরিস্থিতিতে ১৭ লক্ষেরও বেশি মানুষ।

মায়ানমারের সরকারি সংস্থার তরফে জানানো হয়েছে, এখনও পর্যন্ত ভূমিকম্পে মৃত্যু হয়েছে ৩ হাজার ৪৭১ জনের। আহত ৪ হাজার ৬৭১। ২১৪ জনের এখনও খোঁজ নেই। বহু মানুষ গৃহহীন। কারও কারও বাড়ি এখনও টিকে থাকলেও প্রাকৃতিক রোষে তা ভঙ্গুর অবস্থায় রয়েছে। মান্দালয়ে বহু মানুষ বাড়ি থাকতেও বাড়ির মধ্যে থাকার সাহস পাচ্ছেন না। তাঁদের বাইরের টেন্টেই রাতে ঘুমোতে দেখা যাচ্ছে। বইছে তীব্র বাতাস। চলছে বৃষ্টি। যার জেরে প্রবল অসুবিধায় পড়তে দেখা যাচ্ছে তাঁদের। শনিবার অনেকেই বাধ্য হয়েছেন জীর্ণ বাড়ির ভিতরে থাকতে। জল-খাবারের অভাব রয়েছে। বিদ্যুৎহীনতায় অন্ধকারে ঢেকেছে বহু এলাকা। এদিকে বিশেষজ্ঞ রা সতর্ক করছেন, বৃষ্টির প্রাবল্য ও গরমের তীব্রতায় সাময়িক ভাবে শিবিরে আশ্রয় নেওয়া মানুষদের মধ্যে রোগের প্রকোপ বাড়তে পারে।

শুক্রবার সকালে তীব্র ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে মায়ানমার। রিখটার স্কেলে কম্পনের মাত্রা ছিল ৭.৭। সে দেশের সাগাইং শহর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে ভূমিকম্পের কেন্দ্রস্থল। ভারত, বাংলাদেশেও প্রভাব পড়ে এই ভূমিকম্পের। মায়ানমারের পাশাপাশি ভূমিকম্পে ব্যাপক ক্ষতিগ্রস্ত হয় থাইল্যান্ডও। সেখানেও ভেঙে পড়ে একের পর এক বহুতল, ব্রিজ। কয়েক মিনিটের ব্যবধানে ফের কম্পন অনুভূত হয়। সেই 'আফটারশকে'র মাত্রা ছিল ৬.৭। এরপরও চলতে থাকে লাগাতার আফটারশক।

ভূবিজ্ঞানী জেস ফিনিক্স মায়ানমারকে সতর্ক করে জানিয়েছেন, ভূপৃষ্ঠের নিচে ইউরেশীয় প্লেটের সঙ্গে ভারতীয় প্লেটের সংঘর্ষ যেহেতু অব্যাহত রয়েছে, তাই আগামী কয়েক মাস ধরেই 'আফটারশক' চলতে থাকবে। ভূমিকম্পের তীব্রতা এতটাই ছিল যে ইরাবতী নদীর গতিপথ বদলে গিয়েছে। মায়ানমারকে ১৫ টন ত্রাণ পাঠিয়ে পাশে দাঁড়িয়েছে ভারত।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

রসুলপুর আলাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি. নং.-৫৮ এইচ.জি., তাং-০৭.১২.১৯৭৬
গ্রাম-রসুলপুর, পো ঃ- জঙ্গলপাড়া, ব্লক-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী

অত্র পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা সমিতির অফিস সহ স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসগুলিতে ০৭.০৪.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হল। বিশদে জানিতে হইলে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাই।
স্বা/-
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
রসুলপুর আলাটী এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

হাটী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি. নং.-১০ এইচ.জি., তাং-১৪.০৭.১৯৪০
গ্রাম ও পো ঃ- হাটী, ব্লক-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী

অত্র পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা সমিতির অফিস সহ স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসগুলিতে ০৭.০৪.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হল। বিশদে জানিতে হইলে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাই।
স্বা/-
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
হাটী এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

ডিহিবাতপুর সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিঃ
রেজি. নং.-৫৮ এইচ.জি., তাং-২৮.০৩.১৯৬০
গ্রাম-ডিহিবাতপুর, পো ঃ- আলাটী, ব্লক-পুড়শুড়া, জেলা-হুগলী

অত্র পরিচালকমন্ডলী নির্বাচনের জন্য খসড়া ভোটার তালিকা সমিতির অফিস সহ স্থানীয় প্রশাসনিক অফিসগুলিতে ০৭.০৪.২০২৫ তারিখে প্রকাশিত হল। বিশদে জানিতে হইলে সমিতির অফিসে যোগাযোগ করিতে অনুরোধ জানাই।
স্বা/- কৃষ্ণদাস ঘোষ
সহকারী রিটার্নিং অফিসার
ডিহিবাতপুর এস.কে.ইউ.এস. লিঃ

Nischinda Gram Panchayat
Bally, Howrah

E-TENDER INVITING NOTICE
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **e-NIT No. 01/NGP/2025-26 & 02/NGP/2025-26.** Published date: **03/04/2025.** Last date of Bid submission: **14/04/2025 up to 11:00 AM.** Date of opening: **16/04/2025 at 11:30 AM.** Details are available in https://wbtenders.gov.in & https://etender.wb.nic.in and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Nischinda Gram Panchayat

খাজুরদহ বলাগরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লিমিটেড
ঠিকানা- খাজুরদহ, গুরাপ, হুগলী
নিবন্ধনসংখ্যা (Registration No) - ৭৭ এইচ.জি., তারিখ :- ১৫/০২/১৯৬১

বিজ্ঞপ্তি
এতদ্বারা খাজুরদহ বলাগরী সমবায় কৃষি উন্নয়ন সমিতি লি: এর সকল সদস্য/সদস্যাগনকে জানানো যাইতেছে যে, হুগলী জেলার Jt. R.C.S. এর আদেশ নং 999 date 27-08-2024 অনুযায়ী আগামী **০৮.০৬.২০২৫ তারিখ রবিবার বেলা ১১ টায়** খাজুরদহ উচ্চ বিদ্যালয়ে একটি বিশেষ সাধারন সভা অনুষ্ঠিত হইবে। উক্ত সভায় পরিচালক মন্ডলির ৯ (নয়) জন সদস্য (৬ জন সাধারন, ২জন মহিলা, ১ জন SC/ST সদস্য (সংরক্ষিত) নির্বাচিত হইবেন। উক্ত সভায় উপস্থিত হইয়া নির্বাচনে অংশগ্রহন করার জন্য সকলকে আহ্বান জানানো হইতেছে।
স্বা/- সেখ আনিসুর রহমান
(সম্পাদক)

Kanachi Gram Panchayat
Under May-1 Dev. Block
Vill-Kharasinpur, P.O.- Katigram, P.S.-Mallarpur,
Dist.- Birbhum, Pin-731216

Notice Inviting e-Tender
e-Tender is invited from the experienced and resourceful bidders for execution of different development works vide **Nit No.-WB/BIR/ MAY1/KAN/36/2025-26 dated 02/04/2025** bid submission date is **03/04/2025 from 5:00 PM** onwards to Last date **17/04/2025 till 5.00 PM.** For more information Visit to www.wbtenders.gov.in.
Sd/- Pradhan
Kanachi Gram Panchayat

BELDANGA MUNICIPALITY, Murshidabad
E-tender is invited by the authority of Beldanga Municipality for–

Sl. No.	Name of Work	Ref. of Tender	Estimated Cost (Approx)	Last date for submission
1.	Supply, Fitting and Fixing of LED Street Light (30, 45 & 60 watt) in Existing Poles at Different Roads and Places within Beldanga Municipality Area. (Under Green City Mission)	WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-03/2024-25 (4th Call)	35.63 Lakh	23.04.2025 at 2.00 Pm

For details visit - www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in

GOSWAMI MALIPARA UNION LARGE SIZED PRIMARY CO-OPERATIVE AGRICULTURAL CREDIT SOCIETY LTD.
(Regd. No. 20 HG, Dated- 05.03.1957)
Vill : Goswami Malipara, PO : Goswami Malipara, PS : Dadpur,
Block : Polba-Dadpur, District : Hooghly
Date: 07.04.2025

Notice of Publication of Draft Electoral Roll
এতদ্বারা গোস্বামী মালিপাড়া ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ এর সকল সদস্য/ সদস্যাদের অবহিত করা হচ্ছে যে, অদ্য ইং ০৭/ ০৪/ ২০২৫ তারিখ উক্ত সমবায় সমিতির খসড়া নির্বাচক তালিকা প্রকাশিত হয়েছে।
তালিকা সংক্রান্ত উল্লেখযোগ্য তারিখ গুলি নিম্নে প্রদত্ত হলো-

	বিষয়	তারিখ	স্থান
১.	আপত্তি/ অভিযোগ জানানোর শেষ তারিখ	ইং ২৮/ ০৪/ ২০২৫ (দুপুর ৩টে পর্যন্ত)	সমিতির কার্যালয়
২.	শুনানির তারিখ	ইং ২৯/ ০৪/ ২০২৫ (দুপুর ১২টা থেকে ২টো)	সমিতির কার্যালয়
৩.	চূড়ান্ত নির্বাচক তালিকা প্রকাশের তারিখ	ইং ৩০/ ০৪/ ২০২৫	সমিতির কার্যালয়

বিশদে অবগত হওয়ার জন্য গোস্বামী মালিপাড়া ইউনিয়ন লার্জ সাইজড প্রাইমারি কো-অপারেটিভ এগ্রিকালচারাল ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ এর প্রধান কার্যালয়ে যোগাযোগ করার অনুরোধ করা হলো।
Sd/-
(ABHIJIT KARMAKAR)
Assistant Returning Officer
Goswami Malipara ULSPCACS Ltd.

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email# dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন-০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক- সন্তোষ কুমার সিং**

আরোগ্য

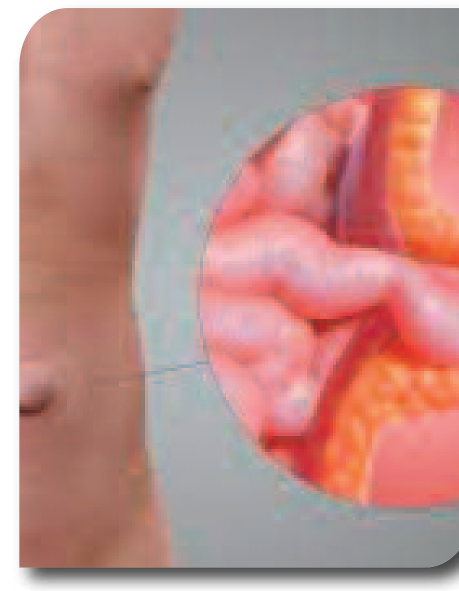

নিজের সুস্থতা বজায় রাখতে তথ্যগুলি সম্পূর্ণ জানা জরুরী

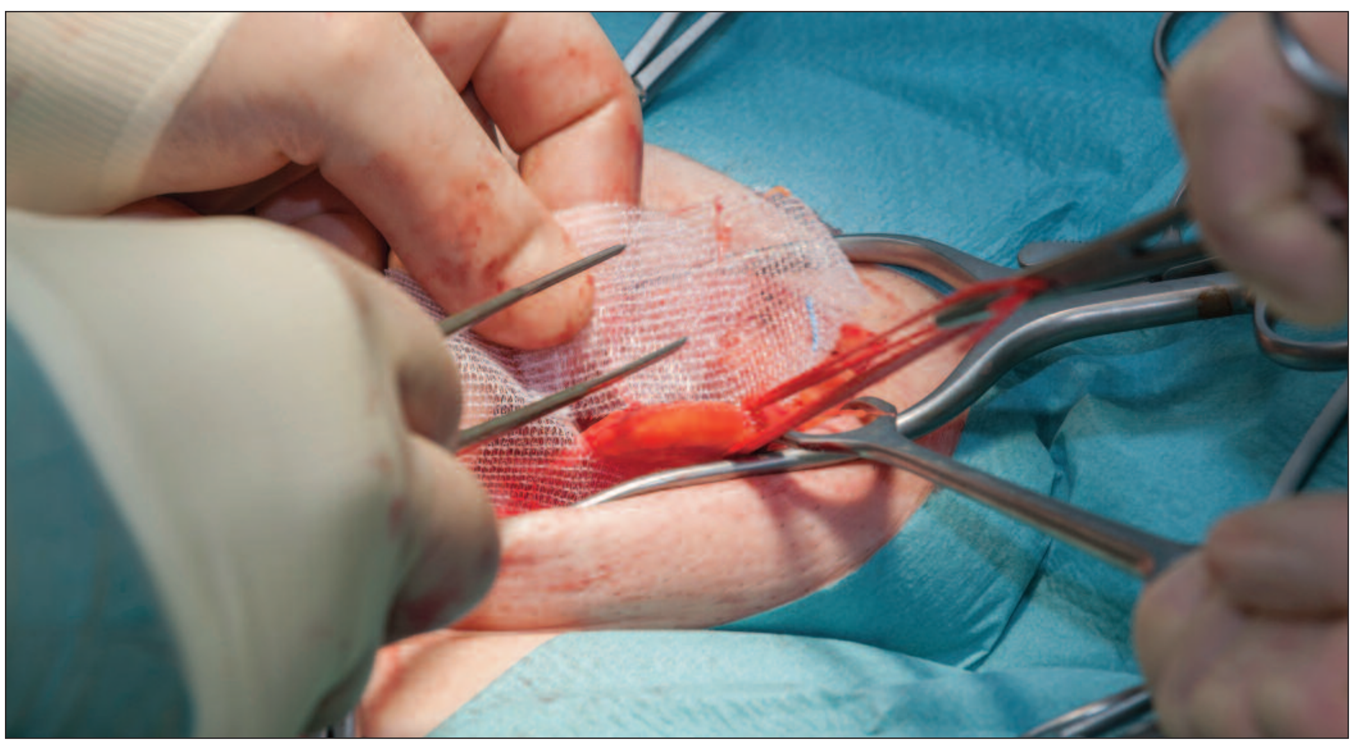

শুভজিৎ বসাক

সম্প্রতি মুক্তি পেয়েছে ডাইনি নামে একটি ওয়েবসিরিজ যেখানে সমাজের চলমান এক অপসংস্কৃতিকে চিত্রায়ণ করা হয়েছে। সেই নিয়ে অবশ্যই এক বিশেষ তথ্য তুলে ধরার চেষ্টা করব। কাকতালীয়ভাবে ডাইনি যেমন কানে শোনা এক অপসংস্কৃতি, যার ভিত্তি শূন্য সেভাবেই এক ভিত্তিহীন অপপ্রচারের সাক্ষী থেকেছিলাম যা আজ তুলে ধরলাম এবং এমন ঘটনা ডাইনি প্রবাদের মতোই ভয়ানক ও চলমান প্রসারিত। এরফলে ক্ষতি হচ্ছে বিপুল মানুষের, ক্ষতির শিকার হচ্ছে বহু চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীরা।

প্রসঙ্গত বলাইবাহুল্য, কিছুদিন আগেই পশ্চিমবঙ্গের সমগ্র চিকিৎসকদের নিয়ে সংঘটিত একটি সভায় রাজ্যের মাননীয়া মুখ্যমন্ত্রী খোদ গোটা স্বাস্থ্য পরিসরকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছেন যে সকলে নির্ভয়ে কাজ করতে থাকুক, তিনি আছেন সকলের প্রহরী হয়ে। এমন আশ্বস্ত বাক্য প্রশাসনিক স্তরের প্রধানের কাছ থেকে পাওয়া সত্যিই সৌভাগ্যের, যা বিশ্বের রাজনীতির পরিসরে নিশ্চিতভাবে বিরলতমও। কিন্তু তাও কিছু বিচ্ছিন্ন ঘটনা তাঁকে বিচলিত করে, রাজ্য পরিসরকে প্রায় অচল করে দেয়।

কিছুদিন আগে সেরকমই একটি ঘটনার সম্মুখীন হয়েছিলাম নিজে। কোনও ব্যক্তিগত কারণে কলকাতার প্রান্তিক এক অঞ্চলে এক পরিচিতজনের বাড়ি যাওয়ার সময়ে অটোয় চেপে বসি। সেখানে তার সাথে আরেকজন তারই কোনও পরিচিত ব্যক্তি উঠে পাশে বসেছিল।

কোনও এক প্রসঙ্গে দ্বিতীয় যে ব্যক্তি পাশে বসেছিল সে জানায় যে তার নিজের দেড়মাস বয়সী সন্তানের কিছুদিন আগে হার্নিয়া অপারেশন হয়েছে। তাতে প্রথম ব্যক্তি বেশ অবাক হয়ে প্রশ্ন করে বসে যে এত ছোট বাচ্চার হার্নিয়া অপারেশন হয় নাকি? সে শুনেছে যে প্রাপ্ত বয়সে অনেকক্ষণ সাইকেল চালালে, ভারি কাজ করলেই হার্নিয়া হয়ে থাকে। নিশ্চয়ই ডাক্তারেরা ভিতরে ভিতরে টাকা খাওয়ার জন্য এইভাবে তার ব্যয় করানোর চেষ্টা করেছিল। এরকম বহু অভিজ্ঞতা স্বরূপ বারংবার একই রিপোর্ট নির্দিষ্ট কোনো ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে করানোর কথা তুলে ধরে। তাতে দ্বিতীয় ব্যক্তি বলে ওঠে যে সে নির্দিষ্ট একটি সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকের কাছে শিশুটির হার্নিয়া হওয়ার কথা শুনে নিশ্চিত না হয়ে কয়েক জায়গা ঘুরে তবেই কলকাতার এক নামজাদা হাসপাতাল থেকে হার্নিয়া অপারেশন করিয়েছে। তবে সেও এখনও অবধি এর কারণ সম্পর্কে ভেবে উঠতে পারেনি। কথাগুলো শুনে বড় আক্ষেপ হল মানুষের মধ্যে দখল না থাকা সত্ত্বেও সবজান্তা মনোভাব প্রদর্শন আর কিছু শ্রেণীর চিকিৎসকের মানুষকে হেনস্থা করার দরুন সমগ্র চিকিৎসক সম্প্রদায়কে কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হচ্ছে দেখে।

এই সকল মানসিকতাসম্পন্ন ব্যক্তিবর্গের জানা উচিৎ যে শিশুদের পেটের মধ্যে অবস্থিত পেশীস্তরে যখন কোনও দুর্বলতা তৈরি হয় তখন হার্নিয়া সৃষ্টি হয়। সাধারণতঃ মার্তৃগর্ভে বিকাশের সময়ে শিশুদের পেটের প্রাচীরের মধ্য দিয়ে একটি ছোট সুড়ঙ্গ সৃষ্টি হয়। ছেলেদের ক্ষেত্রে, এই ছোট সুড়ঙ্গটি পেটের গহ্বরকে অণ্ডকোষের সাথে সংযুক্ত করে। গর্ভে বিকাশের সময়, অণ্ডকোষগুলি প্রথমে ছেলের পেটের ভিতরে বৃদ্ধি পেয়ে এই সুড়ঙ্গের মধ্য দিয়ে নেমে অণ্ডথলিতে এসে শেষ হয়। মেয়েদের ক্ষেত্রে, ছোট সুড়ঙ্গটি পেটের গহ্বরকে ল্যাবিয়ার সাথে সংযুক্ত করে।

ছেলে এবং মেয়ে উভয়ক্ষেত্রেই এই সুড়ঙ্গটি শিশুর জন্মের আগে বন্ধ হওয়ার কথা। যদি জন্মের আগে এটি বন্ধ না হয়, তাহলে শিশুর ইঙ্গুইনাল হার্নিয়া হওয়ার ঝুঁকি থাকে। এছাড়াও জন্মগত শিশুদের মধ্যে বিভিন্নরকম হার্নিয়া হতেই পারে যেগুলো সময় মতো চিকিৎসা করা হলে সুস্থ জীবনযাপন করতে পারে শিশুরা।

এইরকম ব্যক্তিরা পরবর্তীকালে বিশেষ করে সরকারি হাসপাতালের চিকিৎসকদের প্রতি অনাস্থা দেখিয়ে স্বাস্থ্য পরিষেবার বেহাল দশা জানিয়ে যদি মুখ্যমন্ত্রীর কাছে অভিযোগ করে তাহলে উনি স্বভাবতঃই সত্যিটা জানার তাগিদে কঠোর পদক্ষেপ করবেন কিন্তু তাঁর কাছে সবসময়ে সম্পূর্ণ তথ্য উপস্থাপিত করা হয় না যার প্রভাব সামগ্রিক রাজ্য ও রাষ্ট্র পরিসরে পড়ে যা মোটেই কাঙ্ক্ষিত নয়। একইসাথে কিছু চিকিৎসকদের জন্য সমগ্র পরিষেবা যাতে সমালোচিত না হয় সেই বিষয়েও সতর্ক থাকা উচিৎ তাঁদের

যেখানে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী সকলকে আগলে রেখে প্রশাসন চালানোর দায়িত্ব পালন করতে সদাসচেষ্ট তাঁকে সঠিক তথ্য পরিবেশনার মাধ্যমেই সাহায্য করা যেতে পারে এবং তাঁর আস্থাবাচক বার্তা যেন শুধুই বার্তা হিসাবে পুরানো খবরে চাপা না পড়ে থাকে সেটাও বিন্দুমাত্র ঢিলেমি ত্যাগ করে তদারকি করতে হবে খোদ প্রশাসনকে।।

অতিরিক্ত পেইনকিলার খেলে স্বাস্থ্যের যে ক্ষতি

সামান্য মাথা ব্যথা থেকে শুরু করে কোমরে বা হাতেপায়ে বাতের ব্যথাসহ নানা কারণে অনেকেই পেইনকিলার খেয়ে থাকেন। অনেকের আবার এই অভ্যাস দীর্ঘদিনের। তবে সাময়িকভাবে ব্যথানাশক ওষুধ (পেইনকিলার) ক্ষতিকারক না হলেও দীর্ঘদিন সেবনে মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি দেখা দিতে পারে। সাধারণত ব্যথানাশক ওষুধগুলোকে এনএসএইডস এবং ওপিওয়েড;এই দুই গ্রুপে ভাগ করা হয়।

স্বাস্থ্যঝুঁকি

ব্যথানাশক হিসেবে আইবুপ্রফেন, ন্যাপ্রক্সেন, ডাইক্লফেনাক; এই ওষুধগুলো বেশি ব্যবহৃত হয়। এর মধ্যে প্যারাসিটামলসহ কিছু ওষুধ ওটিসি হিসেবে স্বীকৃত। অর্থাৎ এ ধরনের ওষুধ কেনার জন্য কোনো রেজিস্টার্ড চিকিৎসকের প্রেসক্রিপশনের প্রয়োজন হয় না। তবে অতিরিক্ত ডোজে নির্দিষ্ট সময়ের বাইরে একাধারে দীর্ঘদিন এ ওষুধ সেবন করলে এর মারাত্মক স্বাস্থ্যঝুঁকি রয়েছে।

তীব্র ব্যথার ক্ষেত্রে ওপিওয়েড ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এনএসএইডের তুলনায় এর ব্যবহার বেশ সীমিত বললেই চলে। এর কারণে ওপিয়েড আসক্তি, বিষণ্নতা, কোষ্ঠকাঠিন্যসহ বিভিন্ন সমস্যা হতে পারে।

স্বাস্থ্যঝুঁকি এড়াতে করণীয়

গ্যাস্ট্রিক আলসারের ঝুঁকি এড়াতে ব্যথার ওষুধ খেতে হবে ভরা পেটে এবং খাওয়ার আগে অবশ্যই গ্যাস্ট্রিকের ওষুধ খেতে হবে।

একই গ্রুপের দুটি ব্যথার ওষুধ একসঙ্গে বা একাধিক ডোজ খাওয়া উচিত নয়। এতে পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া বাড়ে।

যেমন;দিনে প্যারাসিটামল ৫শ মিলিগ্রামের আটটি ট্যাবলেটের বেশি সেবনে লিভারের ক্ষতি হতে পারে। ৬৫ বছরের বেশি বয়স্কদের ক্ষেত্রে ব্যথার ওষুধ ব্যবহারে বিশেষ সতর্ক হতে হবে।

আগে থেকে কিডনি, লিভারের সমস্যা বা পেটে আলসার আছে কি না, ভালোভাবে জেনে নিতে হবে।

এ ছাড়া রোগী নিয়মিত অন্য কোনো ওষুধ খায় কি না সেটাও জানা জরুরি।

বসে প্রস্বাবের অভ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে মঙ্গলজনক

ডাঃ শামসুল হক

নিজের শরীর এবং স্বাস্থ্যের কথা বিবেচনা করলে সেইসঙ্গে নিজেকে মোটামুটিভাবে রোগমুক্ত রাখতে চাইলে প্রস্বাবের বেগ আসলে নারী পুরুষ নির্বিশেষে সেই কাজ সারতে হবে বসে বসেই। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয় কোনভাবেই। আর এই ধরণের অভ্যাসের স্বপক্ষে চিকিৎসক মহল থেকে শুরু করে বিশেষজ্ঞরা পর্যন্ত অনেক যুক্তিও খাড়া করেছেন ।

বিজ্ঞান জানিয়েছে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করায় অভ্যস্ত হয়ে পড়লে কখন যে কোন রোগ কোন দিক দিয়ে আমাদের দেহে বাসা বাঁধতে শুরু করবে সেটা নিজে নিজে বুঝে ওঠা সম্ভব ও নয় আমাদের পক্ষে। অত এব সাবধান হতেই হবে । চিকিৎসা বিজ্ঞানের মতে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে আচমকাই পেটের উপর একটা চাপের সৃষ্টি হতে পারে এবং তার ই ফলস্বরূপ মূত্র থলি এবং নালীর মধ্যে যে সমস্ত দূষিত বায়ু থাকে তা ঠিকমতো নির্গত হবার অবকাশও পায় না। তখন সেই বায়ু অতি আচমকাই তার গতিপথ পরিবর্তন করে এবং তা উপরের দিকেই প্রবাহিত হতে থাকে ।

ফলে হঠাৎ হঠাৎই বেড়ে যেতে পারে শরীরের অস্থিরতা এবং সেইসঙ্গে বৃদ্ধি পেতে পারে হৃদপিন্ডের স্পন্দনও । স্বভাবিক কারণেই তখন আবার বেড়ে যেতে পারে রক্তচাপ ও । শুধু তাই নয় দীর্ঘদিন সেইভাবে প্রস্বাবের ধারা বজায় রাখার চেষ্টা করলে আবার দীর্ঘ হয়ে যেতে পারে প্রস্বাবের নালীও। আর তার ফলে ভবিষ্যতে প্রস্বাবের সমস্যা তো আরও বৃদ্ধি পাবেই , সেইসঙ্গে আবার প্রস্বাবের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় থাকা নানান দুষিত পদার্থ বাইরে নির্গমনের পরিবর্তে ভিতরেই সঞ্চিত হতে থাকে এবং তার ফলে সৃষ্টি হতে থাকে নিত্যনতুন রোগেরও।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করলে ক্ষতিগ্ স্থ হতে পারে কিডনিও । তখন সেখানে জন্মাতে হতে পারে নানান আকৃতির পাথর ও । আর ক্রমাগতভাবে তা বাড়তে থাকলে একসময় আচমকাই আবার কমে যেতে পারে প্রস্বাবের স্বাভাবিক বেগ এবং দেখা দিতে পারে হরেক রকমের সমস্যাও । তখন আবার কেবলমাত্র কিডনিই নয়, চাপ পড়তে পারে পুরুষদের প্রষ্টেড গ্রন্থিতেও । তখন আচমকা কমে যেতে পারে প্রস্বাবের বেগ অথবা দেখা দিতে পারে অন্যান্য আর ও অনেক সমস্যাও । কারণ তখন দেহ মধ্যস্থ প্রস্বাবের সবটাই যে বাইরে নির্গত হয়ে যাবে তেমনটা নাও হতে পারে। আর সেইসময় সকলের মনে হতেই পারে প্রস্বাবের বেশ খানিকটা অংশ যেন রয়ে গেছে ভিতরেই । বলাই বাহুল্য, মনের সেই খুঁতখুঁতে ভাবটাও কম অস্বস্তিকর নয় ।

অনেক সময় তা থেকে আবার সৃষ্টি হতে পারে অনেক মারাত্মক রোগেরও ।প্রষ্টেড ক্যানসারের মতো ভয়াবহ রোগ ও যে হতে পারে তা জানিয়েছেন চিকিৎসকরাই। আর এই ব্যাপারটা নিয়ে দীর্ঘদিন গবেষণাকর্মেও লিপ্ত ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল হেলথ সার্ভিসেস এর গবেষকরাও। তাঁরাও এই বিষয়ে জানিয়েছেন সেই একই তথ্য।

এই যে প্রস্বাবের বিষয় নিয়ে এতকিছু আলোচনা তার উৎপত্তিস্থল কিন্তু আমাদের কিডনিই । তারপর তা সংরক্ষিত হয় ব্লাডারের মধ্যে। সেটা আবার আমাদের দেহ মধ্যস্থ রক্ত থেকে যাবতীয় বর্জ পদার্থকে বের করে দিতে বিশেষ সহায়কের ভূমিকাও পালন করে থাকে। অত এব সেটা যে আমাদের শরীরের জন্য কত মূল্যবান ভূমিকা পালন করে থাকে, মেনে নিতে হবে সেটাও।

তবে এক্ষেত্রে একটা কথা মনে রাখা খুবই জরুরি যে আমাদের দেহ মধ্যস্থ ব্লাডারের মধ্যে প্রস্বাব ধারনের ক্ষমতা সাড়ে চারশো থেকে সাড়ে পাঁচশো মিলিলিটার। তবে সবসময়ই যে সেটা পরিপূর্ণ অবস্থাতেই থাকবে তার কোন মানে নেই। আর পূর্ণ অবস্থায় থাকলে তা ভীষণ অস্বস্তিকর ও বটে । তবে সেটা দুই তৃতীয়াংশ ভর্তি হলেই আসে প্রস্বাবের বেগ এবং তখনই প্রস্বাবের কাজটাও সেরে নেওয়া উচিত আর সেই কাজ করতে হবে অবশ্যই বসে বসে ।

কখনই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে নয় । বিশেষ করে রাতের দিকে তো নিশ্চয়ই নয়। কারণ একটা কথা মনে রাখা অতি অবশ্যই প্রয়োজন যে, প্রস্বাবের সুর্নিগমনের সঙ্গে বিশেষ সম্পর্ক জড়িত আছে সুখ নিদ্রারও । অতএব সুন্দর ঘুমের জন্য আমাদের অতি অবশ্যই উচিত প্রস্বাবের সঠিক নিয়মটাও ঠিকভাবে মেনে চলা ।

কোমরব্যাথা? বয়স কি ৩০? সাবধানে থাকুন

ত্রিশ ছুঁতে না ছুঁতেই কোমরব্যথায় কাবু? ঝাঁঝরা হওয়ার আগেই বাঁচান হাড়! নিয়ম করে খান পাঁচটি খাবার

এখন নেটমাধ্যমে একটি মজার জোক মারাত্মক ঘুরপাক খাচ্ছে। ত্রিশোর্ধ্ব দুই তরুণ তরুণী ডেটে গিয়েছেন। কিন্তু তাঁদের মধ্যে প্রেম নয়, কথা হচ্ছে কোমর এবং হাঁটুর ব্যথা নিয়ে। মজার ছলে দেখানো হলেও বিষয়টা কিন্তু খুব একটা অস্বাভাবিক নয়। কারণ এখন অল্পবয়সেই বহু মানুষ হাড়ের সমস্যায় ভুগছেন। হাড় আমাদের শরীরের কাঠামো ধরে রাখে এবং ভেতরের অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে রক্ষা করে। হাড়ের ঘনত্ব কম হলে অস্টিওপরোসিস নামে একটি রোগ হতে পারে, যাতে হাড় খুব দুর্বল হয়ে যায়। তাই সুস্থ থাকতে এবং হাড় ভাঙা থেকে বাঁচতে হাড়ের ঘনত্ব বজায় রাখা দরকার। আর এই কাজে সহায়ক হতে পারে স্বাস্থ্যকর খাবার।

১. দুধ এবং দুগ্ধজাত খাবার (যেমন দই, পনির) দুধ এবং অন্যান্য দুগ্ধজাত খাবারে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে। ক্যালসিয়াম হল হাড়ের প্রধান খনিজ উপাদান, যা হাড়কে মজবুত করে এবং ঘনত্ব বাড়াতে সাহায্য করে। আমাদের শরীরের প্রায় ৯৯% ক্যালসিয়াম হাড় ও দাঁতে জমা থাকে। দুগ্ধজাত খাবারে ফসফরাসও থাকে, যা ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিলিত হয়ে হাড়ের গঠনকে শক্তিশালী করে।

২. সবুজ শাকসবজি (যেমন পালং শাক, বাঁধাকপি) সবুজ শাকসবজিতে প্রচুর ক্যালসিয়াম পাওয়া যায়, যদিও দুগ্ধজাত খাবারের তুলনায় এর শোষণ ক্ষমতা কিছুটা কম। তবে, এটি ক্যালসিয়ামের একটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্ভিদভিত্তিক উৎস। পাশাপাশি এতে ভিটামিন কে প্রচুর পরিমাণে থাকে। ভিটামিন কে হাড়ের প্রোটিন তৈরি করতে সাহায্য করে এবং অস্টিওপরোসিসের ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করতে পারে।

৩. চর্বিযুক্ত মাছ (যেমন স্যামন, ম্যাকারেল) স্যামন, ম্যাকারেল, সার্ডিন এবং হেরিং-এর মতো চর্বিযুক্ত মাছে প্রচুর পরিমাণে ভিটামিন ডি থাকে। ভিটামিন ডি আমাদের শরীরকে খাবার থেকে ক্যালসিয়াম শোষণ করতে সাহায্য করে, যা শক্তিশালী হাড়ের জন্য অপরিহার্য। পাশাপাশি এই মাছগুলোতে ওমেগা-৩ ফ্যাটি অ্যাসিডও থাকে, যা হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে এবং প্রদাহ কমাতে সাহায্য করতে পারে।

৪. ডিম ডিমের কুসুমে ভিটামিন ডি পাওয়া যায়। যদিও চর্বিযুক্ত মাছের তুলনায় ভিটামিন ডি-এর পরিমাণ কিছুটা কম থাকে, তবুও ডিম আমাদের দৈনিক ভিটামিন ডি-এর চাহিদা পূরণে সাহায্য করতে পারে।

৫. বাদাম এবং বীজ (যেমন কাঠবাদাম, তিল) কাঠবাদাম, তিল, চিয়া বীজ এবং কুমড়োর বীজের মতো বাদাম ও বীজে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম এবং ফসফরাস থাকে। ম্যাগনেসিয়াম হাড়ের ঘনত্ব বৃদ্ধি এবং হাড়ের গঠন বজায় রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ। ফসফরাস ক্যালসিয়ামের সঙ্গে মিলিত হয়ে হাড়কে শক্তিশালী করে।

এই খাবারগুলি নিয়মিত গ্রহণ করার পাশাপাশি, হাড়ের স্বাস্থ্য ভাল রাখতে পর্যাপ্ত পরিমাণে সূর্যের আলোতে থাকা (যা আমাদের শরীরে ভিটামিন ডি তৈরি করতে সাহায্য করে) এবং নিয়মিত ব্যায়াম করাও জরুরি।